বঙ্গ বিবাহ।

শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য বি, এ,

কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট ৩০৯ সং
ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮৮ সাল।

বঙ্গীয় যুবক-বৃন্দের

কর কমলে

এই গ্রন্থ

সাদরে

উপহার

প্রদত্ত হইল।

বঙ্গ বিবাহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজকাল আমাদিগের যেরূপ অবস্থা, আমরা যেরূপ অন্নকষ্টে লালায়িত, তাহাতে বিবাহবিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে এদেশে যেরূপ অল্পায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, তাহাতে এ বিষয়ে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের বিশেষ সতর্কতার সহিত ভাবিবার কোন কারণ ছিল না। সুতরাং বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইবার সময় তাঁহাদিগের মনে কোন প্রকার চিন্তা উপস্থিত হইত না। এই নিমিত্ত তাঁহারা বিবাহ একান্ত কর্ত্তব্য বোধে, উহার উপযোগী নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যেরূপ সময়ের লোক, তাঁহারা যেরূপ শিক্ষার লোক, তাহাতে তাঁহারা যে এরূপ প্রথা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আজকাল, বিবাহ দূরে থাকুক, অন্য যে কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি না কেন, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিলে, আমরা পরিশেষে মহাবিপজ্জালে জড়িত হই।

এখন আমাদের অবস্থা সর্ব্বপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সে রাজশাসন নাই, সে সমাজ নাই ; শিক্ষা বিভিন্ন, আলাপ বিভিন্ন, আশা বিভিন্ন, চলন বিভিন্ন। সুতরাং পূর্ব্ব-প্রদর্শিত পথে ভ্রমণ করা আমাদের পক্ষে দুরূহ। রাজশাসনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমুদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আর্য্যশাসনের পর মুসলমানেরা ভারত অধিকার করিয়া আপনাদিগের রীতিনীতি প্রচলিত করিলেন। পরে ইংরাজগণ দেশাধিকারী হইয়া, তাঁহাদের আচার ব্যবহার এদেশে প্রচার করিতেছেন। সুতরাং আমাদিগের সমাজ ক্রমে ক্রমে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া এক নবরূপ ধারণ করিয়াছে। এস্থলে মনু প্রভৃতি মহাত্মাগণের আদেশানুসারে আমরা কি প্রকারে চলিতে পারি ? তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত প্রথা আমাদিগের অবস্থার উপযোগী হইতে পারে না। এই পরিবর্ত্তন সময়ে আর একজন নূতন মনুর প্রয়োজন। এই উনবিংশ শতাব্দীতে পরাশর, বশিষ্ঠ, ব্যাস, নারদ স্থানলাভে অক্ষম। তাঁহাদের সময়ে তাঁহারা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা হিন্দু ছিলেন, হিন্দুদিগের মধ্যে তাঁহারা আদর পাইয়াছিলেন। আমরা হিন্দু নহি, যদিও হিন্দু নামে খ্যাত ;—আমাদিগের সেরূপ ধর্ম্ম নাই, আমাদের ধর্ম্মে মহম্মদ ও খ্রীষ্ট প্রবেশ করিয়াছেন ; আমাদের সেরূপ সমাজ নাই, ইহাতে খ্রীষ্টীয়ান ও মহম্মদীয় আচারসকল প্রবেশ করিয়াছে। এ সময়ে

কেবলমাত্র মনুসংহিতা, পরাশরসংহিতা কি প্রকারে আমাদিগকে পরিচালিত করিতে পারে? এখন তাঁহাদের সময় নয়; এ আর এক প্রকার সময়। আমরা এখন অন্য সংহিতা অবলম্বন করিব, তাহাতে বাধা কি? আমাদের সমাজ নবজীবন পাইয়াছে, ইহাকে এই নবজীবনের উপযুক্ত অশন দান করিতে হইবে। পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়ম-সকল আমাদিগকে কারাবরোধীর ন্যায় কেন অকর্ম্মিষ্ঠ করিবে? যাহাতে আমাদিগের নব-সমাজ নব-অশন প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রাণপণে চেষ্টা করিব। এখন আর নিশ্চিন্ত থাকা কি প্রকারে ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে?

আমাদের সুশিক্ষিত যুবকগণ উর্দ্ধবাহু হইয়া পিতৃগণের নিন্দাবাদ করেন; স্থানে স্থানে বক্তৃতা, স্থানে স্থানে রচনাপাঠ করিয়া পিতৃকুলের নিন্দাবাদে গগন বিদীর্ণ করেন; কিন্তু পিতৃগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, যে পথে তাঁহারা নিন্দাভাজন হইয়াছেন, সে পথে গমন করিতেও কুণ্ঠিত হন না। তাঁহারা যতদিন বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত থাকেন, ততদিন নানাপ্রকার কল্পনা মনোমধ্যে প্রবেশ করে। তখন তাঁহারা মনে করেন, বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইবামাত্র বঙ্গদেশকে, ভারতকে, নববেশে সুসজ্জিত করিবেন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, নববেশের কথা দূরে থাকুক, ছিন্নবেশ সীবন করিবারও অবকাশ প্রাপ্ত হন না। কেহ বা সে বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা মনে করেন না।

তাহারা পূর্ব্ব প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্ব প্রথাকে বলবতী করিবার জন্য কটিবদ্ধ হইয়া সমরক্ষেত্রে অবতরণ করেন। যাহা হউক, আমাদিগের আর নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। সময় উপস্থিত, এখন আমরা কিছুমাত্র চেষ্টা করিলেই কৃতার্থ হইতে পারিব, সন্দেহ নাই।

বঙ্গ বিবাহ এতদূর কদর্য্য যে, ইহাকে বিবাহ বলিলে বিবাহের অগৌরব করা হয়। এ দেশে পুরুষ-মাত্রেরই বিবাহ প্রয়োজনীয়। পুত্র জন্মিবার পরেই, তাহার বিবাহ জন্য পিতা আকুল হইলেন। কতদিনে তিনি পুত্রবধূর মুখ সন্দর্শন করিবেন, এই ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। এদিকে পুত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষায় নিযুক্ত হইল, ওদিকে তাহার বিবাহ জন্য লোক নিয়োজিত হইল। ক্রমে বিবাহ না দিলে, আর চলিল না। শুভদিনে শুভলগ্নে সেই পুত্রের বিবাহ হইল। জনকজননী নববধূ পাইয়া আনন্দে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

এদিকে পুত্র নবপরিণয়ে উন্মত্ত হইয়া ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক প্রণয়-পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত হইলেন। স্বয়ং উপার্জ্জনে অক্ষম, সুতরাং নানাপ্রকার উপায়ে পিতা মাতার নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রণয়িনীর সমীপে প্রণয়-সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। প্রণয়সরোবরে নিমগ্ন থাকিয়া বিদ্যাদেবীর নিকট হইতে বিদায় লইলেন। ক্রমে প্রণয়-সম্ভূত নবকুমার ও নবকুমারীগণ আবির্ভূত হইতে লাগিল। এখন আর প্রণয়

সরোবরে অবগাহন কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। মস্তক উন্নত করিয়া দেখেন, চারিদিকে অন্ধকার! তাঁহার হস্তস্থিত বিদ্যালোক সে অন্ধকার নাশ করিতে সমর্থ নয়। তথাপি সেই আলোক অবলম্বন করিয়া আহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অতি কষ্টে দিনপাত হইতে লাগিল। পিতা পুত্রকে নায়ক দেখিয়া আপনার জাল গুটাইয়া লইলেন। তিনি এখন পৌত্র লইয়া আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত হইলেন। পুত্র সংসারী হইল।

এখন আর অন্য উপায় নাই। যাহাকে কুপ্রথা বলিয়া মনে ছিল, বিদ্যালয়ে যাহাকে শত্রু বলিয়া মনে করিতেন, সেই এখন সুপ্রথা ও পরম মিত্র হইল। অর্থবল নাই, লোকবল নাই, বিদ্যাবল নাই, মনোবল নাই; সুতরাং স্বাধীন বৃত্তির উপায় নাই। সামাজিক নিয়মে থাকিয়া সমাজ রক্ষা করিতে লাগিলেন। পুত্র-কন্যাগণ ক্রমে বয়ঃস্থ হইতে লাগিল। তাহাদিগকে রীতিমত শিক্ষাদান করিতে হইবে। কিন্তু সে ক্ষমতা নাই; সামান্যভাবে তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায় আপন পুত্রগণের বিবাহ দিলেন। পূর্ব্বপ্রথা চলিতে লাগিল। আপনার পদদ্বয় যে কণ্টকপূর্ণ পথে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, সেই পথে আপনার হৃদয়নন্দনকেও প্রেরণ করিলেন। একবারও মনে ভাবিলেন না যে, তাঁহার স্নেহভাজন তাঁহার ন্যায় সংসারে চিরকাল কষ্ট পাইবে!

এ বিপদে কে রক্ষা করিবে? কাহাকে আমরা ডাকিব? কে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে? যতদিন বিদ্যালয়ে থাকিব, ততদিন কুপ্রথা কুপ্রথা বলিয়া চীৎকার করিব; যখন সংসারে প্রবেশ করিব, ভ্রমেও একবার তাহার বিষয় ভাবিব না, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়! ইহার কারণ কি? অকারণ কিছুই হয় না। আমাদের শিক্ষা হয় না; যাহা কিছু শিক্ষা করি, পরীক্ষাস্থানে উদ্গীরণ করি। সমাজের অত্যাচারে শিক্ষার উন্নতি হয় না। সুতরাং মনের দুর্ব্বলতা প্রবল থাকে। তাহার উপর অর্থলোভ। পুত্রের বিবাহ দিলে যথেষ্ট ধনসঞ্চয় হইবে, সুতরাং পুত্রের মুখপানে না চাহিয়া বিবাহ দিতে উদ্যত হই। আমাদের পুত্রগণও যখন আমাদের পদে উপস্থিত হইবে, আমাদিগের পথ অবলম্বন করিবে। তাহাদের পক্ষেও পুত্রের বিবাহ নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইবে।

মনের দুর্ব্বলতাই এই বিপদের কারণ। সাহস আমাদের উদ্ধারের একমাত্র সহায়। আমাদিগকে এখন সাহস অবলম্বন করিতে হইবে। সামান্য বাতে চঞ্চল না হইয়া নগেন্দ্রের ন্যায় গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিতে হইবে। সাহসের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। কেবল মৌখিক বাক-বিতণ্ডা করিলে চলিবে না। আমার কেহ সহচর নাই বলিয়া পশ্চাতে ফিরিব না। সাহসে নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইলে, ক্রমে সহচর

পাইব। উদ্যম থাকিলে, উৎসাহ থাকিলে, কেহই সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইবে না। লোভ পরিত্যাগ করিয়া, সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সকলেই পরাভূত হইবে। সকলেই পরিণামে আমাদের অনুগামী হইবে।

আমার পিতা যে পথে চলিয়াছেন, যদি তাহাতে দোষ থাকে, যদি তাহাতে প্রতিপদে বিপজ্জালে পড়িতে হয়, তবে আমি সে পথে কখনই চলিব না। তাহাই যদি না হয়, তবে তাঁহার নিকট কি উপদেশ পাইলাম? তাঁহার অভিজ্ঞতা আমার কি উপকার করিল? যদি আমি পিতার ন্যায় ভীত হই, তবে আমার কর্ত্তব্য কি প্রকারে সাধিত হইবে? তাহাহইলে আমি আমার সন্তানগণের নিকট চির-অপরাধী থাকিব! যদি আমি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হই, আমার সন্তানগণ আমার সাহস পাইলে, আমার দ্বিগুণ অগ্রসর হইবে। আর যদি আমি আমার পিতার ন্যায় ভীত হই, হয়তঃ আমার সন্তানগণ আমার অপেক্ষাও ভীত হইবে! তাহা হইলে, বঙ্গভূমি কখনই উন্নতিপথে আরূঢ় হইবে না! আমরা কর্ত্তব্য সাধন করিলে আমাদের নাম সন্তানগণের স্মৃতিপটে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত থাকিবে। আমাদের কর্ত্তব্য ভার অপনীত হইবে—আমরা মনুষ্য হইব!

আমরা যাহা শিখিয়াছি, তাহাতে অনেক পরিমাণে আপনাদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞান হইয়াছে। আমরা নানা

দেশের ইতিহাস পাঠ করিয়াছি, নানা মহল্লোকের জীবনী পাঠ করিয়াছি, কর্ম্মসাধনের সহচর পাইয়াছি, আমাদের কর্ত্তব্য বুঝিয়াছি। এখনও যদি নিশ্চিন্ত থাকি, তবে কতদিনে বঙ্গে, কতদিনে ভারতে, সুদিন হইবে?

আমাদের বিবাহ-প্রথা কতদূর কুৎসিত, তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। এই প্রথা পরিমার্জ্জিত না হইলে, বঙ্গে কথনই সুদিন হইবে না। এই প্রণালী যতদিন সুনিয়মে প্রচলিত না হইবে, ততদিন বঙ্গের নয়নজল কখনই শুষ্ক হইবে না। বিবাহ হইতে আমরা সংসার দেখিতেছি; বিবাহ হইতে আমরা জীবন পাইতেছি; এবং সেই জীবনের উপর বঙ্গের জীবন নির্ভর করিতেছে। যাহার উপর বঙ্গের জীবন, তাহা অগ্রে পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য।

বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য—একথা কে অবিশ্বাস করিবে? তাহা বলিয়া বিবাহের অনুরোধে বিবাহ করা উচিত নয়! কিন্তু এ নিয়ম এ দেশে এত বদ্ধমূল, যে পথের ভিক্ষুকও বিবাহ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। যাহার অন্নের সংস্থান নাই, যে ব্যক্তি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া দৈনিক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে ব্যক্তিও একটী বিবাহ করিয়াছে। তাহারও স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, কন্যা আছে—সে ব্যক্তিও কৌলিক নিয়মানুসারে পুত্রকন্যার বিবাহ দান করে। যাহার

নিজের উদর-পূর্ত্তির সংস্থান নাই, যাহার জীবিকার নিশ্চয়তা নাই, সে ব্যক্তি কি সাহসে, কি প্রলোভনে, বিবাহ করে, বলিতে পারি না। কিন্তু সভ্যতাপূর্ণ দেশে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, অনেক কৃতবিদ্য, ধনাঢ্য, উপার্জ্জনক্ষম মহাত্মা অবিবাহিত। কেন না বিবাহ করিলে অনেক বিপদে পড়িতে হয়। যতদিন না সেই বিপদ উদ্ধারের ক্ষমতা জন্মে ততদিন তাঁহারা বিবাহকে কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন না। বিদ্যা উপার্জ্জন কর, ধন উপার্জ্জন কর, আপনার আহার বিহারের সংস্থান কর; কেবল তাহাই নহে—যখন দেখিবে, তুমি আপনার ও আপন পরিবারের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদির জন্য প্রস্তুত হইয়াছ—তখন বিবাহ কর। নতুবা বিবাহের অনুরোধে বিবাহ করিয়া অনন্যগতি অবলা কামিনীকে চিরকালের জন্য শোক ও দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কেবল প্রয়োজন নাই, তাহা নহে, ইহা অতি মহাপাপ! জগতে যত প্রকার গুরুতম পাপ আছে, ইহা তাহাদিগের মধ্যে প্রথম! ইহা নানা প্রকার পাপের সমষ্টি! একটী অবলা নারী চিরকালের জন্য অন্নকষ্টে লালায়িত; পুত্র কন্যাগণ অন্নাভাবে পথের ভিক্ষুক; জীবনরক্ষা ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য নানা প্রকার প্রলোভনে জড়িত হইয়া, মহৎ মহৎ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত; এই সকল অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর কি আছে?

ইহাতে কেবল বিবাহিতের পাপ-সংযোগ নহে। ইহাদ্বারা সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট হইতেছে। এই বিবাহ হইতে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারাও ভিক্ষুক হইবে। ভিক্ষুকের সন্তান শিক্ষাভাবে যাচ্ঞা ভিন্ন অন্য উপায় অবলম্বনে অসমর্থ। এই বিবাহ হইতে ভিক্ষুকের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। একে ভারত-সন্তান পথ-ভিখারী, তাহার উপর যদি অসংখ্য ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান করিতে হয়, তাহা হইলে ভারত-সন্তানকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে না! যদি এই প্রথা আরও কিছুদিন বদ্ধমূল থাকে তাহা হইলে সমস্ত ভারত ভিক্ষুক হইবে।

আজকাল সময়ে সময়ে ভারতে দুর্ভিক্ষ রাক্ষস পদার্পণ করিয়া লক্ষ লক্ষ ভারতের ভিক্ষুক সন্তানকে গ্রাস করিতেছে। এই পিশাচ ভারত-সন্তানের সুললিত শোণিত মাংস প্রতিদিন ভক্ষণ করিতেছে। ধন্য প্রকৃতি! তুমি ভারতের প্রতি সদয় না হইলে, আজ ভারতের কি দুর্দ্দশা হইত!

একবার চৈতন্যদেব ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুকের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছেন। আবার প্রতিদিন নূতন নূতন চৈতন্য আবির্ভূত হইতেছেন। ইহার উপর আবার ভিক্ষুকগণের বিবাহ-লালসা! এ অবস্থায় ভারত কি করিতে পারেন!

বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইলে, আমাদিগকে অনেক

গুরুতর বিষয়ের ভার মস্তকে ধারণ করিতে হয়। ইচ্ছা হইল, বিবাহ করিলাম, ইহা কতদূর নীতিবিরুদ্ধ তাহা বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া বিবাহ-ব্রতে ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা যখন বিবাহ করি, তখন আর একটীর সমস্ত সুখ-দুঃখের ভার গ্রহণ করি। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা এরূপ বলিতেছি না যে, বিবাহ মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। একাকী মানবের যথেষ্ট কষ্ট!

জীবন ধারণ করিতে গেলে তাহার উপযোগী সমস্ত সামগ্রীরই আবশ্যকতা। যদি আমরা প্রত্যেকে আপনাদিগের সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু আহরণে ব্যস্ত থাকি, তাহা হইলে আমরা বর্ত্তমান সময়ে জীবন ধারণে সমর্থ হই না। আদিম সময়ে যখন সমস্ত মানব শীকারের উপর নির্ভর করিত তখনও অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে যদি আপন আপন জীবিকার জন্য সমস্তদিন ব্যস্ত থাকে, যদি কেহই কাহারও কোন প্রকার সাহায্য দানে উদ্যত না হয়, তাহা হইলে, এই সংসার কি ভয়ানক বেশ ধারণ করে! যদি আমরা বন্য পশুর ন্যায় আমমাংস ও আমশস্যে জীবন ধারণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে, বোধ হয়, আমরা পরস্পরের সাহায্য অপেক্ষা করিতাম না। অথবা তাহা হইলেও আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারি না। জীবমাত্রেরই ক্ষুধা তৃষ্ণা ভিন্ন আর একটী ভয়ানক প্রবৃত্তি আছে। তাহার চরিতার্থতা-জন্য সমস্ত

প্রাণী সমুৎসুক। বিশেষতঃ যখন জ্ঞান ও শিক্ষার প্রাদুর্ভাব ছিল না, তখন ঐ প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গেলে, তাহার ফলভোগী কে হইবে? পিতা মাতা ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি সন্তানের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করিবে? শিশু যখন অসহায়; যখন সে আপনার জীবন রক্ষার জন্য আহার সংগ্রহে অপারগ; যখন তার ইন্দ্রিয়গণ বিকসিত হয় নাই; তখন কে তাহার মুখপানে চাহিবে? আমরা দেখিতে পাই, নিকৃষ্ট জন্তুর মধ্যে মাতাই কেবল সেই ভার গ্রহণ করে। কিন্তু মনুষ্যজাতির মধ্যে মাতা একাকিনী সে ভার লইতে অক্ষম। মনুষ্যের যত জ্ঞান-চক্ষু উন্মুক্ত হইতেছে, ততই মাতার পক্ষে সন্তান প্রতিপালন ভয়ানক আকার ধারণ করিতেছে। বিলাস শরীরকে গুরুতর কার্য্যে অপটু করিতেছে। সুতরাং যদি জননী নিজ সন্তানের জন্য আহার ও পীড়ার সময় ঔষধ অন্বেষণ করিবার জন্য নিযুক্ত থাকেন; এবং পিতা আপনার নীচপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া দূরে অবস্থান করেন, তাহাহইলে সেই সন্তান কখনই দিনেকের জন্য জীবন ধারণে সমর্থ হইবে না। স্ত্রীজাতির পক্ষে, আপনাদিগের শরীরধারণের আবশ্যকীয় বস্তু-সংগ্রহ অতি কষ্টকর; তাহার উপর যদি তাহাদের সন্তানের শরীর রক্ষা করিতে হয়; এবং পুরুষেরা কেবল আপন আপন জীবন লইয়া ব্যস্ত থাকে, তাহা হইলে

অল্প-দিনেই মনুষ্য সংখ্যা হ্রাস হইয়া পড়িবে।

নিজ নিজ স্বার্থ চিন্তায় কাল যাপন করিলে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতিরই অসুবিধা ও অমঙ্গল। উভয় জাতিরই পরস্পরের সাহায্য প্রয়োজন। এই জন্য মনুষ্য সমাজ-বদ্ধ হইয়া বাস করে। কিন্তু এই সমাজে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া দূরে বাস করিতেও অনেকে উদাসীন হয় না। এই জন্য জ্ঞানালোক-বিশিষ্ট পণ্ডিত-গণ সমাজ-রক্ষার জন্য সময়োচিত নানাপ্রকার নিয়ম প্রচলিত করিয়া থাকেন। বিবাহকে শান্তিকর ও সুফল-দায়ক করিবার জন্য নানাপ্রকার নিয়ম প্রবর্ত্তন, এবং স্ত্রী ও পুরুষের সন্তানের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ সমাজের নিয়ম।

এই সকল নিয়ম সময়ে সময়ে নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিয়াছে। সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া সমাজের অঙ্গ সকল পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সমাজের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না, সুতরাং একপ্রকার নিয়ম চিরকাল সমাজের মঙ্গল-জনক হয় না। এই এক বিবাহ—স্থানভেদে, সময়ভেদে, নানাপ্রকার রূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সকল প্রকার বিবাহেই আমরা দেখিতে পাই যে, একটী মুখ্য উদ্দেশ্য আছে। স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরের সাহায্য করিবে; সেই সাহায্য যাহাতে সুন্দর রূপে বিতরিত হয়, তাহার জন্য সকল প্রকার বিবাহই নিয়মিত। যাহাতে বিবাহ-সম্ভূত

সন্তান-গণ সুন্দররূপে প্রতিপালিত হয়, তাহার জন্য সকলেরই আগ্রহ।

আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি অপুত্রক, তাহার স্বর্গ নাই—সে ব্যক্তি পিতৃগণের নিকট ঋণী রহিল। ইহাদ্বারা আমরা এই বুঝিতে পারি যে, বিবাহ যখন মনুষ্যের মঙ্গলের জন্য, তখন তাহাকে দৃঢ়পাশে বদ্ধ করা উচিত। ইহা বিবেচনা করিয়া শাস্ত্র-কারগণ স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে এক নূতন ভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি সংসারে ব্যাপৃত থাকে, যাহারা সংসারের ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে বিবাহ অতিশয় প্রয়োজনীয়; এবং সেই সূত্র যাহাতে অধিকতর দৃঢ়ীভূত হয়, তাহার জন্য পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ পুত্রোৎপাদন, ও পুত্রের প্রতিপালন, পিতার স্বর্গগমনের উপায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আমরা সকল শাস্ত্রে ও সকল ধর্ম্মে দেখিতে পাই যে, সমাজ-রক্ষার জন্য সকলেরই বিশেষ আকিঞ্চন। এবং বিবাহ প্রথাই সেই সমাজ রক্ষার মূল-ভিত্তি। ইহার উপর আর আর সমুদয় নিয়ম অবস্থান করে। সেই ভিত্তি দৃঢ়রূপে প্রস্তুত না হইলে, ইহা কখনই অন্য ভিত্তির ভার সহনে সমর্থ হইবে না।

এখন আমরা বলিতে পারি, যে বিবাহ সকলের পক্ষে বিধেয় নহে। বিবাহ করিলেই সন্তানের সম্ভাবনা।

তাহাদের যথোচিত প্রতিপালন করা আমাদের কর্ত্তব্য। যাহারা সে বিষয়ে সক্ষম তাহাদেরই পক্ষে বিবাহ মঙ্গলকর। যাহারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া বিবাহ করে, তাহারা ভবিষ্যতে অতি ভয়ানক বিপদে পতিত হইবে। সেই জন্য বাল্য-বিবাহ এত অনর্থের মূল। ভিক্ষোপজীবীদিগের পক্ষে বিবাহ সমাজের অনিষ্টকর। ইহা ভিন্ন অনেকেরই পক্ষে বিবাহ সম্যক্ যুক্তি-সিদ্ধ নহে।

আমাদের শাস্ত্রকারগণ এই বিপদ আশঙ্কা করিয়া কত সুনিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন। মনুষ্য প্রথমে ব্রহ্মচারী হইয়া বিদ্যানুশীলনে নিযুক্ত থাকিবে; আপনাকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী করিয়া সংসারের সমস্ত বিষয় অবগত হইবে। পরে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের পূর্ব্বে কোন ব্যক্তিই গার্হস্থ্যাশ্রমের অধিকারী হইবে না। এই নিয়মের তাৎপর্য্য কি? মনুষ্য অগ্রে আপনাকে সংসারের উপযুক্ত করিবে, তবে সংসারে প্রবেশ করিবে। সংসারে নানাপ্রকার বিপজ্জাল বিস্তারিত রহিয়াছে; মনুষ্য সে জালচ্ছেদনে উপযুক্ত না হইলে প্রতিপদে যন্ত্রণা ভোগ করিবে। সুতরাং ব্রহ্ম-চর্য্যের পূর্ব্বে দার-পরিগ্রহ করা কখনই বিধেয় নহে।

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের যুগলমিলন না হইলে সমাজ অশান্তির স্থান হইত। প্রতিদিন যুদ্ধ বিগ্রহে এই বসুন্ধরা শত শত মানবের শোণিত স্রোতে প্লাবিত

হইত। এই সকল অমঙ্গল নিবারণের জন্য শাস্ত্রকারগণ সময়ে সময়ে বলিয়াছেন "ন গৃহেণ গৃহস্থঃস্যাদ্ভার্য্যয়া কথ্যতে গৃহী। যত্র ভার্য্যা গৃহং তত্র ভার্য্যাহীনং গৃহং বনং।" এবং "সর্ব্বস্বেনাপি কর্ত্তব্যো দার-সংগ্রহঃ।" এই বাক্যের এই অর্থ যে, সকলে বিবাহ করিবে। যাহারা গৃহী হইতে ইচ্ছা করে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে যাহাদের একান্ত বাসনা তাহাদের পক্ষে বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা কেবল শব্দপুঞ্জের অর্থের উপর নির্ভর করিতে পারি না। সামাজিক মঙ্গল-বিধান যাঁহাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য, তাঁহারা যে বাস্তবিক সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া বিবাহ করিতে উত্তেজনা করিতেছেন, এরূপ বলিতে পারি না। সকল বাক্যেরই গূঢ়তত্ত্ব অন্বেষণ করা মানবের প্রধান ধর্ম্ম। সকল বিষয়েরই কারণ বাহির করিয়া সেই সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বিবেকী ব্যক্তির পক্ষে হিতকর। শাস্ত্রে সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া বিবাহ করিবার অনুমতি আছে, এজন্য আমরা সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া বিবাহ করিব, একথা কখনই বলিতে পারি না। কতক গুলি পল্লবগ্রাহী ব্যক্তি শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া আপনাদিগকে বিবাহ-যজ্ঞের অনুপযুক্ত ব্রতী দেখিয়াও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই এবং তাহাদের মতাবলম্বী অবিবেকী মানব সমূহ সেই পথে বিচরণ করিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হয় না।

যাঁহারা শিক্ষিত, যাঁহারা সকল বাক্যের ও নিয়মের মর্ম্মজ্ঞানে অধিকারী, আমরা তাঁহাদিগকে মিনতি করিয়া বলিতেছি, তাঁহারা যেন প্রচলিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া অতল দুঃখ-জলধিতে সন্তরণ করিতে প্রয়াস না পান। আপনাদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দার-গ্রহণে কেহই নিষেধ করে না। যাঁহাদের অবস্থা অনুকূল নহে, প্রত্যুত সাতিশয় প্রতিকূল, তাঁহারা যেন আকস্মিক বাতপ্রবাহে সঞ্চালিত না হন। আমরা অনুকূল অবস্থা বলিয়া এরূপ বুঝিতেছি না, যে কেবল মাত্র স্ত্রী ও সন্তানের আহার-দানে সমর্থ হইলেই বিবাহ করিবে। অনেকের সেরূপ ক্ষমতা থাকিলেও অন্য অন্য কারণে বিবাহ বিষয়ে নিরত থাকা কর্ত্তব্য। কেননা কেবল আহার দান করিলেই স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের প্রতিপালন করা হইল না। পিতার কর্ত্তব্য যে, তিনি পুত্র কন্যাগণকে সুন্দর রূপে শিক্ষিত করিবেন; তাহা-দিগকে সংসারের প্রলোভন হইতে রক্ষা করিবেন; যাহাতে তাহদের চরিত্র সংগঠিত হয় তাহার উপায় করিবেন। কিন্তু যাঁহারা আপনাদিগের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বশতঃ সে বিষয়ে মনোযোগ দিতে অপারগ; যাঁহারা নিজ পরিবারের তত্ত্বাবধারণে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে বিবাহ বিড়ম্বনা মাত্র। পরের উপর নির্ভর করিয়া কখনই আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। যদি পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইল, যদি আমার সন্তানের ভাবী

মঙ্গল অপরের অধীন হইল, তবে আমার সন্তানের প্রয়োজন কি? আমি যে বিষয়ে সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপ করিতে অক্ষম, সে বিষয়ে নিরস্ত থাকাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ আজকাল আমাদের সমাজের নবজীবন, এ সময়ে অপরের উপর নির্ভর করা অতীব অন্যায়। এখন আমাদিগকে অতি সাবধানে চলিতে হইবে। নতুবা এই নবজীবন পদে পদে বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে।

যাহারা যাবজ্জীবন সৈনিক, যাহারা যাবজ্জীবন নাবিক, তাহাদের পক্ষে অনেক বিবেচনা করিয়া বিবাহ করা উচিত। যাহারা চিরকাল সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে, স্ত্রী সহবাস যাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, যাহারা গৃহী নহে, তাহারা কি সাহসে বিবাহ করে? যাহারা চিরকাল নাবিক, অর্ণবযানই যাহাদের গৃহ, সমুদ্রই যাহাদের স্বদেশ, তাহারা কেন বিবাহ করিয়া অবলা কামিনীগণকে চিরকাল একাকিনী ও অসহায়া রাখিয়া যন্ত্রণা প্রদান করে? এই সকল লোকের পক্ষে বিবাহ কখনই সুফলপ্রদ হয় না।

অধিকাংশ ধর্ম্মপ্রচারকগণ এই দলভুক্ত। তাঁহারা সংসারী নহেন; তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট গৃহ নাই। যখন যেখানে গমন করেন, যখন যেখানে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, তখন সেইখানে তাঁহাদের স্বদেশ। সুতরাং তাঁহাদের বিবাহ কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। আমি একজনের সমস্ত ভার লইলাম; একজনের সংসারে

সহায় হইলাম, অথচ আমি সংসারী নহি ; ইহা অতি আশ্চর্য্য বিড়ম্বনা ! খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক সুবিখ্যাত সেণ্টপল অবিবাহিত ছিলেন। বিবাহ, প্রচার-পক্ষে প্রতিবন্ধক বিবেচনা করিয়া তিনি দার-পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন, "আমি ইচ্ছা করি যে, সমস্ত লোক আমার মত হউক। কিন্তু ইহা বলিয়া আমি বলিতেছি না যে, যে সকল মনুষ্য ঈশ্বর দত্ত প্রকৃতির সার্থকতা করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা তাহা করিবে না। আমি বিধবা ও অনূঢ়াগণকে বলিতেছি, যে, যদ্যপি তাহারা আমার মত থাকিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে অতিশয় মঙ্গল। কিন্তু যাহারা রিপুদমনে অসমর্থ, তাহারা বিবাহ করুক।" বাস্তবিক, যাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্যস্থল ধর্ম্ম-প্রচার, যাঁহারা ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য জীবনধারণ করিতেছেন, সংসারমায়া যাঁহাদিগের নিকট গমন করিতে অগ্রসর হয় না, তাঁহারা বিবাহ করিয়া কেন অনর্থক সংসারী হইতে বাসনা করেন ? তাঁহারা সেণ্টপলের ন্যায় চিরকাল ভার্য্যাহীন হইয়া বাস করুন। তাঁহাদের পক্ষে বিবাহের নিত্যত্ব যুক্তিসঙ্গত নহে।

আমাদের স্বদেশীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ, প্রায় সকলেই বিবাহ করিয়াছেন। সকলেরই সন্তান সন্ততি আছে। তাঁহারা দেশে দেশে ভ্রমণ করেন, পরিবারবর্গ তাঁহাদিগের হইতে দূরে বাস করে। তাহাদের তত্ত্বাবধারণ

জন্য তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী নহেন। সেই ভার অপরের হস্তে সমর্পিত। কোথাও বা তাঁহাদের স্ত্রী, সন্তানের লালনপালনের ভার লইতে বাধ্য হন। এরূপ স্থলে সেই বালক-বালিকাগণের যথাবিধি শিক্ষাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। অপর ব্যক্তি কখনই আপনার ন্যায় যত্ন করিবে না। সেই যত্নে কিছু না কিছু ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ সেই যত্নে অপরের স্বাধীনতা নাই। আমি আমার ইচ্ছানুযায়িক শিক্ষাদান করিয়া পুত্রকন্যাকে সুগঠিত করিতে পারি। অপর ব্যক্তির সেরূপ ইচ্ছা থাকিলেও আমার অনুমোদন জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। তাহার উপর আমি ধর্ম্মপ্রচারক, আমার বাসের স্থিরতা নাই, সুতরাং সেই অনুমোদন অনায়াস-সাধ্য নহে। আবার, স্ত্রীর উপর সমস্ত ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। কেন না তিনি এতদূর শিক্ষিতা নহেন যে, সকল বিষয়ে স্বাধীন ভাবে চলিলে সন্তানের সমস্ত মঙ্গল হইবে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকে সন্তানের শিক্ষার প্রতিকূলতা। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে অবিবাহিত থাকা শ্রেয়ঃ। আমরা সামাজিক মঙ্গলের জন্য ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছি, কিন্তু অপর দিকে সমাজের অমঙ্গল ঘটিতেছে। যখন সেই সকল অশিক্ষিত যুবক সমাজে প্রবেশ করিবে, তখন তাহারা সমাজকে কলুষিত করিয়া তুলিবে। এই অমঙ্গলের দায়িত্ব প্রচারকগণ

নিজ নিজ মস্তকে বহন করিতেছেন। যাঁহারা সংসারী হইতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা যেন বিবাহ করিয়া সমাজের অশুভ-সংঘটনে ক্ষান্ত থাকেন, এই আমাদের একান্ত অভিলাষ!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বঙ্গদেশে যে ব্যক্তির পুত্র আছে, তাহার ন্যায় ভাগ্যবান্ পুরুষ অতি বিরল। তাহার উপর যদি সেই পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় প্রশংসাপত্র লাভ করে, তাহা হইলে, রত্ন কাঞ্চনের যোগ হয়, পিতা ধনসঞ্চয়ের উপায় পান; পুত্র হইতে যথেষ্ট উপার্জ্জন হইবে মনে করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। কেন-না এ উপার্জ্জনে পরিশ্রম নাই, আয়াস নাই, ইহাতে রাজস্ব নাই, রাজকর নাই।

যে ব্যক্তির কন্যা হইল, তাহার ন্যায় হতভাগ্য জগতে নাই। কন্যাদায় সে ব্যক্তির সর্ব্বস্ব নষ্ট করে। সুপাত্রে কন্যা দান করিতে হইলে, কন্যার পিতাকে অপরিমিত ধন ব্যয় করিতে হয়। যাহার সে বিষয়ে ক্ষমতা নাই, তাহার সুপাত্র-কামনা বিড়ম্বনা মাত্র। কিছুদিন হইল, একটী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ স্বীয় কন্যার বিবাহ-জন্য পাত্র অন্বেষণ করিতে গিয়া দেখিলেন, সুপাত্রে কন্যা দান করিতে হইলে, তাঁহাকে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিতে হয়। এদিকে তাঁহার একমাত্র কন্যা; পরিণামে সেই কন্যা তাঁহার উত্তরাধিকারিণী হইবে; এই ভাবিয়া সর্ব্বস্ব পণে সচ্চরিত্র জামাতার অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে লাগি-লেন। পরিশেষে স্বীয় পল্লীর কিছুদূরে এক সম্পত্তি-

সম্পন্ন ব্যক্তির পুত্রকে মনস্থ করিয়া, কন্যাদানে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। আপনার সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি উত্তমর্ণহস্তে বন্ধক রাখিয়া কন্যার বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

ক্রমে সুদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। মূলধন ও তাহার সুদে বিষয় বিক্রীত হইবার উপক্রম হইল। এমত সময় সেই ব্রাহ্মণ বৈবাহিক সমীপে উপস্থিত হইয়া আপনার অবস্থার বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন, এবং মিনতি করিয়া বলিলেন "আপনার পুত্রকে জামাতা লাভ করিবার জন্য আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি; এক্ষণে আপনার গৃহে আপনার বৈবাহিক ও বৈবাহিক-পত্নীকে অনুগ্রহ করিয়া আশ্রয় দান করুন।" বৈবাহিক অপ্রস্তুত হইলেন এবং অগত্যা আপনার নিকট হইতে সমস্ত টাকা দিয়া সেই সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপ অপদস্থ হইয়াও, তাঁহার ধনলোভ উপশান্ত হইল না! অন্যান্য পুত্রের বিবাহ-সময়ে পূর্ব্বপণ প্রবল রহিল!

আজকাল কন্যাদায় বিষম দায়! যাঁহার একাধিক কন্যা হইল, তিনি আহার, নিদ্রা, আমোদ, প্রমোদ, প্রভৃতি চিরদিনের মত বিসর্জ্জন দিলেন। তিনি কি প্রকারে কন্যাগণের বিবাহ দিবেন, এই ভাবনায় শরীর-পাত করিতে লাগিলেন। যাঁহারা সুশিক্ষিত, যাঁহারা বিবাহের তাৎপর্য্য ভালরূপে বুঝিয়াছেন, যাঁহারা

বিবাহকে স্বর্গীয় বস্তু বলিয়া আদর করেন, তাঁহারাও স্বীয় তনয়ের বিবাহ-সময়ে ধনলোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

কন্যার বিবাহ জন্য কতলোক অন্নকষ্টে লালায়িত হইয়া অনন্ত দুঃখসাগরে অবগাহন করিতেছে; কিন্তু সে বিষয়ে কেহই দৃষ্টিপাত করেন না। যাঁহারা আপনাদিগকে আর্য্যসন্তান বলিয়া গৌরবে, গর্ব্বে ও আস্ফালনে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছেন, তাঁহারা কি একবার মনে ভাবেন না যে, তাঁহারা যে প্রকার কার্য্য করিতেছেন, তাহা আর্য্য-সন্তানের উপযুক্ত কি না? আর্য্যসন্তান বলিয়া গৌরব করিলে কি ফল? আমাদিগের কার্য্য যদি অনার্য্য অপেক্ষা ঘৃণিত, শোচনীয় ও হাস্যাস্পদ হইল, তবে আমরা কি প্রকারে আর্য্যনামে গৌরব করি? ইহাতে অন্য কিছুই ফল হয় না, কেবল আপনাদিগের অধঃপতনের পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র! মহৎ লোকের সন্তান হইলেই মহৎ হয় না; মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই মহৎ হয় না; আপনার কার্য্যগুণে মহৎ হইয়া থাকে। যাহারা মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, জগতের আদরণীয় কুলের সন্তান হইয়া, আপনাদিগের কর্ম্মদোষে জগতের জঘন্য জাতি মধ্যে পরিগণিত, যাহাদের নাম করিতে, অন্যদেশের লোকের মনে ঘৃণার উদয় হয়, যাহাদিগকে বিদেশীয়গণ জাতি বলিয়া গণনা করে না, তাহারা কি সাহসে জগতের মাননীয় আর্য্যবংশ বলিয়া পরিচয় দিতে অগ্রসর হয়?

কেবল ইহাই নয়, ইহার আর একটী সহচর আছে তাহার নাম পণ। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ইহার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। বংশজ কিম্বা মৌলিক হইলে, বিবাহ করা অতি কষ্টকর। যে ব্যক্তি পণদানে অসমর্থ, তাহার বিবাহ করিবার সম্ভাবনা নাই। কন্যার পিতা ধনসঞ্চয়ে ব্যস্ত। ছাগ-মেষপালগণ যেমন অধিক মূল্যে পশু বিক্রয় করিবার জন্য ছাগ-মেষদিগকে যত্ন সহকারে প্রতিপালন করে, এই মহাত্মাগণ সেইরূপ স্বীয় কন্যাগণকে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ দেখাইবার জন্য তাহাদের প্রতি বিশেষ যত্ন করে; কেন না তাহা হইলে অধিক পণে তাহারা বিক্রীত হইবে!

পণ গ্রহণের সময় পিতা কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। কন্যা সুখে থাকুক আর দুঃখে থাকুক—সে বিষয়ে পিতার মনোযোগ দিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার আশা পূর্ণ হইলেই তিনি সন্তুষ্ট। যে ব্যক্তি তাঁহার মানস পূর্ণ করিতে পারিবে, সেই তাঁহার কন্যার পাণি-গ্রহণে অধিকারী হইবে। এই প্রলোভনে হতভাগা যুবকগণ সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া বিবাহ-জন্য ব্যাকুল হয়।

পিতা পণ-লোভে অন্ধ হইয়া, স্নেহ ভাজন কন্যা রত্নকে অগাধ জলধিজলে ভাসাইয়া দেন। ইহা কি শোচনীয়! জামাতার বয়স যতই কেন হউক না, তাহাতে কোন দোষ নাই; পণ দিতে পারিলেই উপযুক্ত পাত্র হইল। পঞ্চম বর্ষীয় কন্যা কখন কখন ষাট

বৎসরের বৃদ্ধের হস্তে সমর্পিত হয়; এবং সেই বালিকা যৌবন দশায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই অকালে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। যে বালিকা বিবাহ জানিল না, বিবাহ কি তাহা বুঝিল না, বিবাহের উদ্দেশ্যসাধন করিল না, বিবাহের সুফল ভোগ করিল না, সে বিধবা হইল! তাহার পতি-বিচ্ছেদ ঘটিল! সে পতির জন্য শোকাতুরা হইল! চিরকাল পতিশোকে শরীর জর্জ্জরিত করিল! ইহাতে ক্ষতি কি? পিতার মন কেন টলিবে? পণ-গ্রহণ তাঁহার জাতীয় ব্যবসায়, জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলে মহাপাপ, সুতরাং জাতীয় প্রথা রক্ষা করিবার জন্য তিনি সকলই করিতে পারেন!

অহো কি বিভ্রম! যাঁহারা এই প্রকারে স্বীয় কন্যাগণকে পণ লোভে বৈধব্য যন্ত্রণায় প্রপীড়িত করেন, তাঁহারা স্বীয় জাতীয় গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া নিমেষেকের জন্যও আপন আপন আচরণের ভীষণমূর্ত্তি দর্শন করেন না। বরং সন্তোষে ও আমোদে কালাতিপাত করিতে থাকেন। মনুষ্য হৃদয়ে ইহার অপেক্ষা কি কঠোরতা থাকিবে? ইহার অপেক্ষা জগতে আর কি মহাপাপ আছে? বিমূঢ়া, শৈশব ক্রীড়ারতা সেই অবলা বালিকা স্বীয় জনক দ্বারা প্রতারিত হইয়া চিরকালের জন্য আমোদ হইতে, উৎসাহ হইতে, আশা হইতে, নিরত থাকিয়া দুর্দ্দশা ও দুর্ভাগ্যের হস্তে ন্যস্ত হইল! পিতা স্বহস্তে তাহাকে বিসর্জ্জন দিলেন—ইহা অপেক্ষা আর

কি ভয়ঙ্কর শোচনীয় ব্যাপার জগতে আছে? যিনি জীবন্ত মনুষ্য, যাঁহার শরীরে জীবন্ত শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, তিনি কি প্রকারে এই সকল পণ-বিবাহে মনোযোগ দিতে পারেন? অথবা যিনি বিবাহ করেন, তিনি মনকে কি বলিয়া প্রবোধ প্রদান করেন বলিতে পারি না!

যেমন ধর্ম্মপ্রচারকগণ সর্ব্বস্থানে গমন করিয়া বক্তৃতা ও সমাজস্থাপন করিতেছেন; সেইরূপ কতকগুলি নব্য যুবক সুপ্রথা প্রচার-জন্য দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, গমন করিয়া, এই সকল কুসংস্কার দেখাইয়া, সদুপদেশ দান করিলে, ভবিষ্যতে মঙ্গলের সম্ভাবনা। আমরা বৃদ্ধগণের সহায়তা বা সহযোগিতা প্রার্থনা করি না। তাঁহারা আমাদিগকে সহায়তা করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাঁহাদের হৃদয় ও অন্তঃকরণ কুসংস্কার-পাষাণে নির্ম্মিত। সেখানে এ সকল সুফলপ্রদ বস্তু স্থান পায় না। আমরা দেখিতেছি যে, বঙ্গদেশ যেরূপ কুপ্রথা ও কুসংস্কারে জড়িত রহিয়াছে, তাহা নব্য যুবক ব্যতীত অন্য কেহই ছেদন করিতে সাহসী হইবে না; অন্য কেহই সে বিষয়ে যত্ন করিবে না। এই ঘোর বিপদে নব্য যুবকই বঙ্গের একমাত্র অবলম্বন!

বাল্যবিবাহের দৌরাত্ম্যে বঙ্গের সকল গৃহ শোকে, পরিতাপে পরিপূর্ণ! তন্মধ্যে আবার বৈদিক গৃহ

অতি ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিতেছে। এই জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য। ইহার মধ্যে দাক্ষিণাত্যগণ বৈদিক-নামে প্রসিদ্ধ। প্রথিত আছে বল্লালের অনেক দিন পরে, ইহারা উৎকল হইতে বঙ্গদেশে আগমন করে। ইহাদের আচারাদি দর্শনে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, ইহারা উৎকল-শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। ইহাদের কৌলিন্য-প্রথা অতি ভয়ানক! কন্যা ভূমিষ্ট হইবা মাত্র পিতা জামাতা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। এবং সেই পাত্র, কন্যা অপেক্ষা দিনেকের বড় হইলেই পিতা, কন্যার সহিত বিবাহ সূত্র বয়ন করিয়া শান্তিলাভ করেন। কন্যা দশম বর্ষে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে বিবাহের আয়োজন হইবে। পাত্র স্থির আছে, বিবাহ বিনায়াসে সম্পন্ন হইল। কন্যা ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এবং তাহার সহিত শরীরাবয়বও বর্দ্ধিত হইল। জামাতা যদিও ক্রমে বয়স প্রাপ্ত হইতে লাগিল বটে, তথাপি দম্পতির অসাদৃশ্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রকৃতির গতিরোধ কে করিবে? দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়া সেই বালক পিতা-নাম ধারণ করিল!

ক্রমে সন্ততি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পঞ্চদশবর্ষ পূর্ণ না হইতে হইতেই সেই বালক পূর্ণগৃহস্থ হইল! এতদিন পিতার ভিক্ষোপজীবিকার উপর নির্ভর করিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন চলিতে ছিল। এখন আর অধ্যয়নের সময় নয়। পিতা এখন ভরণপোষণে অসমর্থ হইয়া উঠিলেন।

সুতরাং সেই বালক আপনার স্ত্রী ও সন্ততিগণের প্রতি-পালন-জন্য সংসারে জাল বিস্তার করিল। অসম্পূর্ণ জাল বৃহৎ শীকারে অসমর্থ। অতি কষ্টে দিনপাত হইতে লাগিল! কখন দ্বারভিক্ষা, কখন বা চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা সংসার নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল! এ দিকে কন্যা বয়ঃস্থ হইল। তাহার বিবাহ দিতে হইবে। পাত্র স্থির আছে—বিবাহ হইল। পুত্রেরও কন্যা স্থির আছে তাহারও বিবাহ হইল। ভিক্ষুক ও চোরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল!

আজকাল ইংরাজী-সভ্যতার প্রসাদে, ও পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে কেহ কেহ বর্ণজ্ঞান লাভ করে। বৈদিক বালকগণ সেই শিক্ষা অবলম্বন করিয়া, ধনীর গৃহে সরকারি, বা মুদ্রাঙ্কন-যন্ত্রে অক্ষর বিন্যাস করিয়া দিনপাত করে। আজকাল ইহারাই বঙ্গ-মুদ্রাঙ্কন যন্ত্রের একমাত্র অভিনায়ক! ইহারা না থাকিলে বোধ হয় মুদ্রাঙ্কন এত অল্প ব্যয়ে সাধিত হইত না। ইহারা অল্প বয়সে লেখা পড়া পরিত্যাগ করিয়াছে, পিতার অসমর্থতা প্রযুক্ত তাহাও নিয়মিতরূপে সম্পন্ন হয় নাই; সুতরাং মুদ্রাঙ্কন ভিন্ন ইহাদের অন্য কোন উপায় নাই।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হরিনাভি গ্রামে একটী বিদ্যালয় আছে। সেখানে খ্যাতনামা সুশিক্ষক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় অনেক দিন প্রধান শিক্ষক ও

সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি পীড়িত হইয়া আমাকে তাঁহার কার্য্যে কিছু দিনের জন্য নিযুক্ত করিয়া বিশ্রাম লাভ করেন। সেই সময়ে কলিকাতার ছাত্র-সভায় বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে নানা তর্ক বিতর্ক হইয়া ছাত্রগণ হইতে ইহার বিপক্ষে স্বাক্ষর জন্য একখানি পত্র প্রেরিত হয়। তৃতীয় শিক্ষকমহাশয় সেই বিষয়ের ভার লইয়া ছাত্রদিগের মধ্যে একটী সভা সংঘটিত করেন; এবং সভার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া ছাত্র দিগকে সেই পত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হরিনাভি ও তৎসন্নিহিত গ্রাম-সকল বৈদিক-প্রধান স্থান; সুতরাং বিদ্যালয়ের অধিকাংশই বৈদিককুলের ছাত্র; অধিকাংশই বিবাহিত। তিনশত ছাত্রের মধ্যে কেবল মাত্র গুটি পঞ্চাশ অন্য শ্রেণীর। সভার ফল কিছুই হইল না! বৈদিকের মধ্যে ওপ্রকার প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করা সম্ভব নহে। বিশেষতঃ যে সকল অবিবাহিত ছাত্র স্বাক্ষর করিবে, তাহারা অত্যন্ত শিশু। যাহারা প্রতিজ্ঞা পত্রের মর্ম্ম বুঝিয়াছিল, এবং স্বাক্ষরের ফল অনুভব করিয়াছিল,তাহারা বিবাহিত; "বাল্য-বিবাহ করিব না" বলিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং সভা অকারণ সঙ্ঘটিত হইয়া ভঙ্গ হইল। উক্ত দেশ-হিতৈষী শিক্ষক স্বয়ং বৈদিক নহেন, তিনি প্রথমে ওরূপ আশঙ্কা করেন নাই। আমি ভাবী ফল জানিতাম, এবং তাঁহার নিকট প্রকাশ

করিয়াছিলাম। তিনি ততদূর বিশ্বাস করেন নাই; পরে আমার বাক্য তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল। এবং শোকে ও ক্ষোভে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল!

এই সময়ে উক্ত পল্লীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে মহাসমারোহে একটী শ্রাদ্ধ উপস্থিত হয়। শ্রাদ্ধের দিন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে একটী সপ্তম-বর্ষীয় বালক আমার নিকটে আসিয়া বিদায়ের জন্য আবেদন করিল। আমি উহাকে দেখিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার মুখ শুষ্ক কেন। তাহাতে সে উত্তর দিল, সে তখন ও ভাত খায় নাই। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, তাহার মাতা, নিমন্ত্রণে যাইবে বলিয়া, তাহাকে ভাত খাইতে দেন নাই; কেবল মাত্র প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ মুড়ি দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। আমি ক্রমে ক্রমে জানিলাম, তাহার পিতা গৃহে নাই, নিমন্ত্রণের সংবাদ পাইয়া মাতা সে দিবস আহারের কোন উদ্যোগ করেন নাই। সন্তানেরা নিমন্ত্রণে যাইবে, এবং তথা হইতে তাহারা যাহা আনিতে সক্ষম হইবে, তাহাতে সেই জননীরও উদর পূর্ত্তি হইবে। সেই বালকের মুখ দেখিলে অতি পাষণ্ডেরও হৃদয় বিদির্ণ হইত! কিন্তু জননীর হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই! এতদূর জীবিকা-ক্লেশ যে স্নেহময়ী জননীর প্রাণও কঠিন হইয়া পড়িল! তিনি মনে ভাবিলেন, নিমন্ত্রণের উপর একদিনের জীবন-ধারণ হইল!

কেবল সেই বালকটী-নয়, ক্রমে দেখিলাম অধিকাংশই ঐরূপ। এই সকল বিষয় দেখিয়া কি বোধ হয়? এই সকল অমঙ্গলের কারণ কি? এই বিবাহ-প্রথা এই সমুদয় অনর্থের মূল! এই বিবাহ জন্য সকল গৃহ অনাহার-প্রযুক্ত বালকের ক্রন্দন-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ! সকল গৃহ সন্তানের অশনদানে অসমর্থ জননীর অশ্রুজলে অভিষিক্ত!

এ দেশে যত প্রকার শ্রেণী আছে, তন্মধ্যে ধনী, নির্ধনী ও মধ্যবিত্ত লোক দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এ শ্রেণীতে এমন কেহ নাই যাহাকে ধনী বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। ইহাদের অধিকাংশই ভিক্ষুক! ভিক্ষুকের অপমান ভয় আছে; কিন্তু ইহাদের তাহা নাই! ইহাদের অপমান নাই, মর্য্যাদাহানি নাই, অপমান ও মর্য্যাদায় সমজ্ঞান! এরূপ ঘৃণিত শ্রেণী, বোধ হয়, বঙ্গদেশে আর নাই! ইহারা অদ্বিতীয়!

ইহাদের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার অভাব; সুতরাং তাহার সহিত আত্মোন্নতির অভাব! বিদ্যার অভাবে মন উন্নত হয় না; হিতাহিতবিবেচনা পরিপক্কতা লাভ করে না। অন্য প্রকার বাল্যবিবাহে আত্মোন্নতির যৎকিঞ্চিৎ উপায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিবাহে তাহার বিন্দুমাত্রও নাই। বালক যৌবনের পূর্ব্বে সংসারী হইয়া পড়ে; বিংশবর্ষ অতিক্রম না করিতে করিতেই, কন্যার-বিবাহ জন্য ব্যাকুল হইতে হয়। যেখানে

বালক এই সকল দুরূহ ব্যাপারে লিপ্ত থাকে, সেখানে আত্মোন্নতির উপায় কোথায়? এই বালকেরা সময়াভাবে, অর্থাভাবে, চিরকাল পশুবৎ আচরণ করে। শিক্ষাভাবে মন দুর্ব্বল থাকে, চরিত্র সংগঠিত হয় না। মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, শঠ ও পরের অনিষ্ট-তৎপর হইয়া এই যুবকগণ সমাজকে কলুষিত করিতেছে! ইহারা অর্থের সদ্ব্যয় না জানিয়া, এদিকে স্ত্রী ও পুত্রগণ অন্নাভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছে সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া কেবল আপনাদিগের নীচ প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় তৎপর থাকে!

বঙ্গমহিলাগণ সকলেই অশিক্ষিত। শিক্ষাভাবে মন অতি দুর্ব্বল। কিন্তু সেই দুর্ব্বলতা, পিতামাতার উপদেশে, দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে, অনেক পরিমাণে সৎপথে আনীত হয়। বাল্যকাল হইতে, আত্মীয়জনের নিকট হইতে যে কথা শ্রবণ করিতেছে, অশিক্ষিত ব্যক্তি সে কথা কখনই সহজে চিত্ত হইতে বিলোপ করিতে পারে না। তাহারা যাহা শিক্ষা করে, তাহাকেই তাহাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা বলিয়া জ্ঞান করে। আমাদের কামিনীগণ শৈশব হইতে শিক্ষা পান—পতি একমাত্র তাঁহাদের সহায়; পতির মনোবৃত্তি অনুসরণ করা, তাঁহাদের একমাত্র ব্রত; পতিশুশ্রূষা, পতিসেবা তাঁহাদের একমাত্র ধর্ম্ম। এই বাক্য তাঁহারা হৃদয়ফলকে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া রাখেন। কেবল এই নয়, এই

বাক্যের পোষকতা জন্য পতির পাদোদক পান, পতির পাদপূজা প্রচলিত রহিয়াছে। এই সকল উপায় থাকিতেও এই বিবাহে নারীগণের চরিত্রে বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহার কারণ কি ? দশম-বর্ষীয় বালকের সহিত দশমবর্ষীয়া বালিকার পরিণয়! বালক পঞ্চদশবর্ষে ক্রীড়ায় তৎপর। প্রণয়রস তাহার অন্তরে স্থান পায় না। সে প্রণয়-উপভোগে অধিকারী হয় না। সে জানে না তাহার পত্নীর সহিত তাহার কি সম্বন্ধ ; সে জানে না বিবাহ কাহাকে বলে ; সে জানে না বিবাহে কি পবিত্র রস সঞ্চরিত হয়! সে কেবল ক্রীড়ারসে মত্ত থাকিয়া পত্নীকে ক্রীড়ার সঙ্গিনী বলিয়া জ্ঞান করে। কোন কোন স্থলে, সেই বালক পত্নীকে দেখিয়া ভয়ে ভীত হয়! নিকটে গমন করিতে আশঙ্কা করে! পিতা-মাতা নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে নিজ পত্নীর নিকট যাইতে শিক্ষা দান করেন! এদিকে, আমাদের কুলনারীগণ যেরূপ পতিপরায়ণতা শিক্ষা করেন, তাহার সহিত প্রণয়রস পান করিতেও উপদেশ প্রাপ্ত হন। অন্তঃপুরে এই বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ের আন্দোলন নাই। জ্ঞানাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে এই রস বিন্দু বিন্দু করিয়া বালিকাগণের অন্তঃকরণে সিঞ্চিত হয়। সুতরাং সেই বালিকা অল্পবয়সেই আশানুরূপ রসাস্বাদনে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তাহার মন ক্রীড়ারত শিশু পতিতে সন্তুষ্ট হয় না। তাহার মন সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে! সুতরাং

সে কামিনী কি ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত হয়, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

বহুবিবাহের বিষময় ফল অনেকে অবগত আছেন। একাধিক রমণীর পাণিগ্রহণ করিলে, আমাদিগকে চিরকাল অতি কষ্টে কালযাপন করিতে হয়। কেবল ইহাই নয়, আমাদের কর্ত্তব্য হানি হওয়াতে মহাপাপ জন্মে। অধিক রমণী হইলে সকলের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য প্রকাশ হয় না। সকলেরই নিকটে অপরাধী ও ঘৃণার পাত্র হই। কোন কামিনীই আমাদের মুখপানে চাহে না। এই সংসারে কার্য্য করিতে গেলে পত্নীর সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা চলিতে পারি না। কিন্তু অধিক রমণী হইলে সকলেই আমাদের প্রতি বীতরাগ হয়, আমরা কাহারও নিকট সহানুভূতি আশা করিতে পারি না।

আমরা চিরকাল কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ থাকি। একাকী কার্য্য করিতে গেলে পথিমধ্যে নানা প্রকার বিপদের সম্ভাবনা। সর্ব্বসময়ে সকলদিকে সমভাবে দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম হই না। সেই জন্য এক জন সহচরের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনীয় সাহায্য করিতে হইলে পত্নী ভিন্ন কে সমর্থ হইবে? এ পথে পত্নী ভিন্ন উপায় নাই। পত্নী একমাত্র সহায়, পত্নী একমাত্র অবলম্বন। সেই অবলম্বনকে দৃঢ় করিতে হইলে ঐকান্তিকচিত্তে সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কিন্তু যদি আমরা দুইটীকে অবলম্বন করি, তাহা হইলে আমরা কখনই ঐকান্তিকতা-

রক্ষণে সমর্থ হইব না। দুই নৌকায় পাদচারণের ন্যায় শীঘ্রই অগাধ দুঃখসাগরে পতিত হইব। আমরা একের অধিক স্ত্রী লইয়া কখনই সুখে কালযাপন করিতে পারি না। প্রতিদিন অশান্তি-সলিলে অবগাহন করিতে হয়। উৎসাহ, উদ্যম প্রভৃতি সদ্বৃত্তি সকল দূরে পলায়ন করে। গৃহে শান্তির পরিবর্ত্তে, বিবাদ, বিসম্বাদ, সর্ব্বদা বিরাজ করে।

আমাদের বহুবিবাহ অতি ভয়ানক। এ বিবাহে পত্নীর সহিত সম্পর্ক রাখিতে হয় না। বিবাহ করিলাম, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইলাম; স্ত্রীর সহিত কোন সম্পর্ক রহিল না। পত্নীকে গৃহে আনয়ন করিতে হয় না। পত্নীতে হৃদয় ও মন সমর্পণ করিতে হয় না। কন্যা অর্পণ করিবার সময় নানাপ্রকার স্তুতিপাঠে প্রসন্ন করিয়া যথোচিত ধনসম্পত্তি দিয়া জামাতাকে বরণ করিতে হইবে। জামাতা বিবাহ হইলেই পত্নীর সহিত সম্পর্ক তুলিয়া ফেলেন। হয়তঃ সেই কামিনী জীবদ্দশায় পতিমুখ নিরীক্ষণে আর অধিকারিণী হয় না।

সেই কন্যা ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে বিবাহের রসাস্বাদনের জন্য তাহার মন চঞ্চল হইতে লাগিল। এ বিপদে কে রক্ষা করিবে? পতি ভিন্ন এ বিপদে কে সহায় হইবে? কিন্তু পতি কোথায়? তাহার জীবদ্দশায় দেখা হইবে কি না সন্দেহ! যদি কখন সেই কামিনীর বিষয় মনে উদয় হয় তবে তিনি অনুগ্রহ

করিয়া পত্নীসমীপে গমন করিবেন। সে দর্শনও অনেক সাধনের ফল! স্ত্রীমুখ দর্শন তাঁহার উদ্দেশ্য নয়, প্রণয়োদ্দীপন তাঁহার উদ্দেশ্য নয়—ধনসঞ্চয় তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য! যেখানে আগমন, ভোজন ও শয়নের দক্ষিণা দিতে পিতা মাতা অক্ষম, সেখানে সে কামিনীর ভাগ্যে পতি-সহবাস ঘটিয়া উঠে না।

এই বিবাহের কি ভয়ঙ্কর কুফল!—একের মৃত্যুতে বহুসংখ্যক কামিনীর বৈধব্য! একের জন্য শত শত কামিনী অহর্নিশ চক্ষুজল মোচন করে! পতিসহবাস, পতিপ্রণয়, না জানিয়া বিবাহের চরম ফল ভোগ করে! পতির নাম না জানিয়া, পতিকে না চিনিয়া পতির জন্য চিরকাল বৈধব্য! ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় কি আছে? ইহার উপর আবার সেই সকল কামিনী অশিক্ষিত; সুতরাং এ স্থলে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয় তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই বোধগম্য হইতে পারে।

এ প্রথার পোষকতাজন্য অনেকে বলিয়া থাকেন, সেই কন্যাগণ আপনাদিগের অবস্থায় সন্তুষ্ট। তাহারা এই অবস্থায় আপনাদিগকে ধন্য মনে করে। ইহা সম্ভব বটে,—কেন না অভ্যাস সকলই করিতে পারে। যখন এদেশে সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দিবার কল্পনা হয়, কত নারী সতীত্বনাশ ভয়ে ভীত হইয়াছিল। কিন্তু সেই প্রথা যখন রাজাজ্ঞায় উঠিয়া গেল, তখন কোন্

কামিনী মৃতপতির চিতারোহণে বাসনা করিত ? সেইরূপ, যখন এই কন্যাগণ এই বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে, তখন কোন্ কামিনী স্বাপ্নিক বিবাহে সন্তুষ্ট থাকিবে ?

আমাদের দেশে বিবাহের পরিণাম অতি ভয়ানক ! শৈশবেও পতিবিয়োগ হইলে কামিনীর পুনঃ পরিণয় হইবে না। এই প্রথা অনেক দিন হইতে এদেশে প্রচলিত আছে। পতিবিয়োগে স্ত্রীজাতির কিছুই থাকে না। পতির সঙ্গে সঙ্গে আহার বিহার, আমোদ প্রমোদ, আশা ভরসা, উৎসাহ অধ্যবসায় তিরোভূত হয়! তাহার উপর আবার আত্মীয়গণের তাড়না ! শুভকার্য্যে বিধবার দাঁড়াইবার স্থান নাই ! ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ সময়ে বিধবার হাত দিবার অধিকার নাই ! যদি সময়ক্রমে সেই মনোবেদনা নির্ব্বাণ হইতে পারে তাহাতে আবার নানা প্রকার প্রতিবন্ধক। বৈধব্যকালীন ব্রতাবলী প্রতিনিয়ত সেই মনোবেদনা নবীভূত করে। সেই সকলকে বৈধব্যের অঙ্গ বোধ করিয়া বঙ্গবিধবা মরণকাল পর্য্যন্ত বিষদাহে দগ্ধ হইতে থাকে। পতিবিয়োগে আমোদাদি বিসর্জ্জন করা স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহার উপর সমাজের অত্যাচার ! শাস্ত্রকারগণ বিধবার প্রতি প্রতিকূল ! সুতরাং বঙ্গবিধবা কোথায় স্থান পাইবে ?

কিশোরবয়সে নবোঢ়া বালিকা বিধবা হইল !

সমস্ত জীবনের জন্য সংসারের সুখে বঞ্চিত হইল! আহা! জ্ঞাননেত্র উদ্ঘাটন হইবার পূর্ব্বে পতিবিযুক্তা বালিকাগণ বৈধব্য-যন্ত্রণায় জ্বালাতন হইবে, একথা মনে করিলে এমন কোন হৃদয় পাষাণময় যে আর্দ্রীভূত না হয়? কোথায় সেই বালিকা মনসুখে ক্রীড়ারসে আনন্দ করিবে! কোথায় সে আনন্দভরে নাচিয়া বেড়াইবে! কোথায় সে সংসারের সুখবস্তু চয়নে ব্যাপৃত থাকিবে! না কোথায় বিধবা বলিয়া সমস্ত ক্রীড়া, আনন্দ, সুখ হইতে একেবারে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল! আহারে সুখ নাই!—তাহাতে বিধবার অধিকার নাই! বিধবা কঠোর ব্রতে ব্রতী হইল! বিবাহের আস্বাদন না পাইতে পাইতেই বিবাহের বিষময় ফলে অধিকারিণী হইল!

কোথায় সে বিধবা বালিকার স্নেহময় জনক! কোথায় সে বিধবা বালিকার স্নেহময়ী জননী! তাঁহারা আপনাদিগের অপার কন্যাস্নেহ ভুলিয়া তাহার প্রতি তাড়না করিতে উদ্যত হইলেন!—দেশপ্রচলিত প্রথার দাস হইয়া তাঁহারা আপনাদিগের স্নেহপুত্তলীকে চিরকালের জন্য যন্ত্রণাসাগরে ডুবাইলেন!

বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! পিতা স্ত্রীবিয়োগে কাতর হইয়া অন্যস্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবেন—কিন্তু শৈশবে বিধবা কন্যা চিরকালের জন্য অনন্ত পাথারে নিমগ্ন হইবে! পিতার মনে স্নেহরস সঞ্চরিত হইবে না! পিতার

মন পাষাণময় হইল! আহা, সে বালিকা বিবাহ কাহাকে বলে জানিল না! পতিসহবাস ভোগ করিল না! প্রণয়সুখের অধিকারিণী হইল না! কিন্তু তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর পিতা চাহিলেন না! জামাতার মৃত্যুসংবাদে যখন স্নেহময়ী জননী স্বহস্তে স্বীয় বালিকার সীমন্ত হইতে সিন্দূরবিন্দু বিলুপ্ত করেন; যখন তিনি স্বমুখে কন্যাকে কঠোর ব্রতে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করেন; যখন তিনি তাহাকে সুখসেব্য দ্রব্য অশনে নিবারণ করেন; সুখসেব্য দর্শনে বিমুখ করেন; শুভকার্য্যে স্থান দিতে অস্বীকৃত হন; তখন সেই স্নেহময়ী জননীর স্নেহ কোথায় থাকে? তিনি কি প্রকারে স্বীয় বালিকাকে এসকল যন্ত্রণা প্রদান করেন বলিতে পারি না? তখন কি তিনি জননীর স্নেহরস ভুলিয়া যান? তিনি কি তখন সেই বালিকার জননী বলিয়া মনে করেন না! ধন্য প্রথা! তুই স্নেহময়ী জনক জননীর স্নেহ ভুলাইয়া দিস্! তাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে স্নেহরস লুকাইয়া রাখিস্! যে জননী স্বয়ং অনশনে থাকিয়া স্বীয় বালিকার জন্য আহার সঞ্চয় করেন, যিনি কন্যার পীড়ায় উদ্বিগ্ন মানসে দিবারাত্র অশ্রুজল বিসর্জ্জন করেন, যিনি কন্যাকে নিমেষেকের জন্যও নয়নের অন্তরালে রাখিতে সমর্থ হন না, সেই জননী আজ অকালে স্বীয় বালিকাকে সংসার-সুখে নিরত করিতেছেন! যে জনক স্বীয় বালিকার জন্য সংসারে সংসারী, যিনি তাহার

প্রতিপালন জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত, যিনি তাহার সুখে সুখী ও তাহার দুঃখে দুঃখী—আজ সেই পিতা সেই স্নেহনিদানকে বিষম বিপজ্জালে জড়িত করিতেছেন! যে ব্যক্তি এ প্রথা প্রচলিত করিয়া ছিলেন তাঁহার মনে কি একবার এই সকল বিষয় উদিত হয় নাই? তাঁহার কি মন উপল খণ্ডে নির্ম্মিত ছিল? তিনি কি কখন কন্যামুখ দর্শন করেন নাই? যদি তাঁহার কন্যা থাকিত, যদি তিনি তাহার প্রতি স্নেহ বিতরণ করিতেন, তাহাহইলে বোধ হয় কখনই তাঁহার লেখনী হইতে এরূপ নিদেশ বহির্গত হইত না!

পতিহীনা বালিকা পতিবিয়োগের উপযোগী ব্রতে লিপ্ত থাকিবে! বিবাহ-আস্বাদনে অনধিকারিণী, বিবাহের হলাহল পান করিবে! পতিসহবাসে অনধিকারিণী, পতির জন্য শোকচিহ্ন ধারণ করিবে! প্রণয়সুখেঅনভিজ্ঞা, প্রণয়-কটুতা সেবন করিবে! ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? যাহার প্রতি প্রণয়সঞ্চার হয় নাই, যাহার অবয়ব মনে নাই, যাহাকে স্মরণ করিতে স্মৃতি অপারগ, তাহার জন্য কি প্রকারে মন ব্যাকুল হইবে? তাহার জন্য কি প্রকারে মন কাঁদিবে? সহবাস ব্যতীত প্রণয়ের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু যেখানে সহবাস নাই সেখানে প্রণয় কোথায়? পরস্পরের সম্প্রীতি না জন্মাইলে কখনই প্রণয় পরিপক্ক হয় না। কিন্তু যেখানে সন্দর্শনের অভাব, যেখানে প্রীতির চিহ্নমাত্র নাই,

সেখানে কি প্রকারে বিচ্ছেদ জন্য শোক ও পরিতাপ জন্মাইতে পারে ? বালিকা পিতা মাতার তাড়না ভয়ে, সমাজের তাড়না ভয়ে, কঠোর ব্রত অবলম্বন করে ! কিন্তু যখন মনঃক্লেশ, সুখাভিলাষ, সে তাড়নাকে গ্রাহ্য করে না, যখন মনে সাহস আসিয়া সে ভয়কে স্থান দেয় না, তখন সেই বালিকার কি ভয়ঙ্কর বিপদ সময় ! তখন তাহাকে কে রক্ষা করিবে ? তখন তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কে আশ্বাস বাক্য প্রদান করিবে ?

এই বঙ্গদেশে, বিধবাবিবাহ নিবারণ হওয়াতে প্রতিদিন যে কত ভ্রূণহত্যা ও ব্যভিচারদোষ সংঘটিত হইতেছে তাহা বলা যায় না ! জনক-জননী ধর্ম্মবিরোধ ভয়ে, আপনাদিগের কার্য্য দোষে, অন্তরে যে কত যন্ত্রণা পাইতেছেন তাহা কে বলিতে সক্ষম ? কত যুবতী উদ্বন্ধনে, বিষপানে, অকালে মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিতেছে, তাহা কে গণনা করিবে ? কত যুবতী প্রলোভনে পতিত হইয়া কুলের বাহিরে বিচরণ করিতেছে, তাহা কে সংখ্যা করিবে ? আমরা যে দিকে চাই সেই দিকে দেখি, বিধবার অপার শোক-জলধি দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে !

এ বিষয়ে অনেকে দৃষ্টিপাত করিয়াও বিপক্ষে দাঁড়াইতে চাহেন না। কেহ কেহ এ বিষয়ের উপ-যোগিতা মনে করেন না। কেহ বা সমাজভয়ে অভিপ্রেত কার্য্যে মনোযোগ দিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, সমাজ হইতে

বহিষ্করণ ভয়ে, যখন তাঁহারা আপনাদিগের অভিমত কার্য্য করিতে বিমুখ হয়েন, তখন তাঁহাদিগের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত, যে ব্যক্তি সমাজ সংস্কারের নিমিত্ত প্রথমে উদ্যোগী হন, তিনি কখনই সকলের আদৃত হইতে পারেন না। অদ্য আমার কথা স্থান পাইল না, কিন্তু অদ্য হইলেই সময় কাটিল না! 'অদ্য কেহই আমার পক্ষপাতী হইল না, কিন্তু বর্ত্তমান লোকই সংসারের কেবল মাত্র লোক নহে। সময় অনন্ত, লোকের উদ্ভব অনন্ত। কখন না কখন, কেহ না কেহ, আমার মতের অনুবর্ত্তী হইবেই হইবে! সুতরাং আমরা যাহা ভাল বিবেচনা করিব, যাহা দেশের হিতকর, সমাজের হিতকর বলিয়া বোধ করিব, তাহা প্রচার করিতে কখনই বিমুখ হইব না! কোন নূতন মত বা নূতন সংস্কার প্রচার করিতে গেলে প্রথমতঃ সকলেই বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে; কিন্তু যখন সেই মতের ও সেই সংস্কারের অমৃতময় ফল দর্শন করিতে থাকে তখন অবশ্যই তাহারা সেই মত ও সংস্কারকে মস্তকে ধারণ করিবে।

যদি সত্যে বিশ্বাস থাকে, যদি আমাদিগের মত যথার্থই হিতকর হয়, যদি আমাদিগের সংস্কার ভ্রান্তি-মূলক না হয়, তাহা হইলে কখনই আমরা পরাজিত হইব না। যতই কেন সমরে ব্যথিত হই না, যতই কেন অস্ত্রাঘাতে শরীর জর্জ্জরিত হউক না, পরিণামে আমরা অবশ্যই জয়মুকুট মস্তকে ধারণ করিব। আমরা যে দেশে

দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, সেই দেশে দেখিতে পাই, যখন কোন মহাত্মা স্বীয় সুমত প্রচারে উদ্যত হইয়াছেন, তখন চারিদিক হইতে শত্রুগণ ভীষণ মূর্ত্তিতে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইয়াছে। কিন্তু যখন, তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার মোহিনী-মূর্ত্তি দর্শন করিল, তখন আর তাহাদের সে ভাব রহিল না। তাহারা আপনাদিগের ভীষণমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইল এবং তাঁহার কীর্ত্তি, তাঁহার যশ দেশে দেশে প্রচার করিতে লাগিল। —এই সমাজের নিয়ম।

নূতন পথ আবিষ্কার করিতে গেলে প্রতিপদে কণ্টক বিদ্ধ হয়। তাহা বলিয়া কি সরল পথে গমন করিব না? যখন ঐ পথে সকলে বিচরণ করিবে, সমস্ত কণ্টক পদাঘাতে চূর্ণ হইবে। সংসারের যাবতীয় মহাত্মাগণ প্রথমে নানা কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, নানা প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারাত স্বীয় পথের পথিক হইতে নিবৃত্ত হন নাই! তাঁহারা যদি সমাজভয়ে ভীত হইতেন, তাঁহারা যদি কষ্টকে কষ্ট মনে করিতেন, তাহা হইলে কি কখন এই সংসার নির্ম্মল জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইত? তাহা হইলে কি আমরা কখন আলোকময় পথে বিচরণ করিতাম? তাহা হইলে আমরা বন্যজাতির ন্যায় অসভ্যতা-অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিতাম; বন্যজাতির ন্যায় পশু-আচরণে ব্যাপৃত থাকিতাম। মনুষ্যজাতির গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারিতাম না।

বঙ্গ-বিধবার এই শোচনীয় অবস্থায়, সুশিক্ষিত যুবক ভিন্ন আর কেহই সাহায্য করিবে না। বঙ্গ-বিধবার ভাবী মঙ্গল সুশিক্ষিত যুবকের উপর নির্ভর করিতেছে। এ কাল পর্য্যন্ত সেই অসহায়া কুলনারীর উপর কেহই চাহিলেন না। একাল পর্য্যন্ত কাহারও মনোমধ্যে বৈধব্য শোচনীয় অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইল না! পুরুষগণ স্ত্রীজাতিকে প্রমোদবস্তু-জ্ঞানে যথেচ্ছাচার করিতেছেন। সামান্য মৃত্তিকাময় পুত্তলীর ন্যায় স্ত্রীজাতি পুরুষগণের অবহেলা ও অশ্রদ্ধার পাত্র হইল! এ ব্যবহার কত কাল এ বঙ্গে প্রচলিত থাকিবে? যেখানে যেমন ঘাত তদনুযায়িক প্রতিঘাত অবশ্যই সংঘটিত হইবে! স্ত্রীজাতি যেমন একাল পর্য্যন্ত হীনাবস্থায় বিচরণ করিল, একাল পর্য্যন্ত অশ্রদ্ধেয় প্রমোদবস্তু বলিয়া পরিগণিত হইল, অবশ্যই তাহার প্রতিঘাত ঘটিবে। সেই প্রতিঘাতের প্রধান অবলম্বন শিক্ষিত বঙ্গ যুবক। তাঁহার মনে এই প্রতিঘাত জাগরূক রহিয়াছে—ইহা অবশ্যই সাধিত হইবে। অল্পদিনের মধ্যেই এই ভাব বঙ্গদেশে বিরাজিত হইবে। অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গদেশে সুখসূর্য্য উদিত হইবে, সুদিন প্রকাশিত হইবে—অন্ধকার বিনষ্ট হইবে, নরনারী সমভাবে মনের আনন্দে সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিবে।

এতদিন "অনেক দুর্ভাগিনী, পরিণয়ের নামে প্রতারিত হইয়া বেশ্যাজীবনের নরকমুখে নিক্ষিপ্ত

হইয়াছে, বেশ্যা-ব্যবসায়ীদিগের নিকট বিক্রীত হইয়াছে, উদ্ধারের জন্য চীৎকার করিয়া দেখিয়াছে, তাহাদের চীৎকার, রাজসভা, ধর্ম্মাধিকরণ কিম্বা প্রচারকদিগের উপাসনামন্দির, ইহার কোথাও প্রবেশ পথ প্রাপ্ত হয় নাই। যে সমস্ত হতভাগিনীরা ইচ্ছাপূর্ব্বকই এ পাপের ভার মস্তকে বহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদিগের অধিকাংশই কেবল উদরের জ্বালাতেই অধীর হইয়া, প্রাণধারণের আর কোন পথই না দেখিয়া, সংসারের সকল দ্বারই আপনাদিগের প্রতি অবরুদ্ধ অবলোকন করিয়া, অবশেষে শোচনীয় বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বসিয়াছে।" এতদিন অনেক যুবতী আশাপূরণে অসমর্থ হইয়া, জনকজননীর দ্বারা প্রলোভনে প্রতারিত হইয়া, শিক্ষাভাবে, নীচপ্রবৃত্তি নিবারণে অসমর্থ হইয়া—স্ত্রী-জাতির গৌরবের ধন সতীত্ব রত্ন বিসর্জ্জন দিয়া সমাজে ঘৃণিত হইয়াছে! এতদিন বঙ্গবাসীর নয়নদ্বয় ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল! এতদিন বঙ্গবাসীর হৃদয় পাষাণ-ময় হইয়া স্ত্রীজাতিকে অনন্ত নরকে ডুবাইতেছিল! এখন ইহার অবশ্যই প্রতিক্রিয়া হইবে! শিক্ষিত যুবক ইহার একমাত্র অবলম্বন! শিক্ষিত যুবক ইহার একমাত্র সহায়!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যে সকল বিবাহে পূর্ব্বোল্লিখিত অমঙ্গল ঘটনা নাই, তাহাতেও অনেক বিপদ আছে। আজকাল আমাদিগকে অতি সাবধানে কার্য্য করিতে হইবে। মনুষ্যজীবনে যত প্রকার ঘটনা আছে, তন্মধ্যে বিবাহ অতি ভয়ানক দায়িত্ব প্রদান করে। ইহা অপেক্ষা গুরুতর দায়িত্ব আর নাই। বিবেচনাশূন্য হইয়া এই দায়িত্ব মস্তকে বহন করিলে চিরকাল অনন্ত নরকে বাস করিতে হয়। আমাদের দেশে যত প্রকার বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহার কোনটীই শুভকর নহে। কৌলিন্য রাক্ষস আমাদিগকে অনন্ত ক্লেশ প্রদান করিতেছে; তাহার উপর পিতা মাতা প্রতিবাদী। তাঁহারা সন্তানের বিবাহ দান করিতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। তাঁহারা নিজে ভুক্তভোগী হইয়া সন্তানের মুখপানে চাহেন না। তাঁহারা যে পথে বিচরণ করিয়া পদদ্বয় কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছেন, সেই পথে নিজ সন্তানকে প্রেরণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। সন্তানের বিবাহ প্রদান পিতামাতার একান্ত কর্ত্তব্য বোধে কি ভয়ঙ্কর শোচনীয় কার্য্য করিতেছেন, তাহা একবার তাঁহারা ভ্রমেও মনোমধ্যে বিবেচনা করেন না। চির-প্রচলিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া অন্ধের ন্যায় চলিয়া

যান ; ভ্রমেও জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করেন না। অন্ধকার তাঁহাদের মনকে চিরকাল আচ্ছন্ন করিয়া আছে। কত দিনে সে অন্ধকার দূর হইবে, কে বলিতে পারে ?

আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে যত প্রকার বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহার একটীও আমরা অবলম্বন করিতে পারি না। মনু-প্রচলিত বিবাহেও নারীর যথেষ্ট অনাদর ছিল। তপস্যাদির লোপের সহিত ক্রমে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহ বিলুপ্ত হইল। কিন্তু তাহার চিহ্ন স্বরূপ পাত্রে পিতার ইচ্ছামত কন্যাদান অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। গান্ধর্ব্ব বিবাহ অনেক পরিমাণে সমাজের মঙ্গলকর। কিন্তু এই বিবাহ শীঘ্রই স্বয়ম্বর প্রথায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বে সে প্রথা যে প্রকারে প্রচলিত ছিল, তাহা আমাদের মনোনীত নহে। নানা দিগ্‌দেশ হইতে যুবকগণ আসিয়া স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইতেন। যুবতী সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহার মধ্য হইতে আপনার অভিমত বরে হৃদয় ও মন সমর্পণ করিতেন। ইহাতে যুবতীর কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা ছিল বটে, কিন্তু সে স্বাধীনতা কতদূর শুভফল প্রদান করিত বলিতে পারি না। বরকন্যা আপনাদিগের স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহ করিতেন। সে ইচ্ছা দর্শন মাত্রেই উদয় হইত। এরূপ ইচ্ছা কখনই ন্যায়সঙ্গত নহে। যে কারণে পরস্পরের ইচ্ছা উৎপন্ন হইত, সে কারণ চিরস্থায়ী নয়। কালক্রমে সে কারণ তিরোভূত হইত।

পতি অন্য নারীর প্াণিগ্রহণে উৎসুক হইয়া আবার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইতেন। আমরা এ প্রথা কখনই অবলম্বন করিতে পারি না। নলদময়ন্তীর প্রণয় ও স্নেহ ভারতে সকল স্থানে প্রকাশিত। কিন্তু আমরা সে প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করি না। তাঁহারা যে প্রণয় অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমরা তাহারও অপেক্ষা পবিত্র প্রণয় লাভ করিবার জন্য উৎসুক। যে ব্যক্তি একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন, তাঁহাকে কি প্রকারে পবিত্র প্রণয়ী বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি? নলরাজা দময়ন্তীর প্রতি একান্তমনে প্রণয় ও স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অন্যান্য স্ত্রীর প্রতি অপ্রণয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি কখনই সকলের প্রতি সমভাবে প্রণয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। দময়ন্তী প্রধানা রাজমহিষী ছিলেন; তিনিই নলরাজার একমাত্র পত্নী ছিলেন; অন্য স্ত্রীগণ তাঁহাদের দাস্য স্বীকার করিয়া কাল যাপন করিত। এরূপ অবস্থায় আমরা কি প্রকারে নলরাজাকে প্রকৃত প্রণয়ী বলিয়া আদর করিতে পারি? আমরা যখন নলোপাখ্যান পাঠ করি, আমাদের হৃদয় ক্ষোভে ও শোকে বিগলিত হয়? আমরা নলরাজা বা দুষ্মন্তের ন্যায় প্রণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে চাহি না। তাঁহারা যে কারণে বিবাহ করিয়াছিলেন, আমরা কেবল তাহাকেই আমাদের বিবাহ কারণ বলিতে পারি না। আমরা কেবল বাহ্যিক বিষয়ে

প্রলোভিত হইতে চাহি না। আমরা পরিষ্কৃত হৃদয় চাই। আমরা রূপ-লাবণ্য লইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতে পারি না। আমরা অন্তরের লাবণ্য বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া কোন নারীকে বরণ করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা রামচন্দ্রের প্রণয় ইচ্ছা করি। কিন্তু তাঁহার পদ্ধতি অবলম্বন করিতে চাহি না। পত্নী অমূল্য রত্ন; ইহা ক্রীড়ার বস্তু নহে। ইহা পারিতোষিকের বস্তু নহে। ইহাকে ক্রীড়াদ্রব্য জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি অবহেলা বা অনাদর করিতে চাহি না। তাহাকে আমাদের সমকক্ষ বলিয়া মান্য করিতে চাই।

আমরা পূর্ব্বপ্রচলিত কোনপ্রকার বিবাহেরই পক্ষপাতী হইতে পারি না। আমরা কৌলিন্য চাহি না। আমরা অকালে বিবাহ করিয়া মৃতদেহ বহন করিতে স্বীকৃত নহি। যেখানে পরস্পরের অন্তরের ঐক্য নাই, যেখানে পিতামাতার ইচ্ছাই বিবাহের কারণ, যেখানে বাহ্য বস্তুরই আধিপত্য, আমরা সেখানে পরিণয়ে আবদ্ধ হইতে পারি না। বিবাহে পিতামাতা বা আত্মীয়জনকে আমরা আহ্বান করিতে চাহি না। যেখানে আমাদের ইচ্ছা নাই, সেখানে আমাদের মত নাই, যেখানে আমরা জিজ্ঞাসার পাত্র নই, আমরা সেখানে বিবাহিত হইতে চাহি না। পিতামাতা আমাদিগের জন্য যন্ত্রণাভোগ করিবেন না; বিবাহ দিয়া তাঁহারা দূরে অবস্থান করিবেন। তাঁহারা আমাদিগের জন্য দায়ী নহেন।

অন্যের মতামত-সাপেক্ষ বিবাহ বিবাহ নহে; কেবল শোক ও পরিতাপের কারণ মাত্র!

আমি যাহাকে জানি না, আমি যাহাকে চিনি না, আমি যাহার স্বভাব জানি না, তাহাকে কি প্রকারে আমার একমাত্র অবলম্বন বলিয়া স্বীকার করিব? যে স্ত্রী স্বামীর সহায় নয়, স্বামীর অবলম্বন নয়, স্বামীর সহকারিণী নয়, আমরা তাহাকে স্ত্রী বলিতে পারি না। আমরা দম্পতীর মধ্যে পবিত্র বন্ধন সংস্থাপন করিতে চাই। আমরা পবিত্র প্রণয় ও প্রীতি উপভোগ করিতে চাই। আমরা কেবল নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিব না। কেবল সন্তানোৎপাদন আমাদের কার্য্য নহে। আমাদের গৃহ অপেক্ষা আর একটী বৃহৎ গৃহ আছে—আমাদের সংসার ভিন্ন আর একটী বৃহৎ সংসার আছে। আমাদিগকে সেই গৃহ ও সেই সংসারের কার্য্য সাধন করিতে হইবে। সেই গৃহ আমাদের মাতৃভূমি; সেই সংসার আমাদের ভারতভূমি। আমরা কেবল পুত্রোৎপাদন করিয়া ক্ষান্ত থাকিব না। যাহাতে সেই বৃহৎ গৃহ ও বৃহৎ সংসারের উন্নতি হয়, সে বিষয়ে আমরা চেষ্টা করিব। আমাদের নেত্র বিকসিত হইয়াছে—আমরা সকল বস্তুর ফলাফল দেখিতে পাইতেছি; আমরা আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। যাহা দ্বারা আমাদের সেই কর্ত্তব্য সাধনের ব্যাঘাত জন্মে, আমরা তাহাকে আর স্থান দিতে সমর্থ নই।

আমরা নীচবৃত্তি সাধনকে বিবাহ বলি না। যদি নীচপ্রবৃত্তি চরিতার্থতাই বিবাহের পরিণাম, তবে বিবাহ-পদ্ধতির প্রয়োজন কি? পশু-আচারে জীবনাতিপাত করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইত। যখন আমরা সামাজিক, সমাজের মঙ্গল যখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য—তখন বিবাহবিষয়ে অন্যের উপর নির্ভর করিতে পারি না। অন্যের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের পিতৃকুল আপনাদিগের কর্ত্তব্যবোধে অসমর্থ হইয়াছেন; আমরা আর সে পথের পথিক হইব না। অন্যের উপর নির্ভরের ফল প্রতিপদে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। অন্যের উপর নির্ভর করিয়া আমরা প্রতিপদে বিপজ্জালে জড়িত হই। বিশেষতঃ, আমাদের যে প্রকার চিন্তা, যে প্রকার আশা, যে প্রকার উৎসাহ, ও যে প্রকার উদ্যোগের প্রয়োজন, যাহার জন্য আমাদিগকে ভারত-জননী উচ্চরবে ডাকিতেছেন, যাহার জন্য আমরা একান্ত চিত্তে ব্যগ্র রহিয়াছি, বিবাহবিষয়ে অন্যের উপর নির্ভর করিলে, তাহার কিছুই থাকিবে না। আমরা চিরকাল মনোদুঃখে জীবন বহন করিব। আমরা দেখিতেছি, অন্যের উপর নির্ভর করিয়া, বর্ত্তমান সময়ে যুবক-যুবতীগণ অবিশ্রান্ত চক্ষুজল ফেলিতেছেন। এ সময়ে তাঁহাদিগকে কে রক্ষা করিবে? আমরা পূর্ব্বের ন্যায় ইচ্ছানুরূপ স্ত্রীত্যাগে সমর্থ নহি; ইচ্ছানুরূপ বিবাহ করিতে সমর্থ নহি; বহুবিবাহ আমাদের মৃত্যু

অপেক্ষা শত্রু—আমরা তাহার আশ্রয় গ্রহণে ইচ্ছুক হইতে পারিব না। আমাদের মনোনীত স্ত্রী না হইলে আমাদের আশা কখনই পূর্ণ হইবে না।

বাল্যকালে বিবাহ করিয়া চিরকাল কষ্ট পাওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর ও শুভদায়ক! বাল্যকালে অপরি-চিত ব্যক্তির সহিত মিলিত হওয়া অপেক্ষা চিরকাল অবিবাহিত থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বাল্যকালে বিবাহ করিলে, ভাবী আশা, উৎসাহ ও অধ্যবসায় এক-বারে মন হইতে দূরে গমন করে। নিয়মিত শিক্ষাভাবে মন নানা কুচিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। যদি বা শিক্ষা পাইবার কিঞ্চিৎ আশা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অশিক্ষিতের সংসর্গে ক্রমে বিলীন হয়। অল্প বয়সে সংসারী হইতে হয়; অপরিপক্ক বয়সে সংসারজাল আবদ্ধ করে; এবং অপরিপক্কতার ফল চিরকাল দান করিয়া এই জগতে আমাদিগকে অসার বস্তু মধ্যে পরি-গণিত করে। আমরা এরূপ বিবাহ চাহি না। এই বিবাহপিশাচকে মাতৃভূমি হইতে চিরবিদায় দিব, ইহাতে ক্ষতি কি?

যখন আমরা পিতামাতার প্রলোভনে বিবাহিত হই, তখন আমাদের আনন্দের সীমা থাকে না। কি যে সেই আনন্দ বলিতে পারি না। বোধ হয় তাহা বাদ্যভাণ্ডের আমোদ হইবে! সে আমোদ কতদিন অবস্থিতি করে? যখন আমাদের বিবাহ হয়, তখন আমরা পরস্পর

অপরিচিত ও অজ্ঞাতশীল থাকি! ইহা কি দুঃখের বিষয়! অপরিচিতের প্রেম, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর বস্তু আর কি আছে? ক্রমে যখন পরস্পরের চরিত্র, মনোভাব, পরিলক্ষিত হয়, আমরা বাল্যবিবাহের বিষময় ফলভোগ করিতে থাকি। যখন আমরা অন্যের উপর নির্ভর করিয়া, আমাদের অপার সংসার-সাগরের একমাত্র অবলম্বনকে গ্রহণ করি, তখনই আমরা তাহার ফলভোগ করি। আমি যে পথের পথিক, আমার পত্নী, সে পথে চলিতে চাহেন না। আমি যে দিকে গমন করি, আমার অর্দ্ধ অন্য দিকে গমন করে সুতরাং আমি দুই ভাগে বিভক্ত—আমি আপনার সহিত রণে প্রবৃত্ত—আমি কোন দিকেই গমন করিতে সক্ষম হই না। কেহ বা সেই অশিক্ষিতার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনাদিগের নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করেন, এবং পদে পদে পাদস্খলিত হইয়া পরিশেষে অনন্ত দুঃখে নিমগ্ন হন। কেহ বা অত্যন্ত সাহস প্রদর্শন করিতে গিয়া অবলা কামিনীর হৃদয়ে দুরন্ত ব্যথা প্রদান করেন।

আজকাল আমাদের সংসার কি ভয়ানক বেশ ধারণ করিতেছে! সংসারে শান্তি নাই! দম্পতী পরস্পরের মনস্তুষ্টি করিবেন, সংসারের সমস্ত বিষয়ে পরস্পরের সাহায্য করিবেন, কিন্তু কৈ বঙ্গ সংসারে তাহার কি দেখিতে পাওয়া যায়? দম্পতী পরস্পরের বিশ্রাম-স্থান, পরস্পরের শান্তিনিকেতন! সমস্ত দিন সংসারের নানাকার্য্যে ব্যাপৃত

থাকিয়া, নানাপ্রকার যাতনা সহ্য করিয়া, বিশ্রাম লাভ করিতে হইলে কোথায় যাইব? যখন নানা প্রকার কুচিন্তা ও ভাবনা আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে, তখন কাহার আশ্রয় লইব? যখন সংসারের বিপজ্জাল আমাদিগকে বেষ্টন করিবে, তখন উদ্ধার জন্য কাহার নিকট হস্ত প্রসারণ করিব? যখন শোক তাপ হৃদয়ের মর্ম্মগ্রন্থি ছিন্ন করিবে, তখন কাহার নিকট দাঁড়াইব? যখন উদ্যম ভঙ্গ হইয়া, নিরুৎসাহ হইব, তখন কে আমাদিগকে আশ্বাস দান করিবে? এ সকল বিপদে পতিরতা কামিনী একমাত্র সহায়, একমাত্র অবলম্বন! স্ত্রীই একমাত্র আশ্রয়লতা, তাহার শীতল ছায়ায় শরীর ও মন জুড়াইব! হৃদয় বেদনা নিবারণ করিব! কিন্তু কৈ বঙ্গ সংসারে এমন স্ত্রী কোথায়? কৌলিন্য প্রতিকূল হইয়া, নীচাসক্ত, নীচান্তঃকরণ রমণীকুল আমাদের অদৃষ্টে ঘটিল! তাহাদের মানসিক বৃত্তি আমাদিগকে প্রমোদ দান করা দূরে থাকুক, চিরকালের জন্য মনোবেদনা পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল! হয়তঃ বা দুরাকাঙ্ক্ষকামিনীগণ আমাদিগকে পতিত্বে বরণ করিয়া চিরকাল জ্বালাতন করিতে লাগিল! তাহাদের আশাপূরণে অসমর্থ হইয়া, আমরা সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিলাম! সংসার মরুভূমি হইয়া উঠিল! স্ত্রীসহবাসে সুখী না হইয়া, বরং তাহার নিকট হইতে দূরে বাস করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমরা

সংসারের নানা দুষ্কর কার্য্যে সমস্ত দিন নিযুক্ত থাকিয়া গৃহে আসিলাম। গৃহ আনন্দ ভূমি, প্রমোদ-কানন, সুখের একমাত্র আধার! কিন্তু কৈ? আমাদের গৃহে আনন্দ নাই, প্রমোদ নাই! আমাদের গৃহ শ্মশান অপেক্ষা বীভৎস রসে পরিপূর্ণ!

আমরা যে সকল বিষয় উল্লেখ করিলাম, তাহার কোন অংশই আরোপিত নহে। যাঁহারা আমাদের ন্যায় সংসারে দুঃখভোগ করিতেছেন, তাঁহারা যদি বিবেক পরিচালনা করিয়া এ বিষয়ে মনোযোগের সহিত চিন্তা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সহজেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। যাঁহাদের মন উন্নত হইয়াছে, যাঁহারা উন্নতির উচ্চ সোপানে পদার্পণ করিতে উৎসুক, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই সকল মনোবেদনা সহ্য করিতেছেন। আমরা যে পথের পথিক হইব মনে করিয়াছিলাম, আমরা বিদ্যালয়ে থাকিয়া যে সকল আশা করিয়াছিলাম, আমরা পরিণয়ের পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত সম্পন্ন করিতাম,—বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইবার পরে,সেই সকল এক একটী করিয়া আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইতে লাগিল। আমরা সকল আশায়, সকল উৎসাহে ও উদ্যমে বিসর্জ্জন দিলাম! মনঃকষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলাম! যদি বা কিঞ্চিন্মাত্র অবসর পাইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, উদ্যম ও উৎসাহ অবলম্বন করি—আমাদিগকে কে সহানুভূতি করিবে? যাহার মুখপানে

চাহিয়া থাকি, সে আমাদের লক্ষ্যে উদাসীন! আমাদের কার্য্যের ফলাফল বোধে অসমর্থ! সুতরাং সহানুভূতি কোথায়?

যখন আমরা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকি, তখন স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করি; কিন্তু যখন আমাদের অবকাশ—তখন আমাদিগের ভয়ঙ্কর কষ্ট! এই কষ্ট নিবারণের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে গমন করি! কি ভয়ঙ্কর মনঃক্ষোভ! কি নিদারুণ পরিতাপ! মনঃশান্তির জন্য আমরা গৃহ পরিত্যাগ করি, পত্নী সহবাস আমাদের বিষতুল্য বোধ হয়! তখন বোধ হয়, যদি বঙ্গদেশে নারী সৃষ্টি না হইত, তাহা হইলে আজ আমরা কি সুখী হইতাম! আমরা যে প্রকার কথোপকথন, যে প্রকার চিন্তা, যে প্রকার আশা যে প্রকার হৃদয়বিকাশ ইচ্ছা করি, তাহা আমাদের পত্নীগণ হৃদয়গ্রহ করিতে অসমর্থ! তাহারা শারীরিক শান্তি, শারীরিক আমোদ উপভোগ করিতে পাইলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। কিন্তু আমরা কেবল বাহ্যিক আমোদে সন্তুষ্ট নহি; আমাদের মন অন্য বিষয়ে ধাবিত হইতেছে, অপ্রতিহত বেগে ছুটিতেছে; কিন্তু এ বিষয়ে আমরা স্ত্রীর নিকট সহযোগিতা প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, সহানুভূতিও প্রাপ্ত হই না। বরং আমাদের এইরূপ মানসিক বৃত্তির জন্য তাহাদের নিকট অপ্রীতি ও অপ্রণয়ের পাত্ররূপে পরিগণিত হই; তাহা হইলে আমরা তাহাদের প্রকৃত

পতি·নহি ! তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে ঘৃণা করি, তাহাদিগকে অবহেলা করি !

দুঃখের বিষয় এই, এ কথায় অনেকে কর্ণপাত করিবেন না। যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া কর্ণপাত করেন আমাদের কথায় বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহারা আমাদের প্রবৃত্তি ও রুচি বুঝিতে চেষ্টা করিবেন না। এই সকল কথায় তাঁহারা উত্তর করিবেন—এ পর্য্যন্ত সকলে আমাদের পদ্ধতিক্রমে বিবাহ করিয়া চিরদিন সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাইলেন, কেহ কখন কোন প্রকার অশান্তি বা অসুখের কথা মুখে আনিলেন না ; আধুনিক যুবকেরা কিঞ্চিৎ ইংরাজীশিক্ষা করিয়া আমাদের প্রচলিত সকল বিষয়ে দোষ ও ভ্রম দেখিতে পায়—এখন আর ইহারা সুখী হইতে পারে না। এই দোষারোপ আমরা মস্তকে ধারণ করিতেছি, এবং এই দোষের জন্য আমরা আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়া থাকি ! আমাদের পিতৃগণ যদি আমাদের ন্যায় এই দোষ মস্তকে ধারণ করিতেন তাহা হইলে আজ আমাদিগের কি সুখের দিন হইত ! এতদিন আমরা অন্ধকারে নিমগ্ন ছিলাম, এক্ষণে আলোক দেখিতেছি। ইংরাজী পুস্তকের পত্রে পত্রে স্বাধীনতা বিরাজমান। আমরা এক্ষণে সেই স্বাধীনতাকে সমাদর করিতে শিখিয়াছি। আমরা কোন কার্য্যেই পরের অধীন থাকিতে চাহি না। এবং যাহাতে সেই স্বাধীন ভাব

সকলের মনে উদয় হয় তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। কি সামাজিক বিষয়ে কি সাংসারিক বিষয়ে সকল বিষয়েই স্বাধীনতা মনুষ্যের জীবন, সকল বিষয়েই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বিকাশ করে। এক্ষণে আমরা আমাদের অভাব বুঝিয়াছি, সুতরাং পূর্ব্বপ্রচলিত আচার ব্যবহার আমাদিগের মনোনীত হইতে পারে না। আমরা আত্মীয়, স্বজনের তাড়নায় ভীত হই না। এই বিশাল ভারত সংসারে আমাদের অনেক আত্মীয় আছে; এতদিন চক্ষু মুদ্রিত ছিল বলিয়া, তাহাদিগকে চিনিতে পারি নাই। এক্ষণে আমরা তাহাদিগকে জানিয়াছি, এক্ষণে আমরা তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছি। আমরা ক্ষুদ্রসংসারে সহানুভূতি না পাইতে পারি, কিন্তু এই বৃহৎ সংসারে আমাদিগকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অনেকে উৎসুক হইয়াছে, আমরা তাহাদিগের নিকট অগ্রসর হইব, তাহাদের আদর পাইব! আমরা ক্ষুদ্র সমাজের ঘূর্ণিত নয়ন দেখিয়া ভীত হই না!

বৃদ্ধেরা আমাদিগের প্রতি সহানুভূতি করিবেন না তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি—আমরা সে বিষয় অবগত হইয়াছি আমরা তীব্রবেগে তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। আমরা বিধর্ম্মী বলিয়া উপহাস ও ঘৃণার পাত্র হইয়াছি। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা যাহা ভাল বুঝিব, সমাজের মঙ্গলময় বলিয়া অনুভব করিব, তাহা বলিতে ও করিতে কুণ্ঠিত

হইবে না। যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি, যাহা প্রতিদিন বঙ্গসমাজে নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্যরূপে পরিণত হইতেছে, তাহা প্রকাশ করিতে কি প্রকারে ক্ষান্ত থাকিব? পিতা অর্থলোভে লোলুপ হইয়া পুত্রের মুখপানে চাহেন না! অর্থ পাইলেই তাঁহার মনস্তুষ্টি হইল! তিনি পুত্র ও কন্যার অন্তরের ভাব নিরীক্ষণ করেন না! পুত্র যাহা চাহে না, পুত্র যাহা ঘৃণা করে, পিতা তাহাই তাহাকে প্রদান করেন। ইহা পিতার দোষ নহে, ইহা আমাদের দোষ! কেন না আমরা তাহা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু সত্য প্রকাশে কি ভয়? সত্য চাপিয়া রাখিবার বস্তু নহে। ইহা আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়। সময়ের গতি রোধে কেহই সমর্থ নহে? সময়ে যাহা হইবে, তাহা কে নিবারণ করিবে?

একে পিতা অর্থলোলুপ—তাহার উপর কৌলীন্য কুহক! জন্মগত কৌলীন্য আমাদের সর্ব্বনাশের মূল! বিদ্যা, জ্ঞান, শিক্ষা—এ সকল কৌলীন্যের অঙ্গ নহে! কুলীন বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেই কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইবে। কি বিভ্রম! এই অহঙ্কারে কুলীন পুত্রগণ নানা ব্যভিচারে দূষিত ও কলুষিত হইতেছে! তাহাতে দোষ কি? কুলীন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে, এ সকল ঘটনা হইয়া থাকে! এ স্থলে কুলীনপুত্র কিপ্রকারে পত্নীর মনোরঞ্জন করিতে পারে? ও দিকে কুলীনকন্যা পাইলেই পিতা হস্তে অমরভুবন প্রাপ্ত হন! সেই কন্যার

শিক্ষা, অভ্যাস, সহবাস বিবেচনা না করিয়া আপন পুত্রকে যাবজ্জীবন মহাদুঃখে নিক্ষেপ করেন। পিতার মন পুত্রের পরিতাপে বিগলিত হয় না!

পিতা আপনার স্ত্রীবিয়োগ হইলে অশৌচ যাইতে না যাইতেই পুনরায় বিবাহ করেন, কিন্তু বালিকা কন্যা অকালে পতি বিয়োগিনী হইলে, তাহাকে কঠোর ব্রতে নিমগ্ন রাখিয়া মনের সন্তোষ লাভ করেন! ইহা দেখিয়া আমরা কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিব?

আপনারা বারাঙ্গনা লইয়া আমোদে মত্ত থাকিবেন, এ দিকে স্ত্রীদিগকে অন্তঃপুরে কারাবরোধীর ন্যায় রক্ষকে বেষ্টিত রাখিবেন, তাহা আমরা কি প্রকারে সহ্য করিতে পারি?

বৃদ্ধেরা আমাদিগকে যতই কেন তাড়না করুন না, আমাদিগকে যতই কেন সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করুন না—আমরা আর নিশ্চিন্ত থাকিব না—আর সমাজের ভয় করিব না। আমরা নূতন সমাজ অবলম্বন করিব—নূতন সংহিতা সৃষ্টি করিব! নূতন আমোদে দিনপাত করিব, স্বাধীনভাবে সংসারে বিচরণ করিব! বঙ্গ সংসারকে অমরভুবন করিব! আমাদিগের সমক্ষে কুসংস্কার ভস্মীভূত হইবে।

যাঁহারা আমাদিগের বাক্যে আস্থাদান করেন না—তাঁহারা বিবাহের উদ্দেশ্য অবগত নহেন—এ কথা বলিতে আমরা কখনই কুণ্ঠিত হইব না। আমরা যখন

লজ্জাবস্ত্র অপনয়ন করিয়াছি, তখন আর লজ্জা করিলে কি হইবে? আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব—সেই সকল ব্যক্তি বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য অবগত নহেন। তাঁহারা এক মাত্র পুত্রোৎপাদনই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন। এবং ইহা মনে স্থির করিয়া বঙ্গদেশে ভীষণ পাপস্রোত প্রবাহিত করেন। সুবংশোদ্ভব পুত্রগণ কৌলীন্যের বশবর্ত্তী হইয়া কুলীন-কন্যাকে বিবাহ করিয়া, আপনাদিগের চিত্তসন্তোষের জন্য ব্যভিচারে ক্রটি করেন না! তাঁহারা যখন যাহা মনে উদয় হয়, তাহার বশবর্ত্তী হইয়া শুভাশুভ বিবেচনা না করিয়া ইচ্ছামত ব্যবহার করেন! নিজ নিজ পত্নীর দুঃখ দর্শনে অমনোযোগী হইয়া, আপনাদিগের আমোদে দিবারাত্র উন্মত্ত থাকেন! নিজ নিজ পত্নীকে ক্রীতদাসী অপেক্ষা অবহেলা করিয়া,আপনাদিগের জন্য নানাপ্রকার প্রমদকর বস্তু সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন! তাঁহারা সকলই বলিতে পারেন! তাঁহাদের কথায় আমরা কিছুমাত্র ভীত হইব না! তাঁহাদিগের দ্বারা আমরা সমাজের কোন উন্নতি আশা করি না। আমরা তাঁহদিগকে কিছু বলিতে চাহি না। যত দিন তাঁহারা ঘোর অন্ধকারে বাস করিবেন, যত দিন তাঁহারা চৈতন্যহীন জড়পদার্থের ন্যায় বিবেক ও বুদ্ধি শূন্য থাকিবেন, ততদিন তাঁহারা কৌলীন্য ও পিতৃদত্ত কন্যার পাণিগ্রহণে কোন অমঙ্গল দেখিতে পাইবেন না। যাঁহারা সকল কার্য্যের আদি ও অন্ত

দর্শনে সমর্থ, যাঁহারা সকল বিষয় বুঝিতে নিপুণ, আমরা তাঁহাদিগের নিকট করযোড়ে এই আবেদন করিতে অগ্রগামী হইতেছি। তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখুন আমরা যাহা বলিতেছি তাহা সত্য কি না। যদি তাহা সত্য হয়, তবে তাহার সংশোধনে আমরা কেন না প্রবৃত্ত হইব? যাহাতে এই সকল পাপময় প্রথা আমাদিগের মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে, তাহার জন্য কেনন। চেষ্টা করিব? বিশেষতঃ আমরা দেখিতেছি যে, যে সকল ব্যক্তি দেশের ও সমাজের উন্নতির জন্য ব্যগ্র রহিয়াছেন, তাঁহারা যদি বিবাহের বিষপান করিয়া চিরকাল অচেতন পদার্থের ন্যায় অবস্থিতি করেন তবে কত দিনে এদেশে সুখরবি উদিত হইবে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিলে সকলেরই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, যে আমাদের বিবাহপ্রথা অতীব ঘৃণিত ও শোচনীয়। এ প্রথা সংশোধন করিতে গেলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই নির্ব্বাচন ক্ষমতা থাকা উচিত। পুরুষেরা আপনাদিগের অভিমত কামিনীকে পত্নীত্বে বরণ করিলে চলিবেনা। নারীগণেরও সে বিষয়ে ক্ষমতা দেওয়া কর্ত্তব্য। আমি যাহাকে মনোনীত নারী বলিয়া স্থির করিলাম, হয়ত সেই নারী আমাকে মনোনীত পতি বলিয়া স্বীকার করিল না। তাহা হইলে কি প্রকারে সংসার সুখময় হইবে? পরস্পরের স্বাধীন ভাব, স্বাধীন মত না থাকিলে বিবাহ কখনই সুখের কারণ হইবে না। স্ত্রীজাতির অন্তঃপুর-কারাগারে কি প্রকারে সে নির্ব্বাচন হইতে পারে? যে ব্যক্তি কখন কোন বস্তু দর্শন করে নাই, যে ব্যক্তি চিরকাল অন্ধকারে বাস করিতেছে, সে ব্যক্তি প্রথমে যাহা দর্শন করে, তাহাকে অমূল্য ও অদ্বিতীয় বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু যখন ক্রমে এক একটী করিয়া সেই প্রকার বস্তু নয়নগোচরে নিপতিত হয়, তখন বিস্ময় মন হইতে পলায়ন করে। বিবেক অন্তরে স্থান পায়; এবং কোন্‌টী ভাল কোন্‌টী

মন্দ তাহা বিবেচনা করিবার ক্ষমতা জন্মে। এবং আপনার ইষ্টসিদ্ধির উপযোগী বস্তুটীকে বাছিয়া লইতে পারে।

আমরা এরূপ বলিতেছি না, যে এই নির্ব্বাচনসময়ে কাহারও কোন প্রকার ভ্রম জন্মাইবে না। সময়ে সময়ে ভ্রম জন্মাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সুফল ফলিবে। ভ্রম সকল স্থানে বাস করিতে পারে না। ক্রমে যখন এক এক জনের ভ্রমের বিষয় প্রকাশিত হইবে, অন্য সকলে সেই ভ্রম দেখিয়া সাবধান হইবে। ক্রমে ভ্রম আশ্রয়বিহীন হইয়া পলায়ন করিবে।

সেই মঙ্গলময় নির্ব্বাচন-শক্তি সমভাবে সর্ব্বস্থলে প্রদান করিতে হইলে, স্ত্রীজাতিকে আমাদিগের ন্যায় স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে। অন্তঃপুরমধ্যে বন্দীর ন্যায় বাস করিলে সে ক্ষমতা কখনই উৎপন্ন হইবে না। কিন্তু স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দান করিবে, একথা শ্রবণ করিলে, অনেকে বজ্রাহতের ন্যায় অচেতন হইয়া পড়েন। স্ত্রীজাতি চিরকাল পুরুষের অধীন। কোন কালে কোন স্থানেই স্ত্রীজাতি স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় নাই। আজ আমরা কি সাহসে সেই স্বাধীনতা নিজ নিজ পরিবার মধ্যে প্রচার করিব? বিশেষতঃ স্ত্রীজাতি অবিশ্বসনীয়। স্ত্রীচরিত্র বিশ্বাস করা উচিত নয়। যত দিন না স্ত্রীলোক জলন্ত চিতারোহণ করিবে

ততদিন আমরা তাহাকে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া রাখিব। এই প্রকার নানারূপ ভাব তাঁহাদের মনে বাস করিতেছে। আবার অনেকে বলিয়া থাকেন, স্ত্রী স্বাধীন হইলে সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে না। সংসারসুখ একবারে বিলুপ্ত হইবে।

আমরা দেখিতেছি, অভ্যাস এ অশুভ চিন্তার এক মাত্র কারণ। আমরা চিরকাল আপনাদের নারীগণকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছি; তাহা ছিন্ন করিতে মনে নানা আশঙ্কা জন্মে। কিন্তু স্বাধীনতা-দানে অভ্যস্ত হইলে এই দুর্ভাবনা চিত্ত হইতে দূর হইবে। স্ত্রীজাতি বাল্যকালে পিতার অধীন; যৌবনে স্বামীর অধীন; বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের অধীন—এই প্রথা চির প্রচলিত। যেখানে পিতা, স্বামী বা পুত্রের অভাব, সেখানে অন্য লোকের অধীন হইয়া নারীগণ কালহরণ করে। কোন্ বিধাতা এই বিধান করিয়াছেন? আমরা ভারতের ইতিহাস ও পুরাণাদি পাঠে জানিতে পারি, পূর্ব্বে আমাদের দেশে কুলকামিনীগণ অনায়াসে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া রাজপথে বিচরণ করিতে পারিতেন। কুলনারীগণ নানা প্রকার বেশভূষা করিয়া উৎসবে ও বিদ্যানুশীলন সভায় উপস্থিত থাকিয়া পুরুষগণের সহিত যোগদান করিতেন। ঋষিগণ আপনাদিগের কন্যা ও পত্নী লইয়া নৃপতিগণের যজ্ঞে উপস্থিত হইতেন। ইহা ভিন্ন অপরাপর নারীগণ রাজসূয়ে, অশ্বমেধে এবং

রাজাভিষেকে উপস্থিত হইয়া সভায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। মহিষীগণ রাজার বামদিকে সিংহাসনে উপবেশন করিতেন, এবং রাজকার্য্যে যোগ দান করিতেন। সময়ে সময়ে রাজপুত্র না থাকিলে রাজকন্যাগণ পিতার উত্তরাধিকারিণী হইয়া রাজকার্য্য সমাধা করিতেন। ক্ষত্রিয় কুলনারীগণ, স্বদেশ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, আপনারা অস্ত্র শস্ত্রাদি গ্রহণ করিতেন, এবং সমরসজ্জায় রণক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় পাণ্ডবদিগের নারীগণ শিবিরে অবস্থান করিয়া, যুদ্ধ কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন। কাব্যাদি পাঠে আমরা অবগত হই যে, পূর্ব্বকালে আর্য্যনারীগণ অশ্বারোহণে, গজারোহণে ভ্রমণ করিতেন। স্বয়ংবর সভায় যুবতীগণ অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত না করিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইতেন।

এই সকল দেখিয়া আমরা জানিতেছি যে, পূর্ব্বকালে অবলাগণ অন্তঃপুরে বন্দীভাবে অবস্থান করিতেন না। তবে এ ভীষণ কারাবন্ধন কোথা হইতে ভারতক্ষেত্রে আগমন করিল? পানীপথের যুদ্ধে আমাদের সকল প্রকার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে। রাজকীয় স্বাধীনতার সহিত স্ত্রী-স্বাধীনতাও নষ্ট হইয়াছে। যখন যবনেরা ভারতে আধিপত্য করিতে আরম্ভ করিল, তখন নানা স্থানের রাজপ্রতিনিধিগণের দৌরাত্ম্যে আর্য্যগণ আপনাদিগের নারীদিগকে অন্তঃপুরে রক্ষা করিতেন। ইহা

আবার তখনকার রাজধর্ম্ম। রাজপুরুষেরা স্ত্রীস্বাধীনতার বিদ্বেষী। রাজ-প্রদর্শিত পথে বিচরণ করা লোকের স্বভাব সিদ্ধ। সুতরাং সেই সময় হইতে এই ভারতে কারাবরোধ-প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

"ভারতবর্ষনিবাসীরা অনেককাল অবধি নিতান্ত নীচ জনের ন্যায় পরের চরণ লেহন করিয়া আসিতেছেন বলিয়াই এইক্ষণ পরাধীনতাকে তাঁহারা তাঁহাদিগের কণ্ঠহার জ্ঞান করেন এবং নারীর স্বাধীনতাতে কিছুই সম্মান সৌন্দর্য্য অবলোকন না করিয়া, প্রত্যুত উহাকে অপমান বলিয়াই বিবেচনা করেন। কিন্তু যে সময়ে, এই ভারতবর্ষ, রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজকুলতিলকগণের অশ্রুতপূর্ব্ব অলোকসাধারণ রাজমহিমায় মহিমান্বিত ছিল, যে সময়ে, ভীষ্মসদৃশ মহাসত্ত্বদিগের বীর্য্যবিক্রমে ভারতবর্ষের সগর্ব্ব আহ্লাদের সীমা ছিল না; সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই যে সময়ে হিন্দুসন্তানগণের প্রধান অভিলাষ ছিল এবং যে সময়ের হিন্দুসন্তানগণ, সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া, মৃত্যুকেও বরং আলিঙ্গন করিত, তথাচ পৃষ্ঠ-প্রদর্শনরূপ জীবন্ত মৃত্যুর বিষজ্বালা সহ্য করিতে সম্মত হইত না; কুলনারীর স্বাধীনতা বিষয়ে এই দেশের সেই সময়ের অধিবাসীদিগের মনের সংস্কার সম্পূর্ণরূপে অন্য প্রকার ছিল। তখন রাজমহিষীরা, নিতান্ত তরুণ বয়সেও স্বামীর সমভিব্যাহারিণী হইয়া অকুণ্ঠিত হৃদয়ে রাজ সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, রাজসিংহাসনে উপবেশন

করিয়াছেন, অমাত্য ও পৌরবর্গের সহিত কথোপকথন করিয়াছেন, তাপসদিগের আশ্রমপদে ভ্রমণ করিয়াছেন, এবং অন্যান্য অশেষ প্রকারের স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছেন। লোকে তাঁহাদিগের চরিত্রে বিন্দুমাত্রও দোষ দর্শন করে নাই। সলজ্জ-নয়না কুমারীরা; স্বয়ংবর সভায় অনাবৃত বদনে উপস্থিত হইয়া, পরিণয়প্রার্থী তরুণদিগের পরিচয় শ্রবণ করিতেন, এবং স্বাধীন ইচ্ছানুসারে স্বকীয় মনোনীত পাত্রে বরমাল্য প্রদান করিয়া আনন্দে নিমজ্জিত হইতেন; কেহই তাঁহাদিগের তাদৃশ আচরণকে কুল-মানের গ্লানিকর মনে করিত না। অতিথি সমাগত হইলেন, গৃহস্বামী কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন, গৃহিণীই বহির্গত হইয়া, তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিলেন; এই প্রকারের শিষ্ট-সম্মত ব্যবহার কাহারও অন্তঃকরণে নির্লজ্জ ব্যবহার বলিয়া বিবেচিত হইত না। কিন্তু হায়! ভারতবর্ষের পুরবধূগণ, এইক্ষণ নিশার অন্ধকারের সমাগমের পূর্ব্বে, আপনাদিগের চিরদিনের সুহৃৎ, চির সম্বল, প্রাণাধিক প্রিয় স্বামীর সম্ভাষণ করিলেও নির্লজ্জ বলিয়া ঘৃণিত হয়, স্বামীর অনুজ এবং অগ্রজ প্রভৃতি পৌরজনদিগের ত কথাই নাই, শ্বশুর অথবা শ্বশ্রূমাতার সহিতও ইহারা এইক্ষণ সমাজভয়ে হৃদয়ের সহিত কথোপকথন করিতে সাহসী হয় না। দুঃখ এই, সেই আর্য্যজাতির বংশধরেরা ইহাই আবার তাঁহাদিগের মান মর্য্যাদা বিবেচনা করেন।

তাঁহারা যবন রাজাদিগের নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে পুরনারীগণের মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতে অশক্ত ছিলেন বলিয়াই যে তাঁহাদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ভ্রমেও ইহা তাঁহাদিগের স্মরণ-পথে আরূঢ় হয় না।"

পূর্ব্বকালে আমাদিগের দেশে কুলনারীগণ স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছেন বলিলেই অনেকে ইহার পক্ষপাতী হইবেন না। তাঁহারা মনে করেন, পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা অধিক বলবান্, ইহাদ্বারা প্রমাণ হইতেছে, যে স্ত্রী পুরুষের অধীন হইবে। কিন্তু এ বাক্য শুনিতে আর কাহারও মন সরেনা। এই উনবিংশ শতাব্দীতে, হীনবল হইলেই যে, বলবানের অধীনতা সহ্য করিবে, ইহা কথনই স্বীকার্য্য নহে। সভ্যতা ও শিক্ষা দুর্ব্বল ও সবলের সে প্রভেদ দূর করিয়াছে। বাহ্যিক সবলতা কর্ত্তৃত্বের কারণ নহে। আজকাল মনোবলই বল।

মনুষ্যের প্রাকৃতিক স্বাধীনতা নষ্ট করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে। আমরা সকলেই নাসা কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট; বলপূর্ব্বক একজনকে এই সকল ইন্দ্রিয়ের ফললাভে বঞ্চিত করা কি প্রকারে বিধেয় বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে? পুরাকালে যখন সমস্ত জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিল, তখন বলবান্ মনুষ্যেরা দুর্ব্বলের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিত, দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত, স্ত্রী পুত্রাদি হরণ করিয়া অন্য স্থানে বিক্রয়

করিত। যখন কোন বলবান্ জাতি অপর দুর্ব্বল জাতিকে যুদ্ধে পরাজয় করিত, তখন তাহারা সেই জাতির সমস্ত লোককে বন্দী করিয়া নিজদেশে লইয়া যাইত; এবং ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিত। এখন আর সে সময় নাই। ক্রমে যত সভ্যতালোক, বিদ্যা-জ্যোতিঃ এই সংসারকে আলোকিত করিতেছে, সেই সকল অত্যাচার ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। মনুষ্যের সমাধিকার প্রচার হইতেছে, লোকে আপনাদিগের অধিকার বুঝিতে পারিতেছে।

যে দেশ যত সভ্যতাদ্বারা উজ্জ্বল, সেই দেশে মানবের সমাধিকার তত প্রবলরূপে প্রকাশিত। সুতরাং আমরা দেখিতেছি সমাধিকার সভ্যতার প্রধান অঙ্গ। পৃথিবীর মধ্যে আজকাল আমেরিকা উন্নতির উচ্চতর সোপানে পদার্পণ করিয়াছে; সেখানে সকল লোকের সমান অধিকার। এমন কি সেখানে রাজতন্ত্র প্রথা প্রচলিত নাই। রাজ্যশাসনে ক্রোরপতি হইতে সামান্য ভিক্ষোপজীবীরও কিঞ্চিৎ অংশ আছে। তাঁহারা রাজার অধীন নহেন। সমাজে যে সকল বিষয়ে স্বাধীনতা থাকিলে, সামাজিক অমঙ্গল ঘটিবে, সেই সকল ভিন্ন, অন্য কোন বিষয়ে কেহ কাহারও অধীন নহেন। দেশ মধ্যে যে সকল শাসন প্রণালী প্রচলিত হইতেছে তাহা প্রজাগণ স্বয়ং প্রণয়ন করিতেছে। য়ুরোপে যেখানে যেখানে রাজতন্ত্র প্রণালী অদ্যাপি প্রচলিত, সেখানে

সেখানেও প্রজাগণের অত্যন্ত স্বাধীনতা। রাজা যেমন সকলের উপর আধিপত্য করেন, প্রজাগণও সেইরূপ রাজার উপর আধিপত্য করে। রাজা ও প্রজা উভয়ই আপন আপন কার্য্যে স্বাধীন।

যে দেশে যত সভ্যতা প্রকাশিত, সে দেশে তত সমাধিকারচর্চ্চার প্রাচুর্ভাব। যদি আমাদের সভ্যতার গরিমা থাকে—কেননা আমরা পৃথিবীর মধ্যে সভ্যতম বলিয়া মনে করি—অথবা যদি,আমরা সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে উদ্যত হই, তাহা হইলে দুর্ব্বল স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার-নিবারণে অগ্রে প্রস্তুত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

দুর্ব্বল ও সবলে প্রভেদ দর্শন করা যদি সভ্যতার অঙ্গ না হয়, যদি দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার মনুষ্যত্ব নাশ করে, তবে আমরা পুরুষ বলিয়া কেন অভিমানে মত্ত হই? তবে আমরা কি সাহসে দুর্ব্বল স্ত্রীজাতিকে অধীনে রাখিতে চেষ্টা করি? তবে কেন স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিয়া দুর্ব্বৃত্ত রাজার ন্যায়, অধীনস্থ স্ত্রীজাতিকে অনন্ত দুঃখে মগ্ন করি?

দুই এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, স্বামী আধিপত্য প্রকাশ করিতেছেন—স্ত্রী আনন্দে অধীনতাপাশ গলে ধারণ করিতেছেন। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল। দুই এক স্থলে সদ্ব্যবহারী স্বামী নয়নপথে পতিত হন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশ স্থলেই—আধিপত্যের প্রধান অঙ্গ অত্যাচার—অপর দিকে

অধীনতার প্রধান চিহ্ন যন্ত্রণাভোগ। দুই এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, স্ত্রীভর্ৎসনা—পুরুষের দুর্ব্বৃত্ত চরিত্রে কোমলতা প্রদান করে; কিন্তু স্ত্রীজাতির সে ক্ষমতা চিরস্থায়ী নহে। যতদিন রূপলাবণ্য স্বামীর মনোরঞ্জন করে, ততদিন কামিনীর প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও বা তাহাও ক্ষমতাহীন। কোন কোন স্থলে সময়ে প্রগাঢ় প্রীতি সঞ্চারিত হইয়া স্বামীর স্বভাবকে সুগঠিত করে। কিন্তু এ সকল স্থান অতি বিরল, ও সাধারণের পক্ষে অলভনীয়। যে সকল স্থলে পুরুষ স্ত্রীর প্রতি সদয়ভাবে ব্যবহার করেন, যিনি আপনার স্ত্রীকে কোমলতা দিয়া সন্তুষ্ট করেন, অথচ সর্ব্ববিষয়ে আপনার অধীনে রাখিতে ক্রটি করেন না, তিনি প্রায়ই স্ত্রীর উত্তেজনায়, ও মধুর ভাষায় প্রতারিত হইয়া পারিবারিক কার্য্য ভিন্ন অপর বিষয়ে ক্রমে নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। এক দিকে আধিপত্য করিতে গেলেই, অপর দিকে ক্রীতদাসত্ব আপনা হইতেই জন্মিয়া যায়। সুতরাং স্বামী ক্রমে ক্রমে সুপথ ছাড়িয়া কুপথে ধাবিত হন।

অধিকাংশ স্থলে এই আধিপত্য ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করে। যেখানে স্বামী অতি দুর্ব্বৃত্ত, সেখানে স্ত্রীর দুঃখের অবধি থাকে না। সেই পাষণ্ড অবলা কামিনীকে পাইয়া, সকল প্রকার অত্যাচার করে, কেবল প্রাণে নষ্ট করেনা। কখন কখন তাহাতেও কুণ্ঠিত হয় না।

এ দিকে রাজনিয়ম এত পক্ষপাতী, যে সময়বিশেষে স্ত্রীহত্যাকারী নির্দ্দয় মানবেরা তাহার অধীনে আনীত হইলেও অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ করে। অনেক শিক্ষিত ভদ্রসন্তানও স্ত্রীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হন না। সেই দুর্ভাগিনী স্ত্রীজাতি বলিয়া, অনাশ্রয়া বলিয়া, সমাজের নিয়ম বলিয়া, কখন বা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম বলিয়া বাক্যস্ফুরণেও নিরত থাকে, এবং কিছুমাত্র নিবারণের চেষ্টা না করিয়া, অচেতন জড় পদার্থের ন্যায় নীরবে অত্যাচার সহ্য করে। ওদিকে সেই দুর্ব্বৃত্ত অবকাশ পাইয়া আপনার স্বেচ্ছাচারিতা ও পশুবৃত্তির সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদানকরে। সেই হত-ভাগিনী যদি আত্মীয়বর্গের নিকট এ সকল বিষয় প্রকাশ করে, তাঁহারা পতিব্রতাগুণের ন্যূনতা ভয়ে সেই হতভাগিনীকে প্রত্যুত তিরস্কার করেন, এবং বলপূর্ব্বক সেই পাষণ্ডের হস্তে সমর্পণ করেন; এবং সেই পাষণ্ড দ্বিগুণপ্রজ্বলিত হইয়া, সেই হতভাগ্য কামিনীকে অধিক-তর বিষের জ্বালায় দগ্ধ করে! তাহার কোন দিকেই সুখ নাই! সেই হতভাগিনী যদি নির্ব্বাচন ক্ষমতা পাইত তাহা হইলে কখনই এরূপ পাপহৃদয়ের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিত না!

স্ত্রীচরিত্র কখনই বিশ্বসনীয় নহে—এ কথা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? যেসকল ব্যক্তি এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দেখিলে,

ঐ বিশ্বাস দূরীভূত হইবে। অথবা তাঁহাদের অনেকের অবিশ্বাসের বিশেষ কারণ আছে। তাঁহারা আপনাদের চরিত্র বিশ্বাস করেন না। আপনারা ব্যভিচারদোষে দূষিত। যদি স্ত্রীকে স্বাধীনতা দান করা যায় তাহা হইলে সেই কামিনী কখনই তাঁহাদিগের সেইরূপ ব্যবহার সহ্য করিবেন না। তাহা হইলে তাঁহাদিগের স্বেচ্ছাচারিতা, ও বারনারীসেবা আর কুলধর্ম্ম হইবে না। বেলা দ্বিপ্রহর সময়ে রাজপথে বেশ্যা লইয়া দ্রুতগামী যানারোহণে গমন করিতে সমর্থ হইবেন না। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বারনারী গৃহে সমস্ত নিশা যাপন করিতে সাহস থাকিবে না। প্রতি শনিবার অপ্‌সরাগণ পরিবৃত হইয়া প্রমদকাননে গমনাগমন করিতে কুণ্ঠিত হইতে হইবে। সুতরাং তাঁহারা নিজ নিজ স্ত্রীকে স্বাধীনতাদানে অনিচ্ছুক।

দুই একটী কামিনীকে কুপথগামিনী দেখিয়া স্ত্রীচরিত্রে একবারে অবিশ্বাস করা কখনই মনুষ্যের কর্ত্তব্য নয়। এই নিয়ম অবলম্বন করিলে, আমাদিগের অনেক যুবককে কারাগারে বদ্ধ করিতে হয়। আমাদিগের যুবকগণ যেরূপ ব্যভিচারী যেরূপ নীতিধর্ম্মবিদ্বেষী, তাহাতে তাহাদিগকে অগ্রে লোহশৃঙ্খলে বন্ধন করা উচিত। কিন্তু সে বিষয়ে কোন্ ব্যক্তি কথা কহিতে সমর্থ হইবে? তাহারা যে পুরুষ, তাহারা যে বলবান্—তাহাদিগের গতি রোধে কোন্ ব্যক্তি সাহসী হইবে?

আমাদের স্ত্রীলোকগণ অশিক্ষিত, সুতরাং তাঁহাদিগকে অনায়াসে কুপথে আনয়ন করা সম্ভব।৽ তথাপি এদেশের কামিনীগণ যেরূপ পতিপরায়ণা, পতিব্রতা ও পতিরতা, দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে যদি তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিত করা হয়, যদি তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া স্বাধীনতা দেওয়া যায়, যদি তাঁহারা স্বাধীনমত অবলম্বন করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, যদি তাঁহাদের কুপথগামী পতির অধীনতায় যাবজ্জীবন যন্ত্রণা সহ্য করিতে না হয়, তাহাহইলে, তাঁহারা যে সেই সকল স্ত্রীসুলভ গুণের কতদূর পরাকাষ্ঠা দেখাইবেন, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? তাঁহারা যদি বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন, তাঁহারা যদি পবিত্র প্রণয় জানিতে পারেন, তাঁহারা যদি হিতাহিত বিবেচনাকে পরিপক্ব করিতে পারেন, তাঁহারা যদি মনোনীত পাত্রে প্রণয় সংস্থাপন করিতে পারেন, তাঁহারা যদি সংসারের অনন্ত ক্লেশে নিপতিত না হইয়া স্বাধীনভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে বঙ্গবাসীর সংসার যে কি সুখের হইবে তাহা কে বলিতে পারে? চলৎ-শক্তিবিহীন, কর্ণবিহীন, চক্ষুবিহীন, নারীগণ হইতে আমরা যে সকল আশাতীত ফলভোগ করিতেছি, তাহারা উচ্চরবে বলিতেছে—বঙ্গসন্তানগণ, তোমরা আর তোমাদিগের অমূল্য রত্নগণকে পেটক মধ্যে আবদ্ধ রাখিও না। তাহাদের স্বাভাবিক জ্যোতিঃ কেন তোমরা নষ্ট

করিতেছ? সেই জ্যোতিঃ দ্বারা তোমাদের হৃদয় আকাশ বিকসিত হইবে; তোমাদের সংসারে অতুল আনন্দলহরী প্রবাহিত হইবে। যদি তোমরা এই সংসারে থাকিয়া, অনন্ত স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা কর, যদি তোমরা এই অনন্ত দুঃখের সংসারকে আনন্দ ভুবন করিতে চাও—তোমাদের সহধর্ম্মিণীকে তোমাদের সমাধিকারিণী কর। যে দিন তোমাদের প্রণয়িনী স্বাধীন-ভাবে প্রণয়ের পরিচয় দিতে সমর্থ হইবে, যে দিন তোমাদের গৃহলক্ষ্মী স্বাধীনভাবে গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতে অধিকারিণী হইবে, সেই দিন দেখিবে, সকল প্রকার আনন্দ, সকল প্রকার মঙ্গল, সকল প্রকার সুখ, একত্রী-ভূত হইয়া তোমাদিগকে অসীম সংসার-ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিয়া চিরশান্তি দান করিতেছে।

যে কামিনী কখন গৃহ হইতে বহির্গত হইল না, যে কামিনী কখন প্রলোভনের পরিচয় পাইল না, সে কামিনী যদি সতী বলিয়া পরিচয় প্রদান করে তবে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী উড়িতে পারে না বলিলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। সকল বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। যদি সেই পক্ষীকে পিঞ্জরমুক্ত করিয়া দেখি, যে সে উড়িয়া পলায়ন করিল না—তবে বিশ্বাস করিব যে সে পক্ষী প্রভুর নিতান্তবশবর্ত্তী। যদি সেই কামিনীকে গৃহদ্বারমুক্ত করিয়া দেখ, যে সেই কামিনী ব্যভিচারিণী হইল না, প্রতিপদে প্রলোভনে পতিত

হইয়াও আত্মরক্ষণে সমর্থ হইল—তবে তাহাকে সতী বলিয়া আদর করিব, সতী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহার গুণকীর্ত্তন করিব। যে সকল ব্যক্তি "আমার স্ত্রী সতী" —কেননা কখন অন্তঃপুরের বাহিরে গমন করিতে পায় নাই—এই বলিয়া গর্ব্ব করেন তঁহারা নিতান্ত চিন্তাশূন্য। মনুষ্য যত প্রলোভনে পতিত হইবে, যত প্রতারণা জালে জড়িত হইবে, এবং প্রলোভন ও প্রতারণা হইতে আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবে—ততই তাহার গৌরব, ততই তাহার মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি পাইবে।

আমরা মুখে "স্বাধীনতা দিয়াছি" বলিলে শুনিব না। মুখে যাহা বলিব, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। যাঁহারা স্বাধীনতার বিদ্বেষী, তাঁহারা যখন আপন আপন স্ত্রীকে কোন স্থানে প্রেরণ করেন—যানদ্বার বদ্ধ করেন এবং পাছে পবন দেব কিঞ্চিন্মাত্র প্রবেশ পথ প্রাপ্ত হইয়া, যানমধ্যে প্রবেশ করেন—এই ভয়ে গাঢ় ঘনবাসে সেই যান আবৃত করিয়া দেন। আমাদের নব্য স্বাধীনতা-প্রিয় যুবক-বৃন্দ, অদ্যাপি সে অভ্যাস ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না। কামিনীগণ গৃহমধ্যে বরং কিঞ্চিৎ স্বাধীনভাব প্রাপ্ত হন ; কিন্তু যখন গৃহের বাহিরে গমন করেন,সে স্বাধীনতাটুকুও পুরুষগণ অপহৃত করিয়া লন। এই ব্যবহারে স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাঁহারা আপনাদিগের স্ত্রীকে বিশ্বাস করেন না ; এবং স্বাধীনতাদানে সম্পূর্ণ বিরাগী।

তাঁহাদের কেবল একমাত্র বক্তব্য আছে যে, আমাদের

দেশের লোক সকল একরূপ নয়; সমাজে যে সকল লোক বিচরণ করিতেছে তাহাদের মধ্যে অনেকের অনেক প্রকার অভিসন্ধি; সুতরাং আমরা সে স্থলে কিপ্রকারে কামিনীগণকে নির্ম্মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিতে সক্ষম হই। এবিষয়ে আমরা এইমাত্র বলিতে চাই, যখন কামিনীগণ আপনাদিগের সতীত্ব-বহ্নির উত্তপ্তশিখা প্রকাশ করেন, তখন তাহার নিকট কোন পামর সাহস করিয়া অগ্রসর হইবে? যদি বা তাহারা সাহসী হইয়া অগ্রসর হয়, তৎক্ষণাৎ সতীত্বের তেজে ভস্মীভূত হইয়া পড়িবে। সেই মহাতেজস্বী সতীত্ব-হুতাশন সকলকেই ভস্মসাৎ করিতে সক্ষম। যখন সেই সতীত্ব তাঁহাদের একমাত্র সম্বল, সেই সতীত্ব তাঁহাদের একমাত্র ধন, তখন তাঁহাদিগকে কি প্রকারে অসহায়া বলিতে আমরা সাহসী হই? তাঁহারা যে সময়ে যেখানে গমন করুন না কেন—একমাত্র সতীত্বই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে। স্ত্রীজাতির সতীত্বই একমাত্র সহায় এবং সতীত্বই তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার করে।

আমরা বিশ্বের আশ্চর্য্য বিচিত্র ঘটনা দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিতেছি, প্রতিদিন নব নব বস্তু দেখিয়া আনন্দ সাগরে অবগাহন করিতেছি, কিন্তু একবার স্বীয় প্রণয়িণীর দিকে ভ্রমক্রমেও দৃষ্টিপাত করি না। আমরা কি আত্মম্ভরি! আমরা কি আত্মসুখাভিলাষী! যাঁহাদের চরিত্রগুণে, যাঁহাদের পতিব্রতাগুণে, আমরা

অশেষবিধ অপরিমেয় সুখের অধিকারী হইয়াছি, আমরা এত অকৃতজ্ঞ, আমরা এত বিশ্বাসঘাতক, যে তাঁহাদিগের প্রতি একবার কটাক্ষও করি না। বাহিরে সহধর্ম্মিণী, ও অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী বলিয়া অবলা নারীজাতিকে প্রলোভন দিয়া অন্তরে ক্রীতদাসী অপেক্ষাও উৎপীড়ন করিতেছি—ইহা অপেক্ষা জগতে শোচনীয় ব্যাপার আর কিছুই নাই!

যে ব্যক্তি কখন কোন বস্তু নয়ন গোচর করে নাই সেই ব্যক্তি সেই নূতন বস্তু সন্দর্শন করিবা মাত্র, একবারে বিমোহিত হইয়া যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি সেই বস্তু বাল্যকাল হইতে দেখিতেছে, তাহার মন তাহাতে কখনই বিস্ময়াপন্ন বা আকৃষ্ট হয় না। আমরা কামিনী-গণকে চিরকাল কারাবরুদ্ধ করিয়া রাখি, বিবেক-শক্তির অঙ্কুর মাত্রেই অন্ধকারে নিক্ষেপ করি, সেই জন্যই সেই সকল কামিনী সামান্য বস্তু দর্শনে বিমোহিত ও সমাকৃষ্ট হইয়া অসৎপথাবলম্বিনী হইতে পারে। ইহা কাহাদের দোষ? ইহা কি স্ত্রীজাতির প্রকৃতি? না—আমরাই সেই সর্ব্বনাশের মূল? আহা! আমরা আত্মদোষে সেই সকল সংসারের সাররত্নকে অগাধ দুঃখ-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগেরই উপর দোষারোপ করি! আমরা নিজে তাহাদিগকে মহাপাপে, মহাকষ্টে, নিমগ্ন করিয়া তাহাদের নিজদোষ বলিয়া তাহাদিগের নিন্দা করি! আমরা কি পামর!

আমাদিগের সদৃশ নৃশংস জাতি বোধ হয় জগতে দ্বিতীয় নাই ! আমরা এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছি ! .

নারীসংসর্গ পুরুষের চরিত্র সংগঠনের প্রধান উপায়। পুরুষ ও স্ত্রী এক সঙ্গে কথোপকথন ও তর্কবিতর্ক করিলে, উভয় জাতিই সাবধানতা ও সতর্কতার সহিত বাক্যস্ফুরণ করে। কেহই অসাবধানতার সহিত আলাপ করিতে সাহসী হয় না। সুতরাং সাবধানতা পরস্পরের অভ্যস্ত হইয়া পরিণামে মঙ্গলদায়ক হইয়া উঠে। আমরা দেখিতে পাই যে, বঙ্গদেশের যুবকগণ নীতি বিষয়ে সাতিশয় অনভিজ্ঞ। সেটি বাস্তবিক, আনুমানিক বা কাল্পনিক নহে। কি বিদ্যালয়ে, কি পাঠশালায় কোনখানেই নীতিবিষয়ক চর্চ্চা নাই। বালকগণকে নীতিশিক্ষা দেওয়া শিক্ষকের প্রধান কার্য্য, তাহা শিক্ষকগণ প্রায়ই অবগত নহেন। এ দেশে যথেষ্ট বিদ্যানুশীলন হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার আনুষঙ্গিক নীতিশিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব। তাহার উপর তাহারা যেরূপ কথোপকথন, আলাপ ও সহবাস অবলম্বন করে, তাহাতে তাহাদের হৃদয়ে যাহা কিছু নীতিবীজ রোপিত থাকে, তাহাও ধ্বংস হইয়া যায়। এ স্থলে সেই সকল বালক ও যুবক যদি নারীগণের সহিত স্বাধীনভাবে কথোপকথন, ও সহবাসে অধিকারী হইত, তাহা হইলে তাহাদের সে স্বভাব অনেক পরিমাণে পরিষ্কৃত থাকিত। পরস্পরে পরস্পরের নিকট সঙ্কুচিত ভাবে, ও বিনম্র

বদনে বাক্যালাপ না করিলে, কখনই স্বভাব পরিমার্জ্জিত হয় না। যতদিন পুরুষ ও স্ত্রী সমভাবে স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে না পারিবে, ততদিন আমাদিগের উভয় জাতিরই মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

আমরা এতক্ষণ স্ত্রীস্বাধীনতা লইয়া অপর দিকে ঘুরিতে ছিলাম, কিন্তু আমাদিগের প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ তাহা বিশেষরূপে পরিচর্চ্চা করা কর্ত্তব্য। আমরা যেরূপ বিবাহ প্রথার জন্য আগ্রহ সহকারে ব্যস্ত রহিয়াছি তাহার সহিত স্ত্রীস্বাধীনতার কিরূপ সম্পর্ক তাহা বিশেষরূপে অনুশীলন না করিলে, ইহা যে আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের মহোপযোগী তাহা কি প্রকারে বলিতে সমর্থ হইব? স্ত্রীস্বাধীনতা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই আপনাদিগের মনোনীত পাত্রে প্রণয় সংস্থাপন করিতে পারেন। তাহা হইলে, আজকাল বঙ্গসংসারে যে সকল বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে, তাহার সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইবে। অধিকাংশ স্থলেই পুরুষ ব্যভিচারী—অথবা স্ত্রীত্যাগী অথবা স্ত্রী লইয়া চিরকাল আন্তরিক যাতনায় জ্বালাতন হইতেছেন। পিতা আপনার ইচ্ছামত কন্যা লইয়া পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন, বাল্যকালে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য সেই বালক বিবাহিত হইয়া, জ্ঞানোদয় সময়ে, ভয়ানক বিপদে পতিত হয় এবং সেই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন

করে। সে সকল উপায়ে স্ত্রী ও স্বামী উভয়ই চির্‌কাল কষ্ট সহ্য করিয়া থাকেন। এই প্রথা প্রচলিত হইলে, পিতাকে পুত্রের জন্য কন্যা অন্বেষণ করিতে হইবে না। পুত্র স্বয়ং আপনার মনোনীত স্ত্রী বাছিয়া লইবেন। আবার সেই নির্ব্বাচন জন্য সামর্থ্য লাভ করিতে হইলে বাল্যকালে বিবাহ হইবে না। যদি বাল্যকালে কাহারও সেই রূপ নির্ব্বাচনের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তাহার সেই চেষ্টা বিফল হইবে। কোন্ স্ত্রী এতদূর বিবেচনা শূন্য হইবে যে, আপনার জীবনের সমস্ত ভাবী মঙ্গল বালকের হস্তে সমর্পণ করিবে? যতদিন না সে আপনার পরিবারবর্গকে পোষণ করিতে সমর্থ হইবে, ততদিন কেহই তাহার প্রণয়িনী হইতে অভিলাষ করিবে না। সুতরাং সেই বালককে অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হইবে না; এবং নিজ পরিবারের ভরণপোষণে অসমর্থ হইয়া লালায়িত হইতে হইবে না। ইহা অতি পরম মঙ্গল! যাঁহারা বাল্যকালে সংসারী হইয়াছেন তাঁহারা ভুক্ত-ভোগী! ইহার উদরে সকল উদ্যম, উৎসাহ, আশা, ভরসা, গমন করে। এই বাল্যবিবাহ দূরীভূত হইলে বঙ্গের ভাবী উন্নতির সম্ভাবনা। বালক ও বালিকাগণ পরস্পরে পরস্পরের উৎকর্ষ লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিবে এবং ক্রমে সুশিক্ষা সমস্তদেশে ব্যাপ্ত হইবে। এক্ষণে পুরুষেরা কেবলমাত্র আপনাদিগের মধ্যে উৎকর্ষ

লাভের জন্য চেষ্টা করে; কিন্তু যখন সেই উৎকর্ষেচ্ছা স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সংস্থাপিত হইবে, তখন বঙ্গদেশ কি সুন্দর মনোহর বেশ ধারণ করিবে! বিদ্যাজ্যোতিঃ সর্ব্বস্থানে সমভাবে বর্ত্তমান রহিবে! বাল্যবিবাহ দূরীভূত হইবে এবং ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি বিবাহব্রতে ব্রতী হইলে অন্নকষ্টের হাহাকার রব আর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না!

ইহার আনুষঙ্গিক আর একটী মহৎ উপকার আছে। স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরে নির্ব্বাচন করিতে উদ্যত হইলে বিবাহ সকলের পক্ষে সুলভ হইবে না। সেইটীই এক্ষণে আমাদের বিশেষ বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশে যেরূপ অন্ন-কষ্ট তাহাতে, সকলের পক্ষে বিবাহ অনুকূল নহে। পিতা মাতার হস্ত হইতে বিবাহের ভার অপনীত হইলে সকলের পক্ষে বিবাহ সুকর হইবে না; তাহার জন্য চিরকাল কষ্ট পাইতে হইবে না; এবং বিবাহ পুরুষের দশ দশার এক দশা—এ বাক্য আর হৃদয়ে স্থান পাইবে না।

অপরদিকে নারীগণের যথেষ্ট উপকার হইবে—এক্ষণে তাহারা অতি ভয়ানক পাষণ্ডগণের হস্তে সমর্পিত হয়; নির্ব্বাচন প্রণালী প্রচলিত হইলে, সে সকল পাষণ্ড দূরে পলায়ন করিবে; এবং অবলা কামিনী বিনাদোষে পতিসত্বে, পতিহীনা হইয়া চিরকালের জন্য সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া জীর্ণারণ্যে বাস করিবে না! কামিনী

মনের আনন্দে স্বাধীনভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে! বঙ্গসংসার অমর-ভুবন হইবে!

নির্ব্বাচনে, অর্থলোলুপ পিতা, অর্থ পাইয়া কিশোর বয়সে আপন বালিকাকে অশীতি বর্ষের বৃদ্ধের হস্তে নিক্ষেপ করিতে অবসর পাইবেন না; এবং সেই বালিকাও যৌবনদশায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে বৈধব্য-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইবে!

ইহাতে বঙ্গসমাজের বিশেষ লাভ হইবে যে, কন্যা-দায় শব্দটী আশ্রয়স্থানাভাবে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে; এবং কন্যা জন্ম গ্রহণ করিলে অধো-বদনে কেহই চক্ষুজল মোচন করিবেন না। কন্যা ও পুত্রে সমান যত্ন ও মমতা প্রগাঢ়রূপে সন্নিবেশিত হইবে। আজকাল কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে পিতামাতার শোকসাগর উথলিয়া উঠে। কি প্রকারে সেই কন্যাকে সুপাত্রে দান করিবেন, তাহার জন্য আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সেই বিষয় অহোরাত্র চিন্তা করেন, এবং চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া শরীর ও মন একবারে নষ্ট করিয়া ফেলেন; কিন্তু যখন বঙ্গদেশে এই নির্ব্বাচন-প্রথা সর্ব্বসম্মত হইবে, যখন কৌলিন্যরাক্ষস বঙ্গসমাজ ত্যাগ করিবে, যখন যথার্থ কুলাভিমান সকলের মনে স্থান পাইবে, এবং কৌলিন্য জন্মগত না হইয়া কর্ম্মসাপেক্ষ হইবে, তখন পিতামাতার সে ভাবনা দূর হইবে। তাঁহারা আর কন্যা বয়স্থা হইল, এই ভয়ে কন্যাকে যত্ন

ও শরীর পোষক সামগ্রী দানে কুষ্ঠিত হইবেন না! এবং লোকের নিকটে স্বীয় কন্যার বয়স গোপন করিতে চেষ্টা করিবেন না! তখন পিতা মাতার কন্যা ও পুত্রে যত্নের তারতম্য থাকিবে না!

তখন আর একজন পুরুষ শতাধিক কামিনীর পাণি-গ্রহণে সমর্থ হইবে না! এবং এক জনের মৃত্যুতে শত শত কামিনী বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করিবে না! স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার থাকিবে না; স্ত্রীজাতি সামান্য দাসীর মধ্যে পরিগণিত হইবে না! তখন স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে আর একপ্রকার অপূর্ব্ব সম্পর্ক জন্মিবে; এবং সেই সম্পর্ক অপার আনন্দ দান করিবে; এবং প্রণয় উদ্দীপনের সময় আকস্মিক ঘটনা সকল আসিয়া সেই প্রণয়মুকুলকে নষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না!

আজকাল পিতামাতা যুবকযুবতীর অভিনব প্রণয়ে বিষম অনর্থ সংঘটন করেন। পিতার অর্থলোভ এই অনর্থের মূল! তিনি অর্থলোভ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া কন্যার পিতার নিকট হইতে অধিক আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন; এবং কন্যা সুখে থাকিবে বলিয়া তিনি তাহাতে অপারগ হইলেও সম্মত হন। তিনি সেই নির্দ্ধারিত পণ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলে যুবকের পিতা অনর্থক অবমাননা বোধ করিয়া তাহার প্রতি-শোধের জন্য পুত্রকে পুনঃপরিণয়ে উত্তেজিত করেন। অনেক যুবক এইরূপে প্রতারিত হইয়া বহুবিবাহের দারুণ

দাবানলে চিরকাল দগ্ধ হইতে থাকে। যদি তাহারা পিতার নিদেশ ভঙ্গে ভীত না হইয়া সে বিষয়ে অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহার আর যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। এক ব্যক্তি এইরূপ অবমাননার প্রতিশোধজন্য পুত্রকে নানা প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করেন, কিন্তু সেই যুবক কিঞ্চিৎ শিক্ষিত বলিয়া তাহাতে সম্মতি দান করেন নাই। পিতা পুত্রের উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়! পরিণয়সূত্র ছিন্ন করিবার জন্য বিবাহ অবধি দম্পতিকে পৃথক্ রাখিয়াছিলেন। বধূকে নিজগৃহে আনয়ন, বা পুত্রকে তাঁহার নিকট প্রেরণ, এই উভয়ই একবারে বন্ধ ছিল। বাহিরে পুত্রের পুনর্ব্বিবাহ ঘোষণা, অন্তরে পুত্রের উপর তাড়না। জামাতা আবার বিবাহ করিলে কন্যার উপায় কি হইবে, এই ভাবিয়া, সময়ে সময়ে কন্যার পিতা লুকায়িত ভাবে তাঁহার নিকট করুণবাক্যে সমাবেদন করিতে লাগিলেন। যুবক পূর্ব্ব হইতেই পুনঃপরিণয়ে অসম্মত ছিলেন, তাহাতে আবার সেই রোদনে আর্দ্রচিত্ত হইয়া, পিতার অজ্ঞাতে, তাঁহার গৃহে গমন করিতেন। সেখানে জীবনের একমাত্র সম্বলকে নিকটে পাইয়া, সেই শরণাপন্না, দীনা বালিকা ভয়ঙ্কর বিপদসাগর সম্মুখে দেখিয়া, বিলাপ ও শোক বাক্যে তাঁহার মনকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিলেন! তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কেবল

মাত্র সন্তোষবাক্যে তাঁহার প্রণয়িনীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কতদিন এ বিষয় অপ্রকাশিত থাকিবে? ক্রমে প্রকাশ হইল! যুবকের পিতা জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার গতিবিধি পরীক্ষার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত হইল। আহা কি ভয়ানক! একদিন অবসর পাইয়া তিনি শরণাগতার চিত্তবিনোদনের জন্য নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, বহুদিন পরে পরস্পরের সন্দর্শনে নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময় সম্বাদ আসিল যুবককে শীঘ্র স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে —পিতার অনুজ্ঞা—এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পরের মনে কি ভাবের উদয় হইয়া ছিল—তাহা বলিতে অক্ষম! যখন তাঁহাদের আকস্মিক বিচ্ছেদ ঘটিল, তখন তাঁহারা কি ভাবে পরস্পরের নিকট বিদায় লইলেন, তাহা কে বলিবে? এটী বাস্তবিক ঘটনা। আমরা আনন্দসহকারে বলিতেছি যে, সেই দম্পতির সৌভাগ্য বশতঃ সে ভাব চিরকাল সমভাবে চলিল না। যুবকের অধ্যবসায় পিতার পাষাণহৃদয়কে কিঞ্চিৎ কোমল করিল; এবং তাঁহারা এক্ষণে একত্রিত হইয়া পরম সুখে সংসার-উদ্যানে বিচরণ করিতেছেন।

কি ভয়ঙ্কর! আমি যাহার উপর জীবনের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর করিলাম, যে আমার জীবনসখী—তাহার সহিত প্রকৃত প্রণয় সংস্থাপিত করিতে হইলে, আমাকে

এই সকল দুর্ঘটনার প্রবল প্রতাপ সহ্য করিতে হইবে! যাহাকে সর্ব্বসমক্ষে আপনার হস্তে গ্রহণ করিলাম, যাহার জীবনের সমস্ত ভার মস্তকে করিয়া লইলাম, তাহাকে ঘোর তিমিরে নিক্ষেপ করা কি প্রকারে বিধেয় হইতে পারে? আমরা কি প্রকারে আত্মপ্রতিজ্ঞা নাশে স্বীকৃত হই! স্ত্রীর পিতার অপরাধ থাকিতে পারে, মাতার অপরাধ থাকিতে পারে, আত্মীয়গণের অপরাধ থাকিতে পারে, তাহা বলিয়া কি প্রকারে সেই পতিব্রতা অবলা কামিনীকে পরিত্যাগ করিব? একের অপরাধে অন্যের দণ্ড কখনই ন্যায় সঙ্গত নহে! যদি সমস্ত জগৎ একদিকে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তাহাকে গ্রহণ করিতে, তাহাকে জীবনের সহচরী করিতে আমরা কখনই কুণ্ঠিত হইব না। আমাদের সাহস দেখিয়া সকলে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে। কিন্তু যেখানে সে সাহস নাই, সেখানে কি ভয়ঙ্কর ফল উৎপন্ন হয়!

পিতা মাতার অপরিমিত কন্যাবাৎসল্য অনেক সময়ে কন্যার চিরযন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠে। তাঁহারা মনে করেন, কন্যা শ্বশুরগৃহে যারপর নাই কষ্ট পায়। তাহাও অনেক স্থলে বাস্তবিক! বধূ পরকন্যা—তাহার প্রতি যত্ন ও আদর অনেক স্থলে অনাটন; সুতরাং সেই বালিকা শ্বশুরগৃহে ক্রীতদাসী অপেক্ষা হীনবেশে কালহরণ করে। যথা সময়ে আহার, যথা সময়ে নিদ্রা, তাহার পক্ষে সুকর নহে। তাহার উপর শ্বশুর ও শ্বশ্রু-মাতার আজ্ঞাপালনে

অসমর্থ হইলে প্রহারযন্ত্রণায় চিরকাল কষ্ট পাইতে হয়! অনুসন্ধান করিলে এ সকল বিষয় প্রতিপল্লীতে দেখা যাইতে পারে। বধূ পিতার গৃহ হইতে যাহা আনয়ন করিতে অক্ষম হইয়াছে, শ্বশুর গৃহে তাহার অধিকারিণী হইবে না। বধূ পিতৃগৃহে সুখসেব্য অশন ও ভূষণ উপভোগে অধিকারিণী ছিল না, সুতরাং শ্বশুরগৃহে কি প্রকারে তাহা উপভোগ করিবে? এই সকল যন্ত্রণা সময়ে সময়ে এতদূর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে, যে কামিনীগণ বিষপানে বা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। আমরা দেখিতেছি, পিতৃমাতৃহীন, অসহায় বলিয়া শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতা সেই অভাব পূরণ করিবার পরিবর্ত্তে, দারুণ যন্ত্রণাবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছে। সেই বালিকা সময়ে আহার পায় না, সময়ে বিশ্রাম লাভের অধিকারিণী হয় না! আহা ভয়ঙ্কর যাতনা! এই জগতে সেই বালিকার দাঁড়াইবার স্থান নাই! মাতা নাই, পিতা নাই! পিতৃবন্ধু নাই! তাহার একমাত্র আশ্রয় স্বামী! সেই স্বামী পিতামাতার উত্তেজনায় অন্ধ হইয়া অবলা বালিকার প্রতি একবারও চাহিয়া দেখে না! কেবল এই নয়, কখন কখন ইহার উপর আবার সেই স্বামী পিতামাতার বাক্যে সেই বালিকাকে যাবজ্জীবন অকূল পাথারে ভাসাইবার জন্য পুনরায় দারপরিগ্রহ করে! কি ভয়ানক! স্ত্রীজাতির প্রতি কি নিষ্ঠুরতা!

বধূর প্রতি এই সকল তাড়না, পিতামাতাকে কন্যার প্রতি অধিকতর বৎসল করিয়া তুলিয়াছে। যখন কন্যা শ্বশুর গৃহে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন পিতা মাতার কি ভয়ানক দুর্ভাবনা! চিরকালের স্নেহ পাশ যে কেবল শিথিল হইল তাহা নয়, তাহার জীবনের সুখে পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইল! সুখস্বাচ্ছন্দ্য চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল! তাহাকে আর সহাস্যবদনে বিমল আনন্দলাভ করিতে হইবে না! বাল্যকালের সহিত সকল সুখ, সকল আমোদ, পলায়ন করিল! বিবাহিতা বঙ্গবালিকার ন্যায় হতভাগ্য প্রাণী জগতে কিছুই নাই!—এইসকল দেখিয়া জনকজননী সময়ে সময়ে বালিকার প্রতি এতদূর বৎসল হইয়া উঠেন যে, সহজে তাহাকে শ্বশুরগৃহে প্রেরণ করিতে চাহেন না। ইহাতে আবার অন্য দিকে বিষম কুফল সংঘটিত হয়। আজ কাল শিক্ষিত যুবক নানাপ্রকার কাব্যরসে উন্মত্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় গৃহকার্য্যদক্ষ হইলেই পত্নীকে প্রকৃত সাধ্বী পতিপরায়ণা স্ত্রী বলিয়া গণনা করেন না। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় পৃথক থাকিতে চাহেন না। আবার বালিকাগণ ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতির নিকট যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়া অল্পবয়সে প্রবীণ হইয়া উঠে। সুতরাং পরস্পরের প্রীতি সহজেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই বালিকা পিতৃগৃহে থাকিলে পরস্পরের সাক্ষাৎ ইচ্ছামত সম্ভবপর নহে। পিতামাতা যদি স্বামীগৃহে প্রেরণ করিতে

অনিচ্ছুক হন ; তাহা হইলে অনেক স্থলে সেই বালিকা লুক্কায়িতভাবে পিতার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত পলায়ন করে। ইহাতে কিঞ্চিৎ সুফলের সম্ভাবনা। যদিও পিতা মাতা অপমানিত হইয়া মনে কষ্ট পান, তথাপি সেই বালিকার পক্ষে অনেক উপকার হয়। কেন না চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। কিন্তু যেখানে বালিকা তাদৃশ সাহস অবলম্বন করিতে অক্ষম, সেখানে প্রায়ই, স্বামী নিজ পিতামাতার আদেশে পুনরায় স্ত্রী গ্রহণ করে। অথবা সেই যুবক অভিনব প্রণয়ে বঞ্চিত হইয়া, মনে মনে নানা প্রকার কুচিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া উঠে ; এবং চরিত্রকে কলুষিত করিয়া তুলে। অনেক স্থলে যদিও বালিকা শ্বশুরগৃহে প্রেরিত হয়, পুনঃ প্রেরণে বিলম্ব হইলে, পিতার আত্মীয়গণ নানা উপায়ে সেই বালিকার মন ভুলাইয়া, গোপনে স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিতে উত্তেজিত করে ; এবং যেখানে তাহারা মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে সক্ষম হয় সেখানে সেই বাল্য প্রণয় ছিন্ন হইয়া যায়। যদিও অনেক স্থলে সেই ছিন্ন প্রণয় সংযুক্ত হয়, তথাপি পূর্ব্বের ন্যায়, যে প্রণয় থাকে না। বিবাহসূত্র অচ্ছিদ্যবোধে যদিও স্বামী সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করে তথাপি পূর্ব্ব প্রণয় দেখিতে পাওয়া যায় না ! পরস্পরের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহ ও মমতা থাকে না !

নির্ব্বাচন প্রথা সকলের আদৃত হইলে, এই সকল

দুর্ঘটনা দম্পতির প্রণয়ে বিঘ্ন হইয়া, প্রণয়ীযুগলকে চিরকালের জন্য সংসার-সুখে বঞ্চিত করিবে না। তখন আর প্রণয়ে কেহই হস্তার্পণ করিতে সাহসী হইবে না। তখন আর পরস্পরের মনোবিকার থাকিবে না। তখন আর স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে মতভেদ বাস করিতে স্থান পাইবে না। উভয়ের এক মন, এক হৃদয় হইবে, পরস্পরের সহানুভূতি সংস্থাপিত হইয়া দম্পতিকে চিরসুখে নিমগ্ন করিবে। তখন আর সমস্ত দিনের ক্লান্তি নিবারণের নিমিত্ত স্বামী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অপর স্থানে বিশ্রামজন্য গমন করিবেন না। তখন আর গৃহ কণ্টকপূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে না। আজকাল আমাদের দেশে এই একটী আশ্চর্য্য নিয়ম যে, বিশ্রাম লাভ করিতে হইলে স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে গমন করিতে হয়। বিশ্রামের উপযোগী সামগ্রী সকল আমাদের গৃহে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমাদের গৃহে স্বাচ্ছন্দ্য বাস করে না। বঙ্গ-সংসারে আহারাদি ভিন্ন অন্য কথা নাই। সমস্ত দিন আমরা আপন আপন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিব। সন্ধ্যার সময় গৃহে আসিব। তখন কিঞ্চিৎ বিশ্রামের আবশ্যকতা। তখন আর গৃহকার্য্য আমাদের ভাল লাগে না। তখন আমোদ জনক কথোপকথন বা পবিত্র ক্রীড়ারস সেবন করিতে মন আকুল হয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেরূপ কথোপকথন বা ক্রীড়ারস আমাদের সংসারে বাস

করিতে স্থান পায় না। আমাদের স্ত্রীর সহিত গৃহকার্য্য ভিন্ন অন্য বিষয়ে কথোপকথন বা আলাপ করিবার অধিকার নাই। আমাদের স্ত্রী সে সকল কথোপকথনে কর্ণপাত করিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহাদের বেশভূষা ও আহারাদি ভিন্ন অন্য কিছুই চিন্তার বিষয় নহে। স্বামীর সহিত আলাপ করিতে হইলে,বসন ও ভূষণ ভিন্ন অন্য বিষয়ের অনুশীলন হয় না। কিন্তু আমরা আমাদিগের রাজপুরুষগণের অনুগ্রহে কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়াছি, সুতরাং কেবলমাত্র সে বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হই না। আপনার স্ত্রী ও পুত্র কন্যাকে সুবসনে আবৃত করিতে, সুভূষণে সুসজ্জিত করিতে, সু-অশনে শরীর পোষণ করিতে সকলেই বাসনা করেন; এবং যাহাতে আপনাদিগের বাঞ্ছনীয় বসন, ভূষণ ও অশন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন; কিন্তু ইহার মধ্যে যে অবকাশ পাওয়া যায় তাহাতে আর ওসকল বিষয়ের আন্দোলন হৃদয়ে স্থান পায় না। সে সময়ে অন্য প্রকারে মনকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা হয়। বিশেষতঃ যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহাদের অন্য প্রকার নানা বিষয় আছে যে সকল তাঁহাদের মনঃশান্তির বিশেষ উপযোগী। অবকাশ সময়ে স্ত্রীর ভূষণপ্রিয়তা ও অশিক্ষাসুলভ বালিকাচরণ, তাঁহাদের পক্ষে বিষ বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং তাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের মনোনীত স্থানে

গমন করেন। কিন্তু য়ুরোপখণ্ডে ইহার বিপরীত দেখিতে পাই। সেখানে স্ত্রী-সহবাস পুরুষের হৃদয় শান্তির একমাত্র আধার। যখন সংসারক্লেশে শরীর জর্জ্জরিত হয়, যখন সংসারের ভীষণ যন্ত্রণা হৃদয়কে ব্যথিত করে, তখন শান্তির জন্য প্রণয়িনীর প্রেমপূরিত সহাস্য বদন হৃদয়ের একমাত্র আশ্রয়স্থান। সমস্ত দিন আপন আপন অন্নচেষ্টায় ভ্রমণ করিয়া, পুরুষগণ গৃহে প্রত্যাগমন করেন, তখন তাঁহাদের অন্তরে কি ভাবের উদয় হয়? তখন তাঁহাদের মনে হয়, তাঁহারা যেন স্বর্গে গমন করিতেছেন; তাঁহারা যেন স্বর্গসুখ অনুভব করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এবং যখন গৃহে আসিয়া স্ত্রী ও সন্তানে পরিবৃত হন, তখন যেন নিজগৃহে অমরলোকের অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করেন। পবিত্র দাম্পত্যপ্রণয় তাঁহাদের সমুদয় দুঃখ দূর করে—কিন্তু আমাদের হতভাগ্য অদৃষ্টে সেরূপ ঘটিয়া উঠে না। আমাদের পরিপাটী বসন ও ভূষণদান প্রণয়সংগঠনের একমাত্র অমূল্য বস্তু। এই বিষয়ে কথোপকথন ও আন্দোলন করিলে আমাদের সহধর্ম্মিণীগণ অপার আনন্দে অবগাহন করেন; এবং স্বামীকে যথার্থ প্রণয়ী বলিয়া আপনাদিগকে শ্লাঘা করেন। তাঁহারা বাহ্যিক আদরের উপর প্রণয় সংস্থাপিত করেন বলিয়া আধুনিক শিক্ষিত যুবকগণ গৃহে শান্তিলাভ করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হন না।

এই অমঙ্গল, আকস্মিক বিবাহের প্রধান ফল!

যদি আমরা পরস্পরের চিত্তগত ভাব বুঝিয়া বিবাহ করিতাম; যদি আমাদের আলাপাদিজনিত পরস্পরের প্রীতি আমাদিগকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিত; তাহা হইলে পরস্পরের মনোভাব এতদূর অসদৃশ হইত না। যদি আমরা বিবাহের পূর্ব্বে পরস্পরে স্বাধীনভাবে, আলাপ করিতাম; তাহা হইলে পরস্পরের মনোভাব পরস্পরের নিকট ব্যক্ত হইত; যদি সেই মনোভাবের ঐক্য থাকিলে আমরা পরিণয়ে গ্রথিত হইতাম তাহা হইলে আর দম্পতির এতদূর বৈষম্য থাকিত না। কিন্তু হায়! এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে সেই প্রথা কতদিনে প্রচলিত হইবে! কতদিনে গৃহই গৃহীর একমাত্র শান্তি-নিকেতন হইবে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমরা দাম্পত্যপ্রণয়ে যে সকল প্রত্যবায় দেখিতেছি, তাহা কি কেবল স্ত্রীপুরুষ স্বাধীনভাব ধারণ করিলে, পলায়ন করিবে? স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে স্বাধীন হইলেই কি প্রণয়ের অভাবসকল পূর্ণ হইবে? স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে মনোমত সহচর অন্বেষণে সর্ব্বজগতে ভ্রমণ করিলেই কি মনোনীত সহচর প্রাপ্ত হইবে? পরস্পরের মানসিক বৃত্তি এবং চরিত্র একরূপ না হইলে কখনই প্রণয় উৎপন্ন হয় না। স্ত্রী ও পুরুষ একপথগামী না হইলে প্রণয় চিরস্থায়ী হয় না। উভয়ের একমত না হইলে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি হয় না। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, প্রণয়কে চিরস্থায়ী করিতে হইলে একরূপ মত, একরূপ আশা, একরূপ মানসিক গতির প্রয়োজন। এই সকল অভাব পূরণ করিতে হইলে স্বাধীনভাব একাকী কিছুই করিতে পারিবে না। একরূপ শিক্ষা, একরূপ সহবাস, একরূপ আলাপের প্রয়োজন। কেবল মাত্র পুরুষেরা বিদ্যানুশীলন করিবে, কেবল মাত্র পুরুষেরা আত্মোন্নতির পথে বিচরণ করিবে, এবং স্ত্রীজাতি চিরকাল অসভ্য বন্য জাতির ন্যায় বাস করিবে, তাহা হইলে আমরা কোথায় মনোনীত পত্নী পাইব? সমস্ত

জগতে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলে আমরা সদৃশী পত্নীলাভে সমর্থ হইব না। কেবলমাত্র স্বাধীনতা স্ত্রীজাতিকে পুরুষের সমমতাবলম্বিনী, সমাত্মোন্নতিশীলা করিতে সমর্থ হইবে না। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সুশিক্ষার প্রয়োজন। সুশিক্ষা প্রয়োগ ভিন্ন কোন্ বস্তু স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতালাভে প্রস্তুত করিবে? সুশিক্ষা পাইলেই নারীগণ আপনা হইতেই স্বাধীনতালাভের প্রয়াস পাইবে। আমরা সভ্যতা পূর্ণ যে দেশের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই দেশেই দেখিতে পাই যে কামিনীগণ শিক্ষার প্রভাবে স্বাধীনতার নাম লইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছেন।

শিক্ষাশূন্য স্বাধীনতা নানাপ্রকার বিপদের কারণ হইবে। নানাপ্রকার ব্যভিচার, নানাপ্রকার অত্যাচার জগতে প্রবেশ করিবে। স্বাধীন হইয়া নারীগণ যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে। অগ্রে শিক্ষাদান করিলে, নারীগণ আপনাদিগের অবস্থোচিত কার্য্য সাধনে যত্নবতী হইবে, স্বাধীনতার অমূল্য গৌরব বুঝিতে পারিবে। সুশিক্ষা ও স্বাধীনতা দুই সহোদরা ভগিনী। পরস্পর পরস্পরের সাহায্যসাপেক্ষ। একের অভাবে অন্যের প্রভাব বর্দ্ধিত হয় না। সুশিক্ষা অধীনতার দাসী হইলে কোনপ্রকার ফলদায়িনী হয় না। আবার স্বাধীনতা সুশিক্ষার সাহায্য না পাইলে সর্ব্বদা কুপথে গমন করে। সুশিক্ষা ও স্বাধীনতাকে এক স্থানে

রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। স্বাধীনতা সুশিক্ষাকে কার্য্যে পরিণত করিবে; এবং সুশিক্ষা স্বাধীনতাকে কেবলমাত্র সৎপথে আনিয়া মনোহর ফল উৎপন্ন করিবে। সুশিক্ষা ও স্বাধীনতার অভাব হইলে মনুষ্য মনুষ্যনামের অধিকারী হয় না। মনুষ্যত্ব একবারে লোপ হইয়া যায়। সুশিক্ষা না থাকিলে, বিবেক, বুদ্ধি, প্রভৃতির পরিপক্কতা জন্মে না। হিতাহিতবিবেচনা হৃদয়ে স্থান পায় না। হৃদয় প্রস্তরখণ্ড অপেক্ষা কঠিন হইয়া উঠে; অথবা সলিলের সহজ চাঞ্চল্য প্রাপ্ত হয়। হৃদয়ে প্রস্তরের কাঠিন্য ও সলিলের কোমলতার প্রয়োজন। স্থানে স্থানে কাঠিন্য ও স্থানে স্থানে কোমলতা না থাকিলে মনুষ্যত্ব জন্মে না। আমরা যদি কেবলমাত্র কাঠিন্য, বা কেবলমাত্র কোমলতায় পূর্ণ হই, তাহা হইলে সমাজে নানা প্রকার অমঙ্গল ঘটিবে। শিক্ষার অভাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যের মন সামান্য কারণে কঠিন ও সামান্য কারণে কোমল হইয়া পড়ে। অশিক্ষিত মনুষ্যগণ অল্পকারণে ক্রোধের বিষময় অসি হস্তে ধারণ করে, এবং অল্পকারণে তাহাদের হৃদয় গলিয়া যায়। সমাজ রক্ষা করিতে হইলে কেবলমাত্র এরূপ লোক লইয়া সমাজের মঙ্গল হয় না।

গৃহ একটী ক্ষুদ্র সমাজ। ইহাতে নানা প্রকার নিয়মের প্রয়োজন। যে গৃহে অশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অধিক, সে গৃহে কখনই মঙ্গল নাই। বিশেষতঃ যাহাদের

লইয়া গৃহ. সে সকল ব্যক্তির মধ্যে যদি কেহ অশিক্ষিত হয়, তাহা হইলে আবার দ্বিগুণ অমঙ্গল। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে সমমতাবলম্বী না হইলে, এক বিষয়ে সমভাবে চিন্তা না করিলে, এক জন কোমল-হৃদয় হইলে এবং অপরে কাঠিন্য অবলম্বন করিলে, কি প্রকারে সেই ক্ষুদ্র সমাজ চিরস্থায়ী হইবে? কি প্রকারেই বা সেই গৃহ শান্তিনিকেতন বলিয়া পরিচয় দিবে? সুশিক্ষা না হইলে মন নির্ম্মল ও পবিত্র হইবে না। হৃদয় পরিষ্কার হইবে না। এবং তাহা না হইলে, আমরা কখনই সুখী হইব না। বিমল সুখ আমাদের একমাত্র লক্ষ্য; সেই বিমল সুখকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইব। যতদূর পারি চেষ্টার সাফল্য জন্য, যত্ন ও উৎসাহের সহিত কার্য্য করিব। বিবাহে নির্ম্মল পবিত্র প্রণয় আমাদের সকলেরই বাঞ্ছনীয়। সকলেই বিবাহ করিয়া সুখী হইতে ইচ্ছা করেন। যন্ত্রণাভোগ কাহারই ইচ্ছা নহে। সেই সুখ উপভোগ করিতে হইলে সুশিক্ষা ও স্বাধীনতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; নতুবা আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

আজকাল প্রায় প্রত্যেক গৃহেই পুরুষ শিক্ষিত ও স্ত্রী অশিক্ষিত। সুতরাং তাঁহাদের কি প্রকারে সেই পবিত্র নির্ম্মল প্রণয় সংগঠিত হইতে পারে? যদি বা সৌভাগ্য-বশতঃ প্রণয় উৎপন্ন হয়, তাহাতে আবার অন্য প্রকার কুফল দেখিতে পাওয়া যায়। সুশিক্ষিতের নিকট প্রায়ই

অশিক্ষিত ব্যক্তি অধীনতা স্বীকার করে। সুতরাং স্বামী শিক্ষাপ্রভাবে স্ত্রীকে আপনার অধীনে আনয়ন করেন; এবং স্ত্রী সেই অধীনতাকে আপনার স্বাভাবিক ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া চিরকাল অধীনতাপাশে বদ্ধ থাকেন। স্বামী যে মতাবলম্বী স্ত্রীও সেই মতের পোষকতা করেন। স্বামী নাস্তিক হইলে স্ত্রীও নাস্তিক হইতে সঙ্কুচিত হন না। স্বামীর মনোরঞ্জন জন্য স্ত্রী স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। শিক্ষিত ব্যক্তির পশ্চাতে অশিক্ষিত ব্যক্তির গমন অধিক কুফলপ্রদ নহে। কিন্তু যেখানে স্ত্রী আপনার কোমলতাগুণে স্বামীকে আকর্ষণ করেন, যে প্রণয়ের অনুরোধে, স্বামী আপনার বিবেক ও বুদ্ধির সহিত সম্পর্ক তুলিয়া দেন, সেখানে কি ভয়ঙ্কর অমঙ্গল! বাল্যকালের সমস্ত উৎসাহ, সমস্ত উদ্যম, শিক্ষার সমস্ত মঙ্গলময় প্রসূন প্রণয়ের জন্য স্বামী-হৃদয় পরিত্যাগ করিল!—ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার কি হইতে পারে!

সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সহবাস কোন স্থলেই মঙ্গলদায়ক নহে। অশিক্ষার কোমলতা ও নিষ্ঠুরতা, এবং শিক্ষার কঠিন্য ও ন্যায়পরায়ণতা কখনই একস্থানে বাস করিতে পারে না। যেখানে কোমলতা ও নিষ্ঠুরতার প্রতাপ বলবত্তর, সেখানে সঙ্গদোষে কাঠিন্য ও ন্যায়পরায়ণতা উহাদের গুণ অবলম্বন করে। সুতরাং আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের

সহবাস কখনই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। আমরা উভয়কেই সমানরূপ সুশিক্ষিত চাই। পিতামাতা পুত্রগণকে যেমন জ্ঞানশিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, যাহাতে তাহাদের মনোবৃত্তি সবল হয় তাহার জন্য চেষ্টা করেন, কন্যাগণেরও জ্ঞানশিক্ষা ও মনোবৃত্তির সবলতার জন্য তাঁহারা যেন কোন মতে অযত্ন বা ঔদাস্য করিয়া বৃদ্ধির উন্মুখ সুললিত লতিকাগণকে হস্তঘর্ষণে নষ্ট না করেন! পুত্রের শিক্ষাদান যেমন পিতার কর্ত্তব্য, কন্যার শিক্ষাদানও সেই রূপ। আজ কাল স্ত্রীশিক্ষার জন্য উৎসাহ দেখিয়া আমরা আশা করিতে পারি যে, অল্পদিনের মধ্যেই এই বঙ্গদেশে পুরুষ ও স্ত্রী সমভাবে বিদ্যোপার্জ্জনে দীক্ষিত হইবেন। এবং বালক-বিদ্যালয়ের ন্যায় বালিকা-বিদ্যালয়ও প্রতি পল্লীতে সংস্থাপিত হইবে। এবং তাহা হইলেই আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। স্ত্রীজাতি শিক্ষিত হইলে কখনই বৃথা অধীনতার বশবর্ত্তিনী হইবে না—শিক্ষার সহিত স্বাধীনতা-বীজ বপিত হইবে—এবং বঙ্গসংসার অচিরে শান্তিনিকেতন হইয়া উঠিবে।

যদিও স্ত্রীশিক্ষা সামাজিক মঙ্গলে অনুকূলতা প্রদান করে, তথাপি এই বঙ্গে অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা স্ত্রীশিক্ষার নামে লোমাঞ্চিত হইয়া পড়ে। স্ত্রীজাতিকে শিক্ষাদান করিলে বিধবা হয় এ বাক্য আজও বঙ্গদেশে অধিকাংশ স্থলে আশ্রয় পাইতেছে।

যাঁহারা ইহাতে বিশ্বাস না করেন, তাঁহারা আবার অন্য কতকগুলি অপ্রামাণিক কথা লইয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন। তাঁহাদের সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায় যে, স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বলপ্রকৃতি; তাহারা শিক্ষাগ্রহণে কখনই নিপুণ হইবে না। ইহা কি ভয়ঙ্কর প্রত্যবায়! স্বভাবিক! এ কথা আমরা শুনিতে চাহি না। এই দুর্ব্বলতা কি অশিক্ষার প্রধানতম ফল নয়? আমরা অশিক্ষিত পুরুষগণের মধ্যে দেখিতেছি যে, তাহাদের মানসিক বৃত্তিসকল অতিশয় দুর্ব্বল। কিন্তু যদি তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করা যায় তাহা হইলে সেই দৌর্ব্বল্য ক্রমে অপনীত হয়। ইতর পুরুষগণও স্ত্রীজাতি উভয়ই শিক্ষার অভাবে দুর্ব্বলপ্রকৃতি। আমাদের মনে যেরূপ বিবেক, বুদ্ধি ও হিতাহিত বিবেচনার অঙ্কুর আছে, এই সকল পুরুষ ও স্ত্রীর মনেও সেই প্রকার অঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল অঙ্কুর হইলেই বৃক্ষ বা লতা উৎপন্ন হয় না—তাহার পারিপাট্যের প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষার প্রভাবে সেই সকল অঙ্কুর পরিণামে প্রকাণ্ড বৃক্ষ রূপে পরিণত হয় এবং ঐ সকল পুরুষ ও স্ত্রীজাতির মানসিক বৃত্তির অঙ্কুর সকল শিক্ষাভাবে ধ্বংস হইয়া যায়। বস্তুতঃ স্ত্রীজাতির মানসিক দৌর্ব্বল্য স্বাভাবিক নহে। উহা কেবল আমাদের অযত্নের ফল!

এক জন সুবিখ্যাত লেখক স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“নারীজাতিকে অন্ন জলে বঞ্চিত করিয়া মৃত্যুমুখে

নিক্ষেপ করা যদি পাপ হয়, শিক্ষালাভে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে দুঃখ দুর্গতি এবং পাপমুখে নিক্ষেপ করা তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক পাপ। বিকাসোন্মুখ কুসুম লতিকাকে পাদদলিত করিতে যাঁহার চিত্ত ব্যথিত এবং কুণ্ঠিত হয়, তিনি কোন্ হৃদয়ে নারীজাতির শিক্ষার পথে কণ্টকস্বরূপ হইয়া তাহাদিগের হৃদয়, মন, আশা ভরসা, সমুদয় নাশ করিতে সাহসী হন, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকের এই এই আশ্চর্য্য উন্নতির সময়েও ভারতসন্ততিগণ নারী জাতির শিক্ষার সবিশেষ আবশ্যকতা অনুভব করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের পুণ্যদিনে, আধুনিক সভ্যদেশ সমূহ যখন অজ্ঞান-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, বৃটিনিয়া যখন বন্য পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করে নাই, রোমের রাজপতাকা যখন উড্ডীয়মানা হয় নাই, সেই পুরাতন দিনে ভারত বর্ষের সাধুহৃদয় মহর্ষিগণ উপদেশ করিয়াছেন, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ"—কন্যাকেও পালন করিবে এবং অতি যত্নের সহিত শিক্ষাদান করিবে।" "জ্ঞেয় এবং শিক্ষনীয় এমন কিছুই নাই, যাহা নারীজাতির অভিগম্য নহে! যদি আমরা বস্তুতই নারীজাতির শুভানুধ্যায়ী, তাহাদিগের কল্যাণকামনা যদি আমাদিগের জিহ্বাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের হৃদয়েও প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে যেরূপ শিক্ষায় নারীজাতির চক্ষু উন্মীলিত হইতে পারে, যেরূপ শিক্ষায়

তাহাদিগের মন জ্ঞানের ধবল জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া দিবসের পবিত্র শোভা প্রাপ্ত হয়, এবং আত্মরক্ষণেও সমর্থ হয়, যে প্রকারের শিক্ষালাভ করিলে তাহারা যন্ত্রবৎ পরহস্তে অবস্থান না করিয়া আপনারাই যন্ত্রীর ন্যায় পৃথিবীর কার্য্য করিতে পারে, ভাগাভাব পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যনামের উপযুক্ত হইতে সমর্থ হয়, তবে তাহারই পক্ষে আমাদিগের প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত।”

“নারীজাতি সর্ব্বত্রই দুর্ব্বলপ্রকৃতি বলিয়া উপেক্ষিত হয়। কিন্তু জ্ঞানাশ্রয়বিরহই কি তাহাদিগের এই মানসিক দুর্ব্বলতার কারণ নহে? জ্ঞানলাভে বঞ্চিত থাকিলে তাহারা সংসারে চিরকালই পুরুষজাতির প্রমোদকর বস্তুর ন্যায় অবস্থান করিবে। শক্তি এবং ক্ষমতা কখনই তাহারা উপার্জ্জন করিতে পারিবে না। যন্ত্রময়ী পুত্তলিকা যেরূপ রজ্জুদ্বারা ইতস্ততঃ সমাকৃষ্ট হইয়া ক্রীড়কের হস্তে নৃত্য করে, তাহারাও চিরকালই ঠিক সেইরূপ আচরণ করিবে, এবং তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন হওয়া নারীজাতির পক্ষে কত দূর শোচনীয় এবং অমঙ্গলকর আমাদিগের কি তাহা বুঝিতে আর অবশিষ্ট আছে? হৃদয় যতই কেন কোমল, মধুর এবং স্নিগ্ধ হউক না, জ্ঞানই উহার পথপ্রদর্শক। যাহার নিজের জ্ঞান নাই সে চিরকালই অন্ধের ন্যায় অন্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। পরে যে পথ প্রদর্শন করে, সুপথই

হউক, আর কুপথই হউক, তাহাই তাহার পথ। সে কোন বিষয়েই কখন স্বাধীন চিন্তা অবলম্বন করিতে পারে না। স্বাধীন চিন্তা যাহার নাই তাহার আপনার উপর স্বত্ব স্বামিত্বই নাই। সে যথার্থই পরের বস্তু। পরের চক্ষুই তাহার চক্ষু, পরের কর্ণই তাহার কর্ণ এবং পরের আনুগত্যই তাহার জীবন। পরস্ববস্তু কি কখনও মহৎ এবং উচ্চ বলিয়া পৃথিবীর পূজা লাভ করিতে পারে?

আমরা দেখিতেছি যে, শিক্ষাই মনুষ্যের একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র সহায়। শিক্ষাহীন মনুষ্য বন্য পশু অপেক্ষা কোন প্রকারেই উচ্চ নহে। কিন্তু বঙ্গদেশে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা শিক্ষাকে সংসারের কণ্টক বলিয়া জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা অনর্থের মূল বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। তাঁহারা মনে করেন যে, স্ত্রীজাতিকে শিক্ষিত করিলে গার্হস্থ্যধর্ম্ম একবারে বিলুপ্ত হইবে। মাতা আর মাতার ন্যায় স্নেহ ও মমতা প্রদর্শন করিবেন না; ভগিনী আর সোদর-স্নেহের আধার হইবেন না। স্ত্রী আর স্বামীর প্রতি প্রেমচক্ষুতে দৃষ্টিপাত করিবেন না। সংসারে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইবে। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন নাই।

স্ত্রীশিক্ষার প্রতি যে, এই ভয়ঙ্কর দোষারোপ হইল ইহাতে প্রকৃত দোষী কে? স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আমরা

যে উপায় অবলম্বন করি তাহাই সকল সর্ব্বনাশের মূল! আমরা যেরূপ যত্নের সহিত বালকগণকে শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করি, আমরা যেরূপ বালকগণের জন্য প্রাণপণে ব্যাকুল হই, বালিকাগণের শিক্ষার জন্য সেরূপ হই না। বালিকাগণের শিক্ষা বিষয়ে কিছুমাত্র আস্থা প্রকাশ করি না। তাহারা আমাদিগের অযত্ন থাকিতেও যেরূপ যত্নের সহিত শিক্ষালাভে ব্যস্ত থাকে, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আমরা কিছুমাত্র যত্ন করিলেই তাহাদিগকে অল্পায়াসে সুশিক্ষিত করিতে পারি। বিশেষতঃ অল্পবয়সে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া, তাহাদিগের সেই শিক্ষালাভে প্রতিবন্ধকতাচরণ করি। বিবাহ হইলেই শিক্ষার অবসান হইল। স্বামী আপনার স্ত্রীর জন্য প্রায় যত্ন করেন না, অথবা তাঁহার যত্ন করিবার অবকাশ থাকে না। তিনি তখনও বিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি নিজ শিক্ষার জন্য ব্যস্ত। সুতরাং সেই বালিকা অল্প শিক্ষা লাভ করিয়া সেই অল্প শিক্ষার পরিচয় দিতে উদ্যত হয়, এবং সংসারের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠে।

এ বিষয়ে আমরা নারীজাতিকে কখনই দোষী বলিতে পারি না। ইহা পিতামাতার দোষ। পিতা-মাতার দোষে এই ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ হইতেছে। তাঁহারা পুত্রগণকে লইয়া অহর্নিশ ব্যতিব্যস্ত। কন্যা তাঁহাদের আদরের বস্তু নহে। কন্যাকে সন্তান বলিয়া তাঁহাদের

কিছুমাত্র জ্ঞান হয় না! কন্যাকে শিক্ষাদান করিতে হইলে, তাঁহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়! কন্যা শৈশব হইতে ক্রীড়ারসে জীবন যাপন করিবে, ইহাই তাঁহাদের একান্ত আকিঞ্চন! তাহাদের মানসোন্নতির দিকে তাঁহারা একবারও দৃষ্টিপাত করেন না!

যাঁহারা কন্যাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষাদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সে প্রয়াস আবার দেশাচার নষ্ট করিয়া ফেলে। কন্যা বিবাহিতা হইলেই অন্তঃপুর-বাসিনী হইল। তাহাকে আর গৃহের বহির্দ্বারে দাঁড়াইতে দেওয়া যাইতে পারে না। এখন সে বধূ নাম ধারণ করিল, অন্তঃপুর এখন তাহার একমাত্র বিহারস্থান হইল। বিদ্যালয়ে গমন তাহার পক্ষে অপমান; গৃহের বহির্দেশে তাহার বাল্যসঙ্গিনীগণের সহিত কথোপকথন বা আলাপ, তাহার পক্ষে অসচ্চরিত্রের সাক্ষ্য প্রদান করে। সুতরাং দেশাচার ও পিতৃমাতৃভয়ে সেই বালিকা শিক্ষার প্রতি যত্ন ও আস্থা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল! অল্প শিক্ষার বিষময় ফল প্রসব করিয়া নিজ সংসারকে চির-দুঃখে ভাসাইতে লাগিল; এবং স্বজাতির উপর বিষম দোষযোজনা করিয়া শত্রুনয়নে অপকৃষ্ট জাতি বলিয়া পরিচিত হইল, এবং আপনাদিগকে মনুষ্যত্বহীন করিয়া তুলিতে লাগিল!

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, স্ত্রীজাতিকে শিক্ষিত করিলে তাহারা স্বামীর প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ করিবে

না, সুতরাং তাহাদিগকে জ্ঞানালোকে আনিবার প্রয়োজন নাই। এই আপত্তি শুনিয়া আমাদের মনে কতকগুলি ভাবের উদয় হয়। বাস্তবিকই কি শিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীর প্রতি অনুরক্ত হয় না? যদি না হয় তাহার কারণ কি? এই বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা দেখিতেছি যে, অনেকস্থলে স্বামীর প্রতি অভক্তি ও বৈরাগ্য সম্ভবনীয়। তাহার কারণ এই যে,যখন স্ত্রী হিতাহিতবিবেচনাশূন্য হইয়া অবস্থান করে, যখন আপনার শুভাশুভ বিচারে স্বামীর উপর সমস্ত নির্ভর করে, যখন ভাল মন্দ বাছিয়া লইতে অক্ষম, সে সময়ে স্ত্রী স্বামীর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকে। কিন্তু যখন জ্ঞানালোকে সমুদয় বস্তুর প্রকৃত অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়, যখন সেই স্ত্রী স্বামীর স্বভাব ও চরিত্র স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে, যখন স্বামীর পাদস্খলন তাহার নয়ন পথে পতিত হয়, তখন সেই স্ত্রী কি প্রকারে স্বামীর উপর ভক্তি ও অনুরাগ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে? যতদিন সেই স্ত্রী জানিত যে, ব্যভিচার পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, যত দিন সেই স্ত্রী জানিত যে, পুরুষের আজ্ঞাদান ও স্ত্রীজাতির আজ্ঞাপালন প্রকৃতির নিয়ম, যতদিন সেই স্ত্রী জানিত যে, স্ত্রীজাতির অধীনতা ও পুরুষের অত্যাচার ঈশ্বরের নির্দেশ, ততদিন সেই স্ত্রী আপনার স্বামীকে দেবতার ন্যায় পূজা করিত; এবং প্রতিদিন পাদোদকপানে আপনাকে ধন্য মনে করিয়া আনন্দে কালযাপন করিত।

কিন্তু যখন জ্ঞান বিকসিত হইল; যখন সেই স্ত্রী দেখিল যে, পুরুষের ব্যভিচার তাহার দুর্ব্বলতামাত্র; যখন দেখিল অত্যাচার ও কর্ত্তৃত্ব তাহার বলনিয়োগ মাত্র; যখন দেখিল স্বামীর উপর সকল কার্য্যে নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই; যখন দেখিল উভয়েই মানব, উভয়েই সকল বিষয়ে সমান—কেহই দেবতা নহে, কেহই উপাস্য নহে; তখন সেই স্ত্রী কি প্রকারে পূর্ব্বের ন্যায় অজ্ঞানতিমিরবাসীর মত সকল কার্য্যে ঈশ্বরের আদেশ সন্দর্শন করিবে? তখন সেই স্ত্রী কি প্রকারে কুব্যবহারে কলুষিত স্বামীকে দেবতা বলিয়া পূজা করিবে? তখন সেই স্ত্রী কি প্রকারে স্বামীকে স্বর্গের দ্বাররক্ষক মনে করিয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত থাকিবে?

শিক্ষা ও কুসংস্কার একস্থানে বাস করিতে পারে না। শিক্ষার প্রতাপে কুসংস্কার মন হইতে পলায়ন করে। অশিক্ষাবস্থায় যে সকল কুবিশ্বাস মনোমধ্যে রোপিত হইয়াছিল, তাহারা শিক্ষার অনলশিখার উত্তাপে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়। অশিক্ষিত অবস্থায় স্ত্রীজাতির বিশ্বাস ছিল যে, স্বামী নারীর একমাত্র উপাস্য দেবতা, স্বামী সন্তুষ্ট থাকিলেই স্ত্রীজাতির অক্ষয় স্বর্গ হইবে। সুতরাং স্বামী জঘন্য চরিত্রের লোক হইলেও আনন্দচিত্তে তাহার প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ প্রকাশ করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য চেষ্টা করিত। শিক্ষাপ্রভাবে সেই মনোভাব দূরীভূত হইল—স্বামীর দুর্ব্বলতা প্রকাশ

পাইতে লাগিল! এখন সেই স্ত্রী কি প্রকারে তাহার প্রতি অনুরক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে? যাহাকে দেখিলে মূর্ত্তিমান মহাপাপ বলিয়া বোধ হয়—যাহাকে মনে করিলে ভয়ে শরীর লোমাঞ্চিত হয়, যাহার সহবাস পাপরাশি সঞ্চয় করে, এমন কি যাহাকে স্বামী বলিলে নিজের প্রতি ঘৃণা উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তির প্রতি কি প্রকারে ভক্তি সঞ্চিত হইবে? যত দিন অন্ধ ছিল, তত দিন সকল অত্যাচারই সহ্য করিয়া ছিল; এখন চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে—এখন আর কোন অত্যাচারই সহ্য হইবে না। সুতরাং এ অবস্থায় সেই স্ত্রীর নিকট হইতে কিপ্রকারে ভক্তির আশা করিতে পারি? যদি আমরা প্রকৃত ভক্তির পাত্র না হই, তবে কি প্রকারে ভক্তির জন্য প্রয়াস করিতে সাহসী হই?

শিক্ষিত নারী জগতের সমস্ত বিষয় স্পষ্টরূপে দেখিতে পান। তিনি সন্তানপালন, সমাজোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে পুরুষকে অনেক প্রকারে সাহায্য করিতে পারেন। আমরা বাল্যকালে মাতৃক্রোড়ে প্রতিপালিত হই। মাতার স্নেহের সহিত উপদেশ পাইলে সে উপদেশ কখনই আমাদের অন্তঃকরণ হইতে তিরোহিত হইবে না। মাতৃক্রোড়ে কুবিশ্বাস ও কুসংস্কার লাভ না করিয়া যদি সদ্বিশ্বাস ও সত্য সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জীবন কেমন সুখময় ও সৎপথে ধাবিত হয়, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই বোধ-

গম্য হইতে পারে। বালকের অসৎপথে গমন করিবার প্রধান কারণ মাতার অন্যায় স্নেহ ও মমতা, ইহা অনেকেই দেখিয়াছেন। শিক্ষিতা হইলে ভগিনী আপনার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবেন; মাতা আপনার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবেন; স্ত্রী আপনার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবেন। তাহা হইলে আমাদের সংসার কি সুখময় ও শান্তিময় হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ?

স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনভাব এই দুইটী সমাজের উন্নতি-পথের প্রধান অবলম্বন। যতদিন বঙ্গে এই দুইটীর আদর না হইবে ততদিন আমরা কোনপ্রকার আশা করিতে পারি না। বিশেষতঃ এই দুই অমূল্য রত্ন বিবাহ পক্ষে কত প্রয়োজনীয়, তাহা বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন। যাঁহারা জ্ঞানজ্যোতির কিঞ্চিন্মাত্র আভাস পাইয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনভাবের অভাব প্রযুক্ত, তাঁহারা সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে অক্ষম হইয়াছেন। তাঁহারা যেরূপ শিক্ষিত, তাঁহাদের প্রণয়িনীগণ যদ্যপি সেইরূপ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আর সুখের পরিসীমা থাকিত না। তাঁহারা যতপ্রকার শোক, ক্ষোভ, ও মনস্তাপ সহ্য করেন, তাহার প্রধান কারণ স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিরহ। তাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিয়া অকর্ম্মণ্য ও নিস্তেজ হইয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ, ও তাহার অনুচরদ্বয়—স্ত্রীর

অজ্ঞানতা, অধীনতা। তাঁহারা নিজে জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত হইয়া অজ্ঞানের ঘোর তিমিরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হন না। স্ত্রী অজ্ঞানতিমির ভিন্ন জ্ঞানালোকে বিচরণ করিবেন না, সুতরাং সে স্থলে প্রণয়ী যুবকের মনঃশান্তি কোথায়? যখন এই সকল অমঙ্গল ক্রমে দৃষ্ট হইতে থাকে, বিবাহিত যুবক চিত্তের সন্তোষ, আনন্দ, উৎসাহ প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া চিরকালের জন্য সংসার-সাগরে নিমগ্ন হয়। এই বিষম সংসারে একাকী বিচরণ করা অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য, সেইজন্য অনেকেই সাহায্যের জন্য অপরের উপর নির্ভর করেন; কিন্তু যুবকের ভাগ্যদোষে সেই সহায় সন্তরণে সাহায্য না করিয়া বরং সেই যুবকের পক্ষে গুরুতর ভার হইয়া উঠে। একে সন্তরণে অক্ষম, তাহাতে আবার আর একটি হস্তপদ বিহীন আসিয়া তাঁহার উপর সন্তরণের জন্য নির্ভর করিল, সে স্থলে সেই যুবকের কিরূপ অবস্থা, তাহা ভুক্তভোগী যুবক ভিন্ন কেহই বুঝিতে পারিবেন না! যাঁহারা এইরূপ ঘোর অমঙ্গলে দিনযাপন করিতেছেন, যাঁহারা এইরূপ ঘোর বিপদে পতিত হইয়া উদ্ধারের উপায় অন্বেষণে অকৃতকার্য্য হইতেছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, যদি বাল্য-কালে বিবাহ না হইত, যদি তাঁহারা অশিক্ষিত নারীর পাণিগ্রহণ না করিতেন, যদি পরম মিত্র জনক পুত্রের প্রতি মিত্রতা বোধে বৈরীভাব না করিতেন, তাহা হইলে,

তাঁহাদের ন্যায় সুখী জগতে কেহই থাকিত না। তাঁহাদের সমুদয় শিক্ষা, সমুদয় উৎসাহ একবারে অন্তর্হিত হইল! তাঁহারা শিক্ষাকালে উৎসাহের সহিত হৃদয়ে যে সকল বিষয়ের বীজ বপন করিয়া ছিলেন, যে সকল বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া শান্তিময় ও মধুময় প্রসবের আশা প্রদান করিয়াছিল, এখন সেই সকল অঙ্কুর কোথায়? সকলই বিলুপ্ত হইয়াছে! বিবাহের সুতীক্ষ্ণ উত্তাপে সেই সকল অঙ্কুর দগ্ধ হইয়া গিয়াছে! তাঁহাদের যদি বিবাহ না হইত, তাহা হইলে বঙ্গে আজ কি সুখের দিন! অথবা যদি তাঁহারা সদৃশ পাত্রে প্রণয় ন্যস্ত করিতেন, তাহা হইলে অদ্য আমরা আনন্দের সহিত তাঁহাদের নাম লইয়া গগন ভেদ করিতাম! কিন্তু বিবাহ সেই সমুদয় সুখময় ফলে নিরাশ করিল!

বঙ্গযুবক যে, বিবাহের জন্য অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বিদ্যালয়ে শিক্ষার সময় কতকগুলি সুন্দর বীজ আমাদের অন্তরে বপিত হয়। যখন আমরা বিদ্যালয় হইতে বাহিরে গমন করি, যখন আমরা সংসারে প্রবিষ্ট হই, তখন সেই সকল বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া পল্লবযুক্ত প্রকাণ্ড তরুরূপে পরিণত হইবার সম্ভাবনা! আমরা সকল দেশেই দেখিতে পাই যে, যুবকেরা বিদ্যালয়ে পাঠসমাপন করিয়া সংসারের সুখ ও উন্নতির জন্য জীবনপাত করেন; বিদ্যালয় তাঁহাদিগের উন্নতির একমাত্র

স্থান নহে। আমরা বিদ্যার কতকগুলি বীজ সংগ্রহ করি, সেই সকল বীজ হইতে শান্তিময় সুখের আশ্রয় স্বরূপ কতকগুলি লতাপাদপ উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমাদের সেই সকল বীজ জল অভাবে, পরিপাটী অভাবে অকালে নষ্ট হইয়া যায়—কোথায় আমরা সংসারে প্রবেশ করিয়া সেই সকলে বীজের প্রতি মনোনিবেশ করিব, না বিবাহরূপ রাক্ষস আমাদের সর্ব্বনাশের জন্য এতদিন প্রস্তুত হইয়া সসৈন্যে আমাদিগকে আক্রমণ করে, এবং আমরা সমস্তজীবন সেই নিশাচরের অত্যাচার সহ্য করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করি! সুতরাং কি প্রকারে আমরা সেই সকল বীজ হইতে আশানুরূপ লতাপাদক উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইব? আমরা দেখিতেছি যদি কেহ সংসারে সুখী হইতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ শান্তিলাভে যত্নশীল থাকেন, তিনি যেন আমাদের ন্যায় বিবাহব্রতে ব্রতী হইতে অভিলাষী না হন!

আমরা মুক্তকণ্ঠে, উচ্চস্বরে বলিতে পারি, আমরা চিরকাল অন্তর হইতে বলিব—বিবাহ আমাদিগকে একবারে নষ্ট করিল! বিবাহ একবারে আমাদের শান্তি অপহরণ করিল! বিবাহ চিরকালের জন্য আমাদিগকে অসহায় করিল! বিবাহ চিরকালের জন্য আমাদিগকে পথভিক্ষুক অপেক্ষা অস্থির ও অধীর করিল! আমরা আরও বলিব—যদি কেহ এই সংসারে শান্তিলাভ করিতে ইচ্ছা

করেন, যদি কেহ এই সংসারে সুখে জীবনযাত্রা অতি-বাহিত করিতে চান, তিনি যেন বিবাহ না করেন! বঙ্গযুবক, যদি তোমার হৃদয়ে সাহস থাকে, যদি তুমি কুবিশ্বাস, কুসংস্কারকে তোমার জ্ঞানশরে ভেদ করিতে সক্ষম হও, যদি তুমি মহাজনপ্রস্থিত পথ পরিত্যাগ করিতে হৃদয় বাঁধিতে পার—বিবাহ কর। কিন্তু যদি তুমি চির-প্রচলিত প্রথানুসারে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে ইচ্ছা কর, যদি তুমি শিক্ষিত হইয়া, শুভাশুভ বোধে সমর্থ হইয়া, সচেতনের ন্যায় কার্য্য করিতে চাও—বিবাহ করিও না। যদি বিবাহ করিতে চাও, যদি সংসারী হইয়া সুখে থাকিতে ইচ্ছা কর—তাহা হইলে আমাদের বর্ত্তমান সকল প্রথাই দূরীভূত করিতে হইবে। যদি ইহাতে সাহসী হও বিবাহ কর—নতুবা চিরকাল অবিবাহিত হইয়া চিত্তের শান্তিলাভে যত্ন কর; সে পথে বিবাহ অপেক্ষা অনেক মধুময় ফল পাইবে! বিবাহ সর্ব্ব অনর্থের মূল! বঙ্গবিবাহ, জীবনের কণ্টক! বঙ্গ-বিবাহ জীবনের একমাত্র শত্রু!

বিবাহ সুখের আকর তাহা কি বাস্তবিক, না অমূলক চিন্তামাত্র? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমরা স্বয়ং ভুক্তভোগী, আমরা কাহারও প্রলোভনে প্রলোভিত হইব না। আমরা যাহা স্বয়ং দেখিয়াছি, আমরা যাহা স্বয়ং সহ্য করিয়াছি, তাহা প্রদীপ্ত আলোকময় অক্ষরে আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়াছে—

বঙ্গ যুবকের বিবাহ অনর্থ-সংঘটনের একমাত্র কারণ!

সকলেই সমস্বরে বলিলেন—এই অশান্তিময়, কণ্টক-পূর্ণ জগতে একাকী বিচরণ করিতে হইলে প্রতিপদে চরণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়; প্রতিপদে পাদস্খলন হয়; প্রতিপদে চিত্তের শান্তির জন্য অপরের উপর নির্ভর করিতে হয়; সেই অপর আর কেহই নয়—সেই অপর একমাত্র পতিরতা কামিনী! সেই কামিনীর সহবাস, সেই কামিনীর সহাস্য বদন, সেই কামিনীর প্রণয়পূরিত আলাপ—আমাদের একমাত্র সহায়, একমাত্র অবলম্বন; সেই কামিনীই আমাদের একমাত্র শান্তি, একমাত্র চিত্তের সন্তোষ!—আমরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করি—ইহা কি বাস্তবিক? কোন্ ব্যক্তি এরূপ ভাগ্যবান্ যে তিনি সেই মধুময় ফলে অধিকারী হইয়াছেন? সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ কি বঙ্গবাসী? যদি সেই ব্যক্তি বঙ্গবাসী হন আমরা বিশ্বাস করিব না। অথবা যদি কেহ থাকেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি বিরল। বোধ হয় সহস্রের মধ্যে একজন সেরূপ ভাগ্যবান্ আছেন কি না সন্দেহ! অথবা তাঁহারা মনোভাব প্রকাশ করেন না। মনোবেদনা সহ্য করিতে সক্ষম—তাঁহারা ধৈর্য্য গুণাবলম্বী! কিন্তু আমরা সেরূপ ধীরতা অবলম্বনে অসমর্থ—অথবা কিসেই বা ধৈর্য্য ধারণ করিব? কিঞ্চিৎ সন্তোষের কারণ না থাকিলে সন্তোষ

কি প্রকারে উৎপন্ন হইবে? যাঁহারা ভাগ্যবান্—তাঁহারা এখনকার যুবক নহেন। তাঁহারা পূর্ব্বকালীন; তাঁহাদের অন্য প্রকার মনোভাব ছিল—তাঁহাদের অন্য প্রকার প্রণয় ছিল—তাঁহাদের অন্য প্রকার চিত্তসন্তোষের কারণ ছিল—কিন্তু আমাদের সে সকল বিষয়ে মনস্তুষ্টি হয় না—আমরা অশিক্ষিত স্ত্রী লইয়া সুখভোগ করিতে পারি না। যাহার প্রণয়ের একমাত্র চিহ্ন ভূষণ; যাহার স্বামী-অনুরাগ অধীনতা; যাহার একমাত্র সুখ নীচাশয়তা—তাহাকে লইয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব? বিশেষতঃ আমরা স্ত্রীর ভারবহনে অসমর্থ—আমাদের সুখ কোথায়?

আমি স্বয়ং এই বিষময় ফলভোগ করিয়াছি সুতরাং আমার এবিষয়ে বলিবার অধিকার আছে। আমি যখন পঠদ্দশায়, যখন পুস্তক আমার একমাত্র সহচর—আমি শুনিলাম আমার বিবাহ হইবে! মন উল্লাসে পরিপূর্ণ হইল, আমোদ উথলিয়া উঠিল! কেন এত উল্লাস, কেন এত আমোদ জানি না। বোধ হইল যেন আমার কোন ভাবী মঙ্গলময় স্বর্গসুখ আমাকে অপেক্ষা করিতেছে। ক্রমে বিবাহ সম্পন্ন হইল। আত্মীয়বর্গ সম্মুখে গুরুজন সকাশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দশমবর্ষীয়া বালিকার ভার মস্তকে গ্রহণ করিলাম। কিন্তু একবার মনে হইল না, শৈশবে এই গুরুতম ভার গ্রহণ করিলে চিরকালের জন্য কষ্ট পাইতে হইবে! একবার মনে হইল

না, কি ভয়ঙ্কর ব্রতে ব্রতী হইলাম! তখন জানিতাম না, এই ব্রত অপেক্ষা মানবজীবনে আর কোন প্রকার গুরুতর ব্রত নাই! যাহা হউক সে সময়ে পুলকিত হৃদয়ে সেই বালিকার সুখদুঃখের ভার লইলাম! বিবাহ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলাম!

বিদ্যালয়ে শিক্ষার সহিত মনের আশা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে যত কাব্যাদিপাঠ করিতে লাগিলাম, ক্রমে যত স্ত্রীজাতিসুলভ মনোহর সদ্গুণ শ্রবণ করিতে লাগিলাম, মন অত্যন্ত উল্লসিত হইল; মনে করিলাম, বুঝি আমার প্রণয়িনীও সেই স্ত্রীরত্নগণের মধ্যে একটী অমূল্য রত্ন!

ক্রমে, এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর অতীত হইল। তখনও আশাবায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে ছিল। তখনও সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হয় নাই। তখনও সুখ-চিন্তায় আকুল ছিলাম। এমত সময় একটী প্রবল ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইল। প্রলয়মেঘ আকাশ আবরিত করিল, সুখসূর্য্য মেঘজালে জড়িত হইয়া আমার নয়ন হইতে চলিয়া গেল!

এটী কি? এটী অশিক্ষার বিষময় ফল! যাহারা নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞানতিমিরে বাস করে—তাহারা কি ভীষণ নররাক্ষস! যাহারা বিদ্যালোকে, জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত নয়, তাহাদের হৃদয় হইতে কি ভয়ঙ্কর গরল উদ্বমিত হয়! অশিক্ষিতের সহিত শিক্ষিতের সম্মিলন কি ভয়ঙ্কর! আমার

শান্তির-পথে চিরকণ্টক বিস্তৃত হইল, আমি চিরকালের জন্য সকল প্রকার আশা, সকল প্রকার ভরসা পরিত্যাগ করিলাম! সংসারসুখে উদাসীন হইলাম! সংসারে বীতৃষ্ণ হইলাম! সংসারসুখে পূর্ণাহুতি দিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম! এটী আমার জীবনের একটী ভয়ানক প্রলয়স্বরূপ! আমার মানসিক প্রবৃত্তিসকল পরিবর্ত্তিত হইল, মনের ভাব বিকৃত হইল, সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিবার উপক্রম করিলাম!

এই বিষম অনর্থের মূল কে? আমি যখন পরিণয়-সূত্রে গ্রথিত হই তখন আমার বয়স ষোড়শ বৎসর। সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক জানি না। বিবাহের আমোদে বিবাহিত হইয়াছি। সে আমোদ কোথা হইতে আসিল জানি না। আমার বোধ ছিল—বিবাহশব্দে বুঝি কোন প্রকার মোহিনী শক্তি আছে যাহাতে মানবের মন সর্ব্বদা আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে। বিবাহ করিলেই বুঝি স্বর্গীয় সুখ মানবের মনে আবির্ভূত হয়। আমি সেই আশায় নিশ্চিন্ত ছিলাম। কখনও স্ত্রীর প্রতি আমার কর্ত্তব্যসাধনে যত্নবান হই নাই। অথবা তখন সে বিষয়ে আমার অধিকার ছিল না। তখন আমি কি প্রকারে বিদ্যালয়ে পারিতোষিক পাইব; কি প্রকারে বিদ্যালয়ে প্রশংসাপত্র লাভ করিব, এই ভাবনায় ব্যস্ত ছিলাম। সুতরাং স্ত্রীমুখপানে চাহিবার অবকাশ ছিল না। আমি বিবাহ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলাম।

ওদিকে—শৈশবে যাহা কিছু বর্ণজ্ঞান হইয়াছিল, বিবাহ হইতে না হইতেই, নষ্ট হইল। এখন আর অন্য প্রকার আলাপ নাই! প্রণয়ই কেবলমাত্র হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিল! কিন্তু তখনও ক্রীড়া-রস হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেখানে সেই অমূল্য নিধি স্থান পাইল না! গুরুজনের উত্তেজনা সেই শৈশব হৃদয়কে নষ্ট করিতে লাগিল। প্রণয়ের সারভাগ না লইয়া কেবল আমোদ হৃদয়কে আক্রমণ করিল! ভূষণপ্রিয়তা ও আমোদ সেই বালহৃদয়ে স্থান পাইয়া বিষময় ফলপ্রসবে ধাবমান হইল! স্বামীর সহিত সম্পর্ক কেবল ভূষণ ও আমোদের জন্য, স্বামীর সহিত আর কিছুই সম্পর্ক নাই এই শিক্ষা পাইয়া সেই বালিকার মন অন্য শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইল!

আমার যেরূপ অবস্থা তাহাতে ঐ দুইটীর একটী ও আমা হইতে সম্ভব নহে। আমি পঠদ্দশায়, স্বয়ং অসমর্থ, সুতরাং ভূষণ দানে আমার ক্ষমতা নাই; ওদিকে আমোদ প্রদান করিবার অবকাশ নাই। এই তিন বৎসরের জন্য আমার সহিত স্ত্রীর সাক্ষাৎ হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি জানিতাম, এখনও বিশ্বাস করি, বাহ্যিক আড়ম্বর অপেক্ষা আন্তরিক সরলতা স্পৃহনীয়; সেইজন্য, সেই প্রকার কথোপকথন আমার কর্ণে বিষতুল্য বোধ হইত। আবার আমি সময় অপেক্ষা করিতেছিলাম। প্রণয়কূপে অবগাহনের সময় তখনও

উপস্থিত হয় নাই ; তখনও আমি বিদ্যালয়ের ছাত্র, সুতরাং সংসারে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত ছিলাম। সুতরাং তাহার আশাপূরণ হইল না। ওদিকে বঙ্গ দেশাচার বিবাহ হইতেই উভয়পক্ষের মধ্যে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়া ছিল। সুতরাং সমুদয় একত্রীভূত হইয়া ঐ ঝঞ্ঝাবাত উত্থাপিত করিল আমার জীবনমরণসখীর সহিত বিচ্ছেদ ঘটিল উন্নতির পথে কণ্টক পড়িল!

পরিশেষে, আবার আমরা পুনর্ম্মিলিত হইলাম। উভয়েরই কিঞ্চিৎ জ্ঞানবৃদ্ধি হওয়ায় পূর্ব্বের বিচ্ছেদ-কারণ পরস্পরের প্রতীতি হইল। ক্রমে পরস্পরের বাল্যকালের অজ্ঞানাবস্থার বিষয় মনে হইতে লাগিল। ক্রমে সাবধান হইতে লাগিলাম। আর সময় অতি-বাহিত করিলে, পরে আরও বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, এই ভাবিয়া যার নাই সাবধানে কার্য্য করিতে লাগি-লাম। কিন্তু হায়, আমার আশা পূর্ণ হইল না! আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই হইল না! আশালতা ক্রমে শুষ্ক হইতে লাগিল!

স্ত্রী স্বামীর সংসারসাগরে একমাত্র অবলম্বন, ইহা ভাবিয়া আমি মনে করিয়া ছিলাম যে, আমি আমার স্ত্রীর নিকট সকল কার্য্যে সাহায্য পাইব। পরামর্শসময়ে সুযুক্তি পাইব, কোন বিষয়ে উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইলে,উত্তেজনা পাইব। দুঃখের সময় সহানুভূতি পাইব।

কিন্তু ইহার কোনটীতেই আমার আশা পূর্ণ হইল্‌..না! আমি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি আমার কোন যত্নই সফল হইল না!

আশানুযায়িক কার্য্য করিতে হইলে প্রথমে যত্নের প্রয়োজন। তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্রুটি হয় নাই, অদ্যাপি ক্রুটি করিতেছি না। কিন্তু সুফলের কোন আশা নাই! যতদিন জগতে জীবিত থাকিব, যতদিন পরস্পরে মিলিত থাকিব, ততদিন আমার চেষ্টার ক্রুটি হইবে না। কিন্তু কখন যে আমার যত্ন সফল হইবে, তাহা বিশ্বাস করি না!

পরামর্শসময়ে, যাহার অধীনতাই একমাত্র অবলম্বন, সে কি প্রকারে সুযুক্তি প্রদান করিতে পারিবে? যাহার মনে স্বাধীনভাব নাই, যাহার ভাবনা, স্বামীর ভাবনার উপর নির্ভর করে, তাহার নিকট কি প্রকারে সুযুক্তি আশা করিব? আমি যাহা চিন্তা করি, তাহাই যাহার একমাত্র চিন্তনীয়, আমি যাহা বলি, তাহাই যাহার একমাত্র বচনীয়, আমি যাহা করি, তাহাই যাহার একমাত্র করণীয়, তাহার নিকট আমি কি আশা করিতে পারি? বরং এই অধীনতা আমরা উন্নতির পক্ষে, চিন্তার পক্ষে প্রধান প্রতিবন্ধক!

আমার সকলই আছে—বঙ্গসুত স্ত্রীর নিকট যাহা আশা করে তাহার সকল সামগ্রীই আছে। কিন্তু ইহাতে আমার মন সন্তুষ্ট নহে। পতিরতা বা সুন্দরী

বা মধুরভাষিণী হইলেই, স্ত্রীকে স্ত্রী বলিতে পারি না! যথার্থ স্ত্রীনামের অধিকারিণী হইতে হইলে, শিক্ষা ও স্বাধীনভাবের প্রয়োজন। যে ব্যক্তি শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিহীন, তাহাকে মনুষ্য বলা যায় না; সে ব্যক্তি কথনই মনুষ্যপদবাচ্য নহে। তাহা হইতে সমাজের কোন মঙ্গল নাই, সংসারের কোন মঙ্গল নাই! সুতরাং পতিভক্তি, রূপলাবণ্য, মধুরতা—কেবল এই তিনটী আমার আদরণীয় হইতে পারিল না!

বিবাহপ্রথার যে সকল অমঙ্গল আছে, তাহার সকলগুলিই একাধারে আমাতে বর্ত্তমান! বঙ্গবিবাহে, উভয়পক্ষে বিবাদ ও কলহ হয়, তাহা আমার হইয়াছিল! পতি ও নারীর বিচ্ছেদ সংঘটন হয়, তাহাও আমাকে আলিঙ্গন করিতে ভুলিয়া যায় নাই! বাল্যবিবাহ যুবকের আত্মোন্নতির পক্ষে যথেষ্ট প্রত্যবায়, আমি উন্নতিপক্ষে একবারে জলাঞ্জলি দিয়াছি! বাল্যকালে আমার উন্নতি দেখিয়া কতলোকে কতপ্রকার আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা আমার অবস্থা দেখিয়া দুঃখ ও পরিতাপ করেন! বাল্যকালে উন্নতির নামে, সংস্কারের নামে মন উল্লসিত হইত। এবং যেখানে কোনপ্রকার উদ্যোগ হইত, সেইখানে উপস্থিত হইয়া, সেই সুমঙ্গলে যোগদান করিতাম। বিবাহের পরেও ঐ সকল বিষয়ে যথেষ্ট যত্ন ও উদ্যম প্রদর্শন করিয়াছি। কিন্তু সেই সকল উদ্যম ও উৎ-

সাহের দিন কোথায়? আমি কখন যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, তাহাই আমাকে করিতে হইল! আমি মনুষ্যের যে অবস্থাকে চিরকাল ঘৃণা করিয়াছি, আমি স্বয়ং সেই অবস্থায় দিনপাত করিতেছি, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে!

সংস্কার-আশা মন হইতে অদ্যাপি একবারে অপনীত হয় নাই। কিন্তু আমি ইচ্ছানুযায়িক কার্য্য করিতে অসমর্থ! আমার এমত অবকাশ নাই, যাহাতে কোন প্রকার উন্নতি পথে ধাবিত হই! যদি বা অবসর ক্রমে সে পথে যাইতে অগ্রসর হই, আমার অবস্থা আমাকে সে পথ হইতে আকৃষ্ট করিয়া আমার নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে!

আমার সকলই নষ্ট হইয়াছে! হৃদয় ও মন আপনাদিগের গুণ হারাইয়াছে! কেবলমাত্র শরীর অবশিষ্ট আছে। তাহারও অধিক দিন সতেজে থাকিবার আশা নাই! এই সকল দেখিয়া আমি মনে মনে চিন্তা করি, যদি আমি অবিবাহিত থাকিতাম, তাহা হইলে আমি সমাজের কত উপকার করিতে পারিতাম, তাহা বলিতে পারি না! তাহা হইলে আমি চিরসুখে, চিরশান্তিতে বাস করিতাম! অথবা যদি আমি শিক্ষিত না হইতাম ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে সক্ষম না হইতাম, তাহা হইলেও বিবাহে যথেষ্ট সুখী হইতাম! তাহা হইলে আত্মকর্ত্তব্য বোধে অসমর্থ হইয়া, পরের জন্য জীবনপতন

করিতাম না! আপনার সুখাভিলাষী হইয়া, আপনার সুখের জন্য কোনপ্রকার পশুবৎ কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না! তাহা হইলে আমার মনে যখন যেরূপ ভাবের উদয় হইত, তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কেবল আপনারই সুখ অন্বেষণ করিতাম! তাহা হইলে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইয়া চিরকাল কষ্ট পাইতে হইত না! যদি অশিক্ষিত হইতাম, তাহা হইলে বিবাহের অর্থবোধে অক্ষম হইতাম! তাহা হইলে আমার আশা এতদূর উন্নত হইত না! যদি অশিক্ষিত হইতাম, তাহা হইলে, সেই ঝঞ্ঝাবাত সময়ে, অন্যের কথার উপর নির্ভর করিয়া সেই অবলা কামিনীকে চিরকাল দুঃখসাগরে ভাসাইয়া, আবার বিবাহ করিতাম! একবারও তাহার প্রতি ফিরিয়া চাহিতাম না; কেবল আত্মসুখে মত্ত থাকিতাম! তাহা হইলে স্ত্রীর সমস্ত সুখ-দুঃখের ভার লইয়া, সমস্ত সুখে বিসর্জ্জন দিতাম না!

আমার মনোভাব কখনই ব্যক্ত হইত না। আমি মনে করিয়াছিলাম আমার মনোগত অভিপ্রায় মুখে না বলিয়া কার্য্যে পরিণত করিব। কিন্তু আমার সে আশাও ছিন্ন হইল! কার্য্য করিতে আমি অধিকারী নহি! যতদিন জগতে বাস করিব, কেবলমাত্র জীবনধারণ ভিন্ন আমার দ্বারা জগতের অন্য কোন উপকার হইবে না। আমি অনেক দিন অবধি আমাদের দেশপ্রচলিত বিবাহ প্রথার বিদ্বেষী। অবকাশ

মতে সেই বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু সে অবকাশ আমার জীবনে সংঘটিত হইবে না। ক্রমশঃ অন্তর্দাহ প্রবলবেগে জ্বলিতে লাগিল, মনোভাব ব্যক্ত করিলে অনেক সুস্থ হইব, এই ভাবিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিলাম। ইহা আমার কেবলমাত্র উন্মত্ততা নহে। বাস্তবিক বিবেচনা করিলে ইহার মধ্যে অনেক সত্য আবিষ্কৃত হইবে। আমি আমার জীবন স্পষ্টরূপে চিত্রিত করিলাম। শিক্ষিত যুবক মাত্রেরই জীবনের প্রতিবিম্ব ইহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। যাঁহারা স্বয়ং ভুক্তভোগী তাঁহারা আমার জীবনে তাঁহাদের জীবন চিত্রিত দেখিতে পাইবেন। তাঁহারাও আমার ন্যায় মনঃক্ষোভে জীবনপাত করিতেছেন। আমার সহিত তাঁহাদের এই মাত্র প্রভেদ যে, আমি ব্যক্ত করিতেছি, তাঁহারা চাপিয়া আছেন!

একণে আমাদের বলিবার আর কিছুই নাই। কেবল এইমাত্র আশা করি যে, যাঁহারা আমাদের ন্যায় হতভাগা, তাঁহারা যেন আর নিশ্চিন্ত না থাকেন। নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহারা স্বয়ং কষ্ট পাইয়া যদি অপরের কষ্ট নিবারণে যত্নবান না হন, তাহা হইলে কোন কালেই বঙ্গের সুদিন উপস্থিত হইবে না! তাঁহারা যথেষ্ট পরিতপ্ত হইয়াছেন; যাহাতে তাঁহাদের পুত্র কন্যাগণ তাঁহাদের ন্যায় আর জ্বালাতন না হয়, সে বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ দান করা

অতীব কর্ত্তব্য। আমরা যে স্থান হইতে পরামর্শ করিয়া, সেখানে আশ্বস্ত হইয়া সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, অগ্রে সেই স্থানকে পবিত্র করা প্রয়োজনীয়। ক্ষেত্র উর্ব্বরা না হইলে কখনই সুশস্য উৎপাদন করে না। অগ্রে বিবাহ উন্নত করিতে হইবে, প্রণয় উন্নত করিতে হইবে, গৃহ উন্নত করিতে হইবে; সংসার উন্নত করিতে হইবে, তবে সমাজ উন্নত হইবে। এই সকল স্থান সুবিমল না হইলে কখনই সমাজ সুবিমল হইবে না।

যাঁহারা অদ্যাপি অবিবাহিত, যাঁহারা বিবাহ-যজ্ঞে ব্রতী হইবার জন্য সমুৎসুক, তাঁহারা যেন সাবধানে পাদক্ষেপ করেন। বিবাহে অনেক মরীচিকা আছে; বিশেষতঃ বঙ্গবিবাহে এমন স্থান নাই যাহাতে বঙ্গযুবক আশ্রয় পাইবে। সেই মরীচিকা দূর হইতে নানা প্রলোভন দেখাইতেছে। তাঁহারা যেন সাবধান হইয়া পাদচারণ করেন। নতুবা পদেপদে মরীচিকায় সুধা-নদীর ভ্রম হইবে; এবং আমাদের ন্যায় চিরকাল পিপাসায় কাতর হইয়া ভ্রমণ করিতে হইবে! আমরা যেরূপ কষ্ট পাইতেছি, তাহা দেখিয়া যেন, তাঁহারা সতর্ক হইয়া সংসারে প্রবেশ করেন। তাঁহারা সংসার বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সংসারের কোন প্রকার নিরাশা জালে জড়িত হন নাই; সুতরাং তাঁহারা আমাদের বাক্যে তাদৃশ আস্থা প্রদান করিবেন না। কিন্তু আমরা এইমাত্র বলিতে চাই যে, আমরা যে সকল

য় অঙ্কিত করিলাম, তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবেন; তাঁহাদের বিশেষ আয়াস করিতে হইবে না! আপনাদিগের চতুঃপার্শ্বে নয়ন নিক্ষেপ করিলেই সকল দৃষ্টিগোচর হইবে।

আমরা তাঁহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিতেছি, যাহারা যেন সাবধান হইয়া কার্য্য করেন। আমাদের চরণ কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে; তাঁহারাও যেন আমাদের মত বিক্ষতপদ না হন। আমরা আরও আশা করি যে, তাঁহাদিগের হইতেই যেন বঙ্গদেশে বিবাহশল্য সুমূর্ত্তি ধারণ করে! আর যেন বিবাহ যুবকযুবতীর যন্ত্রণার নিদান না হয়!

এই কুপ্রথা বিনষ্ট করিতে হইলে, অনেক যন্ত্রণা, অনেক বিপদ, অনেক তাড়না সহ্য করিতে হইবে! যদি জীবনের মুখ্য ফললাভ করা কাহারও স্পৃহনীয় হয়, তাহা হইলে, সে যন্ত্রণা, সে বিপদ, সে তাড়না দেখিয়া ভীত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। যখন যাঁহারা কোন সুপ্রথা প্রচারে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহারা তখন অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে অনেক বিপদে পতিত হইতে হইয়াছে। অনেকে বিধর্ম্মী বলিয়া নিন্দা করিয়াছে; জনকজননী মমতা পরিত্যাগ করিয়াছেন; ভ্রাতা ভগিনী স্নেহে বিসর্জ্জন দিয়াছেন; তথাপি তাঁহারা নিরস্ত হন নাই! বঙ্গযুবকগণ, তোমরাও তাঁহাদের ন্যায় মনুষ্যত্বভাগী মানব; তোমাদেরও হিতাহিত

বিবেচনা আছে; তোমাদেরও জ্ঞান উদ্দীপিত হইয়াছে তোমরা কি কারণে অগ্রসর হইতে সাহসী হইতেছ না? সত্যের প্রবল জ্যোতির মুখে কেহই দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে না। তোমাদের ভয় কি?

সত্য বটে, তোমাদিগকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে; কিন্তু তাহাতে ভয় কি? তোমরা শিক্ষিত যুবক—তোমরা সমাজচ্যুত হইলে সমাজ আপনা হইতেই তোমাদের শরণাপন্ন হইবে। যাহারা তোমাদিগকে সমাজচ্যুত করিবে, তাহারাই অসামাজিক হইবে; তাহারাই পরে তোমাদের চরণে নিপতিত হইয়া তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

আর কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই! সমস্ত বঙ্গ বিবাহের প্রচণ্ড দৌরাত্ম্যে উত্যক্ত হইয়াছে! তোমাদের আশ্বাস-বাক্য পাইলেই সমস্ত বঙ্গ তোমাদের শরণাগত হইবে! তোমরা কেবলমাত্র সঙ্কেতদ্বারা চেষ্টা করিলেই তোমাদের প্রয়াস সফল হইবে, বঙ্গ সুখসাগরে সন্তরণ করিবে!

সমাপ্ত।